বাংলা শোককাব্য সংগ্রহ

(তৃতীয় খণ্ড)

সংকলক ঃ প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

ঃ পরিবেশক ঃ

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রকাশিকা ঃ
দেববাণী মুখোপাধ্যায়, এম.এস্-সি., বি.টি.

প্রৈতি প্রকাশন
পি-৫৭, ব্লক-ডি.
বাঙ্গুর এ্যাভিনিউ. কলিকাতা-৫৫

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ২০০১

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ রবীন মণ্ডল

মুদ্রাকর ঃ
গুপ্তপ্রেশ
৩৭/৭. বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

সুবিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসিক 'বীরবল' (ওরফে প্রমথ চৌধুরী, ৭।৮।১৮৬৮–২।৯।১৯৪১)-এর মতে জীবন হচ্ছে 'জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ছটফটানি'। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় জীবনকে কত মহিমান্বিত (glorify) করেই তা বর্ণনা করেছেন। জার্মান কবি সীলারের (Schiller)-এর মৃত্যুতে মহাকবি গ্যয়টে (Goethe) একটি দীর্ঘ শোককবিতা লিখেছিলেন। অগ্রজকল্প অধ্যাপক ড: শিবদাস চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে শোককাব্য এবং' (৯ই জুলাই, ১৯৮৬) গ্রন্থে শোককাব্যের লক্ষণ নিরূপণার্থে কতকগুলি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। প্রথমে তাঁর সেই গ্রন্থ থেকে সেই লক্ষণগুলি পরপর উদ্ধৃত করছি।

'প্রিয়জন বিয়োগজনিত বেদনা থেকে যে শোকের উদ্ভব, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেই শোকেরই অগ্রাধিকার। মরণ জীবনের অনিবার্য পরিণতি বলে শোকও মানুষের অপরিহার্য নিয়তি।' 'শোকার্তের বেদনা যখন তার স্বকীয় সঙ্কীর্ণ আধার অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হয়, তখনই তা কাব্যের উপাদান হয়ে ওঠে। 'Elegy' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে গ্রীক শব্দ 'Elegas' থেকে— যার অর্থ হচ্ছে শোকের কবিতা। এলিজির ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর 'Callinus of Ephesus' হলেন শোককাব্যের আদিকবি। (পৃ:১) 'ইংরেজী বিশিষ্ট কলাকৃতিরূপে এলিজির আবির্ভাব ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। Encyclopaedia Britannia-তে (চতুর্দ্দশ সংস্করণ) স্পেন Daphnaida (1591)-কে আধুনিক অর্থে প্রথম এলিজি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তারও অনেক আগে বাইবেলে শোককাব্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। Saul এবং Jonathan-এর জন্য David-এর বিলাপ শোকের অনাড়ম্বর বাচনিক প্রকাশের নিদর্শন রূপে ইংরেজী সাহিত্য আদৃত। একটি জনাকীর্ণ নগরীর ধ্বংসকে উপলক্ষ্য করে রচিত সমবেত বিলাপ গাথা রূপে বাইবেলের 'Book of Lamentation' একটি অতি বিখ্যাত রচনা। [এই সূত্রে বর্তমান লেখক-সঙ্কলক-এর 'নানাবিধ প্রসঙ্গ' (ডিসেম্বর, ১৯৯৭) গ্রন্থের 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কাব্যকার' প্রবন্ধ (পৃ: ৯১-১২০) উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন]।

এলিজির প্রথম লক্ষণ শোকবিহ্বলতা। সার্থক এলিজি প্রথমেই পাঠকের মনে বিষাদের ভাব উদ্রিক্ত করে। সর্বাগ্রে মনে পড়ে আইরিশ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে এডওয়ার্ড কিং-এর মৃত্যুর পর 'Pastoral Elegy'-র ঢঙে রচিত মিলটনের 'লিসিডাস'। 'কবিবন্ধু ক্লাউ-এর মৃত্যুশোক উপলক্ষ্য করে রচিত। ম্যাথু আর্নল্ডের 'Thrysis', বন্ধু হালাসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত টেনিসনের ক্ষুদ্রায়ত শোককবিতা 'Break,

Break, Break', টমাস গ্রের 'Elegy written in (? 'on') লেখক-সঙ্কলকের যোজনা 'a Country Churchyard' প্রভৃতি কবিতার সাধ্য এমন একটি ব্যক্তিগত বিষাদের সুর আছে, যা অতি সহজেই পাঠক মনে বিষাদের আবেদন সৃষ্টি করে।' (পৃ: ২)

'এলিজির দ্বিতীয় লক্ষণ ভাবাবেগ এবং প্রকাশভঙ্গির আন্তরিকতা। বিন্দুমাত্র কষ্টকল্পনা থাকলে শোককাব্যের বেদনাঘন মাধুর্যের হানি ঘটে। পিতার মৃত্যুশোকে অভিভূত 'Rug by Chapel', প্রিয় কবিবন্ধু কীটসের অকাল প্রয়াণে রচিত শেলীর 'Adonois' এবং সাধারণ গ্রামীণ মানুষের কবর দর্শনে রচিত গ্রে-র এলিজির মধ্যে ভাবাবেগ এবং প্রকাশভঙ্গির আন্তরিকতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই শোকের কবিতার মধ্যেই গ্রে যেই অবিস্মরণীয় পংক্তি উপহার দিয়েছেন 'The Pathes of glory lead but to the grave'।

'এলিজির তৃতীয় লক্ষণ দার্শনিকতা ও মননশীলতা। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, দার্শনিকতা ও মননশীলতার মাত্রাধিক্য যেন ব্যক্তিগত সুরটি ব্যহত না করে।' ....'Rugby Chapel', 'Adonais' কিংবা 'In Memoriam'-এর মধ্যে দার্শনিকতা এবং মননশীলতার উপাদান আছে, তবে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে নয়'।

'এলিজির চতুর্থ লক্ষণ মন্ময়তা (subjectivity)। কারণ এলিজি গীতিকবিতারই সগোত্র। ব্যক্তিগত সুরের মাধুর্য্য না থাকলে এর আকর্ষণীয়তা কমে যায়। তবে একথাও স্মর্তব্য যে, সার্থক এলিজির উৎস বিশিষ্ট ব্যক্তিচেতনা হলেও তার সোহানা বিশ্বচেতনা পর্যন্ত প্রসারিত। নইলে তা সার্বজনীন আবেদন স্মৃতি করতে পারে না।' (পৃ: ৩)

'এলিজির শেষ লক্ষণ, কাব্যের শেষভাগে আশাবাদ এবং আত্মসমর্পণের সুরা' (পৃ: ৪)। এখানে আমার প্রশ্ন, কিসের জন্য আশা তথা আশাবাদের সুর ধ্বনিত হবে শোককাব্যে, যেখানে শোক প্রকাশই হোল প্রধান সুর। তাছাড়া আত্মসমর্পণই বা কার কাছে এবং কিসের কারণে আত্মসমর্পণ ?

'গ্রের এলিজির অপরিমেয় জনপ্রিয়তা মেনে নিয়েও জনৈক ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকার মিল্টনের 'Lycidas', শেলীর 'Adonsis' এবং টেনিসনের 'In Memoriam'-কে ইংরেজী সাহিত্যের তিনখানি শ্রেষ্ঠ শোককাব্য বলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন।' 'একদিক থেকে দেখতে গেলে সাধারণ করুণ রসের কাব্য — যার স্থায়ী ভাব শোক, সেই ভাবের নিরিখে 'রঘুবংশ' কাব্যের 'অজবিলাপ', মদনভস্মের পর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে বর্ণিত' প্রভৃতি সংস্কৃত শোকগাথার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।' (পৃ: ৪)

অধ্যাপক ড: শিবদাস চক্রবর্তী যখন লেখেন 'বাংলা শোককাব্যের জনক বিহারীলাল চক্রবর্তী.... বিহারীলালের 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্য (রচনাকাল ১২৬৬, প্রকাশকাল ১২৭৭ বা ১৮৭০) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম শোককাব্য।' (পৃ: ৫) কিন্তু এই সংবাদ

সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের প্রথম শোককাব্যের জনক হলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৭-১৯০৪)। তাঁর 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১ সালে প্রকাশিত) কাব্যটির দ্বিবিধ মূল্য হল এই যে এটি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের 'প্রথম' শোককাব্য মাত্র নয়, এটি হেমচন্দ্রেরও প্রথম প্রকাশিত রচনা। অনুরূপ ঘটনা ইংরেজি সাহিত্যেও ঘটেছে যেখানে দেখা যায় ইংরেজি সাহিত্যের 'প্রথম' শোককাব্য-রূপে এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি স্পেন্সার (Edmund Spencer, 1552-1599) রচিত 'The Shepherd's Calendar' (1579) কাব্য ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের মধ্যে যেমন প্রথম শোককাব্য তেমনি এই কাব্যটি স্পেন্সারের প্রথম প্রকাশিত কাব্য। [আমার 'নানাবিধ প্রসঙ্গ', (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭) গবেষণাগ্রন্থের ৮ম প্রবন্ধ 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কাব্যকার' (প্রবন্ধটির প্রাথমিক খসড়া 'বাংলার দ্বিতীয় শোককাব্য ও কবি কেদারনাথ দত্ত নামে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রাবণ ১৩৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল] এটি দেখা যেতে পারে। বাংলার 'দ্বিতীয়' শোককাব্য হোল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (৩১।১০।১৮৪৫–১৪।১০।১৮৮৬) 'মিত্রবিলাপ' (১৮৬০)। বাংলার 'তৃতীয়' শোককাব্য হোল বিহারীলাল চক্রবর্তীর (২১।৫।১৮৩৫–২৪।৫।১৮৯৪) 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭১)।

আমি আমার সুদীর্ঘ গবেষণাকাব্য নানা বিষয়ের সঙ্গে অসংখ্য বাংলা শোককাব্য সংগ্রহ করে গেছি। উপস্থিত প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হোল। ঈশ্বরের ইচ্ছা বাকি স্তূপীকৃত শোককাব্য সমূহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইলো উপস্থিত অসংখ্য ব্যক্তি যাঁদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে নানা উপদেশ ও পরামর্শ পেয়েছি তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিবেদন অংশ শেষ করলাম। তবে এই বই হাতে পেলে যিনি সবচেয়ে বেশি আন্তরিক আনন্দিত হতেন, আমার সেই 'গৃহিনী: সচিব: সখীমিথ: প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ:' পত্নী অধ্যাপিকা ড: প্রীতি মুখোপাধ্যায়, এম.এ. (বাংলা ও সংস্কৃত) কাব্যতীর্থ, পি.এইচ.ডি. প্রয়াতা হয়েছেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (২।৮।১৩৪১-১৮৯৯) একদা তাঁর একটি প্রবন্ধে (নাম মনে নেই) তাঁর উচ্চশ্রেণীর নারীদের দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন যাদের চারিত্রিক গুণানুসারে— ১. ব্রহ্মবাদিনী, যেমন-গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখা। তার পরের শ্রেণীর নারীদের তিনি 'বেদপ্রজ্ঞা' বলে নাম দিয়েছিলেন। এমন নারীদের তিনি নামও দিয়েছিলেন, তবে আমার মনে পড়ছেনা। চারিত্রিক ও মানসিক সর্বদিক দিয়ে আমার প্রয়াতা পত্নী প্রীতি এই শ্রেণীতে স্থান পাওয়ার যোগ্যা।

১লা আগষ্ট, ১৯৯৭ — **প্রতাপ মুখোপাধ্যায়**

পি-৫৭, ব্লক-ডি, বাঙ্গুর এ্যাভেনিউ
কলকাতা-৫৫

সূচীপত্র

মিত্রবিলাপ কাব্য

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বিরচিত

ষষ্ঠ সংস্করণ

CALCUTTA

Printed by Jadu Nath Seal
Hare Press
23/1, Bechu Chatterjee Street

Published by
Sanskrit Press Depository
148, Baranasi Ghose's Street

April 1888

মিত্রবিলাপ কাব্য

(গীতধ্বনি)

১

সুধাময় গীত উঠি পবন বাহনে
রাগিণী জীবন জায়া, সঙ্গে যেন দেহ ছায়া,
ভ্রমিছে গগনে।
সহচর তাল মান লয়
রঙ্গে ভঙ্গে মন হরি লয়,
বিমোহিত করি চিত সুখের স্বপনে।

২

কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর,
সে আনন পড়ে মনে, দেখি, হায়, পরক্ষণে,
সকলি আঁধার।
প্রস্ফুটিত প্রায় যবে ফুল
করে দিক্ সৌরভে আকুল,
সহসা করাল কাল করিল সংহার।

৩

এখনও শুনি যেন সে মধুর স্বর।
যেন সে কণ্ঠের গীত, পূরিল রে আচম্বিত,
শ্রবণ-কুহর।
শোকাকুল মিত্র পড়ি মনে,
এসেছ কি অবনী ভবনে,
সান্ত্বনা করিতে তারে, জীবন দোসর।

৪

কতদিন দুইজনে একত্রে বসিয়া,
আমোদে প্রমোদে রত থাকিতাম অবিরত
সঙ্গীত লইয়া,
এসেছ কি পুনঃ ধরাতলে,

সঙ্গে করি রাগিণীর দলে,
শান্তি দিতে বন্ধু চিতে গীত বরষিয়া?

৫

তোমার প্রণয় কথা পড়ে যবে মনে,
ছাড়ি গেছ একেবারে চিত্ত না বলিতে পারে,
পারিবে কেমনে?
তোমার যে কোমল হৃদয়,
তারে ভুলা সম্ভব কি হয়,
ভুলিতে নারিতে যাবে নিশার স্বপনে?

৬

দিব্য চক্ষে যেন আমি দেখি কতবার,
বিদ্যুতের আভা প্রায়, দেখিতে দেখিতে যায়,
তোমার আকার।
যেখানে সেখানে আমি যাই,
তোমারে দেখিতে যেন পাই,
বোধ হয় সঙ্গে তুমি থাক অনিবার।

৭

করাল কৃতান্ত ছিঁড়ে জীবন-বন্ধন;
প্রাণ আর কলেবর, ভিন্ন করে নিরন্তর,
তপন-নন্দন।
কিন্তু প্রণয়ের সূত্র দিয়া,
বাঁধা যবে থাকে দুই হিয়া,
পারে না কি কাল তাহা ছিঁড়িতে কখন?

৮

কখন আসিবে বন্ধু সে সুখের দিন,
ছাড়ি দুঃখময় ভবে, তোমায় হেরিব যবে,
পাশে সমাসীন?
যে অবধি থাকিব দুজনে,
উপস্থিত সুখে করি অতীত বিলীন?

উষাকালে

১

দেখিলাম সখারে স্বপনে;
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, কুমুদে কৌমুদী রাশি,
হেরি সুখ নাহি ধরে মনে;
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সুধাধার.
শিহরে পুলকে কায়া সে কর-স্পর্শনে;
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার;
একি উষা. দিলে তুমি আমায় আঁধার?

২

সুবিমল আলোক বসনে
উঠিয়া উদয়াচলে, তুমি উষা রূপবলে,
রত সদা তিমির হরণে।
তোমার মুখের ভাতি, হেরিয়া পলায় রাতি,
গিরির গহ্বরে কিম্বা নিবিড় কাননে;
চিরদিন কর তুমি তমো নিবারণ;
বিরুদ্ধ স্বভাব আজি দেখি কি কারণ;

৩

যাহার য্যা আপন আপন
করি সবে জাগরিত, মায়া বলে আচম্বিত,
প্রতিজনে কর প্রত্যর্পণ।
পতিব্রতা পায় পতি, সতীব্রত পায় সতী,
যাতে যার থাকে মতি, পায় সর্ব্বজন।
আমার আপন কেন সহসা হরিলে?
অকলঙ্ক নামে কেন কলঙ্ক করিলে?

৪

হায় উষা পড়ে কিনা মনে:
আসি যবে দ্রুতগতি, উঁকি তুমি দিতে সতী;
ধরা পানে উদয় গগনে;
বহুদিন গত নয়, দেখিতে যুবকদ্বয়;

সুমন্দ সমীর সেবি নিযুক্ত ভ্রমণে;
পরস্পর আলাপন সুখের নির্ঝর,
আনন হইতে যেন ঝরে নিরন্তর।

৫

আজি হের এক জনে আর,
কোথা গেছে প্রফুল্লতা, অন্ধকারে বিদ্যুল্লতা;
সে আননে ঘটেছে বিকার, —
যেন এক বৃন্তাস্থিত, দিন শেষে শুষ্কচিত,
একটি কুসুম মাত্র বিহনে সখার;
কেন রে বিকট কাল না নিল আমারে?
থাকিব না হেরি মিত্রে কেমনে সংসারে?

৬

উভয়ের এক মন ছিল,
ভিন্ন মাত্র কলেবর, যথা একদিন কর,
শোভা করে বিভিন্ন সলিল;
মুহূর্ত্তেক না হেরিয়া, বিকল হইত হিয়া,
নয়ন আড়ালে কেহ নহে এক তিল;
এখনো চুম্বক চিত্র ধাইছে আমার;
সে মেরুর পানে, সদা বেগে অনিবার।

৭

দুই পথে বন্ধুর মিলন,
নিদ্রায় মগন যবে, স্বপনে দর্শন তবে,
মৃত্যুসনে অথবা গমন;
সদা ইচ্ছা নিদ্রা নাই, বন্ধুরে দেখিতে পাই,
দিনের আলোকে যেন পুড়ি যায় মন;
মহানিদ্রা হোক নিদ্রা শয়নে বাসনা,
কেন জাগাইয়া ঊষা বাড়াও যন্ত্রণা?

৮

প্রিয়চন্দ্র গেছে অস্তাচলে,
শোকে প্রাণ-কুমুদিনী, কেন না হবে মলিনী,

না ভাসিবে নয়নের জলে?
সদা মন চাহে যারে লুকায় সে অন্ধকারে,
কে তারে আনিতে পারে, বলে কি কৌশলে?
বন্ধুরে ঘেরিয়া আছে যে ঘোর আঁধার,
সেখানে নাহিক ঊষা তব অধিকার।

মধ্যাহ্ন সময়ে

১

ওই যে গগন মাঝে বসি দিনকর;
আগুনের কণা, অথবা যন্ত্রণা,
বর্ষে হেন নিরন্তর;
মাটি ফাটে দাপে, প্রচণ্ড প্রতাপে;
নেত্র ভবে কাঁপে, কিরণ-বাণে।
পথিক সকলে, জ্বলি অপাননে
গিয়া তরুতলে, বাঁচিছে প্রাণে।

২

কিন্তু কতক্ষণ রবি এইভাব রবে?
দুঃখে ক্ষীণ করে, তিমির সাগরে,
ডুবিতে সত্বরে হবে;
প্রতাপ লুকাবে, কোথা চলি যাবে,
খুঁজিয়া না পাবে, কেহ তোমারে;
আঁধার হইতে, আসি অবনীতে,
হইবে যাইতে, পুনঃ আঁধারে।

৩

আমাদেরো এ সংসারে এইরূপ গতি,
তিমিরে জন্মিয়া, ক্ষণেক ঘুরিয়া,
পুনশ্চ তিমিরে গতি;
ভূত ভবিষ্যত, অন্ধকার বৎ;
সংসারে যাবৎ, উল্কা সমান;
কোথা হতে আসি, বর্ত্তমানে ভাসি,
পশি তমোরাশি, কোথা প্রস্থান।

৪

কিন্তু রবি আছে তব নির্দ্দিষ্ট সময়,
আকালে তোমারে, ডুবাতে না পারে,
অন্ধকার ভয়-ময়;
প্রিয়বন্ধু হায়, মধ্যাহ্নে তোমায়;
হরিল হেলায় দুরন্ত কালঃ
কুসুম যৌবন, ফুটিল যখন,
অমনি তখন, ভাঙ্গিল ডাল।

৫

পুনরায় দেখা তুমি দিবে দিবাপতিঃ
তিমির ভেদিয়া, পূর্ব্বদিকে গিয়া,
উঠিবে বিচিত্র গতি।
ভবনদী তীরে, কিন্তু কেবা ফিরে,
শমন মন্দিরে, গেছে যে জন?
কৃতান্ত দুরন্ত, কেবা বলবন্ত
করে তার অন্ত, দিনরতন?

৬

অরে রে বিকট কাল এ কি তোর রীতি?
সেই দীপ জ্বলে, নিশ্বাসের বলে;
নিবাইতে তোর প্রীতি।
যে নিশা রতনে, চাহে সর্ব্বজনে,
মেঘ আবরণে, ঢাকিস্ তারে;
যে তরু আশ্রয়, করে জীবচর
তাতে কেন হয়, তোর হিংসা রে?

৭

এই যে সম্মুখে কুঞ্জ শোভে মনোহর,
তপনের তাপে, তনু যবে তাপে,
পশি ধরি বন্ধুবর,
ছায়ার আশ্রয়ে, বসিয়া উভয়ে,
মন-কথা কয়ে, কাটাই কাল;

সে দিন কি আর, ফিরিবে আমার;
ছিঁড়িব হিয়ার যন্ত্রণা জাল?

৮

অসহায় একেশ্বর সংসার সাগরে
ভাসি নিরন্তর, তরী কলেবর,
ডুব্ ডুব্ যেন করে;
বিপদ পবন, বহে ঘন ঘন,
ব্যাকুলিত মন, নিয়ত করি;
মিত্র গেছে আর, কে আছে আমার;
করিবে উদ্ধার, সঙ্কটে ধরি!

সন্ধ্যাকালে

দিবা অবসান,
কমল মুদিল আঁখি মলিন বয়ান:
বিরহ-সন্তাপে, পঙ্কজ যে কাঁপে,
সরসী-জলে;
শীতল সলিলে, সুমন্দ অনিলে,
অন্তরে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে।

২

মন সুখ দিন,
বন্ধুসনে অস্তাচলে হয়েছে বিলীন:
হৃদয় কমলে, অবিরল জ্বলে
বিরহানল;
যাহা বন্ধুসনে, সুধা দিত মনে,
বন্ধুর বিহনে, দেয় গরল।

৩

এই সন্ধ্যাকাল,
এখন নয়নে যাবে দেখি যেন কাল,
উল্লাস যে কত, দিত অবিরত,

যবে দুজনে,
প্রকৃতির শোভা, অতি মনোলোভা,
ভ্রমিতাম হেরি প্রফুল্ল মনে।

৪

যেমন গগনে
পশ্চিম সাগরগামী তপন-কিরণে,
জলদ নিকরে, পলক ভিতরে,
যেন মায়ায়
নানা সাজ পরে, নানা রূপ ধরে,
মুহূর্ত্তে মূরতি বদলি যায়;

৫

সেই রূপ কত
ধরিত সুখের মূর্ত্তি আশা অবিরত
দুজনের মনে, যবে মিত্রসনে
আমোদে ধীরে,
সূর্য্যাস্ত দেখিতে, হরষিত চিতে,
যাইতাম দোঁহে, গ্রাম বাহিরে।

৬

কোথা লুকাইল
সে সকল মূর্ত্তি আশা? হায়! কি হইল?
মরীচিকাবৎ, গিয়াছে তাবৎ,
কালের করে;
নিশার স্বপন, জাগিয়া এখন
একি দেখি সব প্রাণ বিদরে।

৭

থাকিবে কেমনে
নানাবিধ রূপে সাজে জলদ গগনে?
ডুবেছে ভাস্করে, অবনী অম্বর,
গ্রাসে আঁধারে,
কালের নিশ্বাস, প্রবল বাতাস
ছিন্ন ভিন্ন করি, সকলি সারে।

মিত্র পত্নী দর্শনে

১

বিকট রাহুর করাল কবলে
যথা শশীকলা কালের কৌশলে;
বিনা ঋতুপতি, যথা বসুমতী;
কিংবা ছিন্নবৃন্ত কুসুম যেমতি;
অথবা মলিন দিবা যেমন
কুজ্ঝটিকা জালে ঘেরে যখন,
কিম্বা মেঘ পালে, আক্রমে যে কালে,
দিনরতন!

২

দেখিলাম আজি বন্ধুর বণিতা,
বিষময় শোকে ব্যাকুলা ললিতা।
নয়নের জল, করে অবিরল,
উঠিতে বসিতে অঙ্গে নাহি বল।
কি দুরন্ত কীট মাঝে পশিয়া
কুসুম সুষমা নিল হরিয়া;
সৌন্দর্য্য কোথায়, দেখি দুঃখে হায়,
বিদরে হিয়া।

৩

সুধাংশু বিহনে যেমন যামিনী
তমোবাসে তনু ঢালি বিরহিনী
নীহারাশ্রু জল; বর্ষে অনর্গল;
দীর্ঘশ্বাস মাঝে ছাড়িয়া কেবল;
মিত্রপত্নী, দশা সেরূপ তব;
অন্ধকার তুমি দেখিছ ভব;
বিরহ বিকারে, আছ এ সংসারে
জীবন্তে শব।

৪

না ফুটিতে ফুল, না বর্ধিতে ফল;
ললিতা লতিকা লুটাও ভূতল।

প্রণয় বন্ধনে, যে তরু রতনে,
আশ্রয় আশয়ে বাঁধিলে যতনে,
কাল ঝড় কোথা হতে আসিয়া
ফেনিল ত্বরা সে তরু তুলিয়া;
সে সৌন্দর্য্য নাই, রয়েছে সদাই
মাটি মাখিয়া।

৫

কেন অশ্রু জলে ভাসিছ নলিনী?
যে রবিরে ভাবি যাপিছ যামিনী,
চির অন্ধকারে, ঢাকিয়াছে তাঁরে,
বিকট কালের অস্তাচলাগারে।
সে তিমির ভেদি কি সাধ্য তাঁর
দর্শন তোমার দিতে আবার।
কেবল হৃদয়ে, সে রবি উদয়ে
এখন আর।

৬

কেন বৃথা আর কাঁদ ব্রজবালা
সহিতে না পারি বিরহের জ্বালা ?
যে ক্রুর অক্রূর, নির্দ্দয় কর্ব্বুর;
লয়ে শ্যাম ধনে গেছে মধুপুর;
ভেবনা করিয়া যমুনা পার
আনিয়া সে ধনে দিবে আবার।
না পারে করিতে, ক্রন্দন সে চিতে,
দয়া সঞ্চার।

৭

এই নাকি সেই সুখের প্রতিমা ?
এই ম্লানমুখী সে চারু পূর্ণিমা,
যার মৃদু হাসি, চন্দ্রিকার রাশি,
রঞ্জিত নিয়ত নিকট নিবাসী;
যাহার আনন সুধার ধারে

সাজিত সংসার আনন্দ হারে;
শ্রী যার সহিত, সতত থাকিত,
সখী আকারে।

৮

অরে কাল তোর নাহি কিছু মায়া;
সন্তাপহারিণী ছিল সেই ছায়া,
একি ব্যবহার, ওরে দুরাচার!
তাহারে হেরিলে জ্বলে অনিবার
সুশীতল মনে যন্ত্রণানল?
কেমন স্বভাব তোর রে খল,
সুধা ছিল যথা, চালি কেন তথা,
দিলি গরল?

৯

কেন বন্ধু তুমি হইলে এমন
যে ছিল তোমার হৃদয়রতন
অনায়াসে তারে, অকূল পাথারে,
ফেলি চলি শেষে গেলে কোথাকারে?
প্রেমের পুতলি ভাসিছে জলে
ডোবে ডোবে শোক সাগর তলে;
কোমলা সরল্যা, অবলা বিকলা,
বিরহ বলে।

১০

পলকে প্রলয় যাহার বিহনে
দেখিতে সতত জাগি কি স্বপনে;
হেলায় তাহারে, ভুলি একেবারে,
একা রাখি গেলে মর্ত্ত্য কারাগারে।
ধূলায় লোটায় সোনার কায়
কে করে এখন সান্ত্বনা তায় ?
নয়নের জলে, বদন মণ্ডলে,
স্রোত বহায়।

চন্দ্রালোকে

১

ম্লানা সন্ধ্যা পতিপাশে করিল প্রস্থান;
তারাময় হার পরি, পুলকিতা বিভাবরী,
পূর্ব্বাশার দ্বারে চন্দ্রে করিল আহ্বান;
শশাঙ্ক সহাস্য মুখে, অম্বর ধরিয়া সুখে,
প্রিয়ার বদন হেরি করে সুধা দান;
আনন্দে যামিনী হাসে, সুখে দশদিশ ভাসে,
তরাসে তিমির কোথা করে অন্তর্ধান।

২

চকোরী সুধার লাগি উড়িল আকাশে;
সরোবরে কুমুদিনী, দিবাভাগে বিরহিণী,
পতির মিলনে ধনী হিয়া খুলি হাসে।
হেরিয়া তনয়াগণ; বারিধি প্রফুল্ল মন;
উথলে হৃদয় বারি যেতে পুত্র পাশে।
প্রিয় সখী আগমনে, ফুটিল নিকুঞ্জ বনে,
সুগন্ধা রজনী-গন্ধা দিক্ পূরি বাসে।

৩

সমসূত্রে বদ্ধ সবে সর্ব্বত্র সংসারে;
প্রণয়ের পাত্র বিনা, মন ছিন্নতার বীণা;
বিরাগ বাজায় মাত্র ভবের বাজারে।
যার যে আপন আছে; যায় সেই তার কাছে,
একাকী বান্ধবহীন থাকিতে কে পারে?
তমোময় ধরাতলে, কেবল প্রণয় জ্বলে,
নাশিতে আলোকবলে দুখের আধারে।

৪

প্রণয়ের পাত্র সনে হইলে মিলন;
উথলে আহ্লাদ চিতে, সুধা বর্ষে চারি ভিতে,
বিজলির সম হাসি উজলে আনন;
মানস সরস মাঝে; আশা কমলিনী সাজে;

হেরিয়া নয়নে পুনঃ সুখের তপন;
রোগ শোক দূরে যায়, ইচ্ছা হয় পুনরায়
সংসার তরঙ্গ রঙ্গে চালাই জীবন।

৫

প্রণয় বিষয় আজি বুঝি আমি ভালো;
বন্ধু সনে যে সকল, দেখিতাম নিরমল,
আজি সে সকল আমি দেখি যেন কালো
সে কালে শীতল কর দিতে তুমি সুধাকর,
তুমিও এখন মম মনাগুণ জ্বালো,
তোমারো মলয়ানিল, শীতলতা গুণ ছিল,
এখন কেবল তুমি শোক শিখা পালো।

৬

সে কাল,— আর কি মন পাইব সে কাল?
চন্দ্র করে বন্ধু সনে; সুমধুর আলাপনে;
কোথায় থাকিত পরি সংসার জঞ্জাল;
চকোর কি সুখী তত; সুধা পানে যবে রত,
যত সুখ দিত মিত্রবচন রসাল।
নিশা কি নির্ম্মলা তত, হলে চন্দ্র সমাগত,
সে কালে নির্ম্মল যত হৈত মম ভাল?

৭

রে কাল, সে কাল কেন্ন হরিলি নিদয়?
শিশির মুকুতা মালা সাজায় যে স্থল ভালা,
করিস সে স্থল শোভা তাপ-বলে লয়।
এ সংসার অন্ধকার, করিস্ রে দুরাচার,
রাহুরূপে গ্রাস করি শশী সুখময়।
তোর অত্যাচারে খল, ছিন্নভিন্ন ভূমণ্ডল,
ধরা দিলি রসাতল, তপন তনয়।

বৃষ্টিকালে

১

কাল মেঘে আবরিছে গগন-বদন;
নয়নের জল, ঝরে অনর্গল,
দীর্ঘশ্বাস বহে ঘন ঘন;
থেকে থেকে আর্ত্তনাদ, একি ঘোর পরমাদ,
অনল নিকলে বক্ষ ফাটি ক্ষণ ক্ষণ।
কি শোকে আকাশ কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে?
কাঁদিছে কি হারাইয়া দিবসরতন?

২

আমার সুখের দিনকারী দিনকর
গ্রাসিয়াছে কাল; তমোময় ব্যাল,
শোক তাপে বিদরে অন্তর;
করি আমি হাহাকার, আর্ত্তনাদ বারম্বার
নয়নে নীরের ধারা বহে নিরন্তর;
মম অশ্রু বিসর্জ্জন, হবে নাকি নিবারণ;
আকাশ তোমার যথা হইবে সত্বর;

৩

এখনি গগন তব মলিনতা যাবে;
হৃদয়ের ধন, সুন্দর তপন,
হৃদিমাঝে অবিলম্বে পাবে;
আলোক ভূষণ অঙ্গে; এখনি পরিবে রঙ্গে,
হেরিতে তোমার মূর্ত্তি কত লোক চাবে;
অস্তে যেতে দিবাকর, স্বীয় যত্নে জলধর,
শত্রুধনু দিয়া তব শরীর সাজাবে।

৪

আমার মুখের মেঘ কিন্তু কে হরিবে?
মম চিত্ত রবি, সুখময় ছবি;
কে আর আনিয়ে পুনঃ দিবে?
প্রফুল্লতা অলঙ্কারে, কে সাজাবে অভাগারে;

হৃদয়ের অন্ধকার কে দূর করিবে?
আরে ফণী মণিহারা, কেঁদে কেঁদে হবে সারা;
কে আর তিমিরে তোরে আলোক ধরিবে?

সংসার কাননে, কাল, তুই দাবানল,
প্রফুল্লিত ফুল, সৌরভে অতুল,
মনোহর সুন্দর কোমল;
কুসুমালঙ্কার পরা, লতিকা হরিতাম্বরা,
যৌবন বীরত্ব শোভাময় তরুদল
কলিকা বিকাশোন্মুখ, মুকুল লোচন সুখ,
ভস্মরাশি দুষ্টকাল করিস সকল।
হে আকাশ কেন নাহি কাঁদ নিরন্তর?
তোমার নয়নে, পড়ে প্রতিক্ষণে;
ভব দুঃখ রাশি ভয়ঙ্কর।
কিম্বা বুঝি দিবালোকে, স্পষ্ট দেখি অতিশোকে
করিতে না পারে বারি প্রায় চক্ষে ভর;
কিন্তু নিশা আগমনে, কাঁদ বসি সংগোপনে,
সে অশ্রু শিশির বলি ভাবে ভ্রান্ত পর।

৭

যবে দিবা হয় বড় বুঝি সে সময়;
উথলিয়া মন, কখন কখন,
লোচনে সলিল স্রোত বয়।
থাক দেবতার কথা, কাহার না লাগে ব্যথা,
দেখি এই সংসারের যন্ত্রণা নিশ্চয়?
হেরিয়া দুঃখের ভার, কাল ছাড়া আর কার,
সমবেদনায় নাহি বিদরে হৃদয়।

কুসুমোদ্যানে

১

হাসিছে উদয়াচলে ঊষা বিনোদিনী,
গোলাপি বসন পরা, রূপে জনমনোহরা,

চেতনা করিয়া সঙ্গে মধুর ভাষিণী,
ফুল কুল প্রফুল্ল আননে
পুলকাশ্রু পূরিত লোচনে
করে তব অভ্যর্থনা, তপন নন্দিনী।

২

শরত, হিমন্তে দ্বন্দ্ব যে কাল লইয়া
সে কালে যখন বঙ্গে, শারদা আসেন রঙ্গে
যেমন সকল লোকে পুলকিত হিয়া,
অভয়ার আহ্বান তরে
মনোমত অলঙ্কার পরে
পরিচ্ছন্ন নব বস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া;

৩

সে রূপ তোমার, ঊষা করিছে আহ্বান
ফুল কুল নববেশে, ওই দেখ হেসে হেসে;
জড়াইয়া ক্ষণকাল তাপিতোরো প্রাণ;
যুতী জাতি মল্লিকা মালতী
গন্ধরাজ গন্ধের বসতি—
করেছে সুন্দর শ্বেত বস্ত্র পরিধান।

৪

লোহিত-বসনা জবা, করবী রঙ্গিনী;
সুবর্ণে ভূষিতা চাঁপা, যার রূপগুণ চাপা;
নাহি থাকে পোহাইলে আঁধার যামিনী;
অন্যান্য কুসুম সখীসনে;
প্রফুল্লিতা তব সম্ভাষণে
মুকুতার হার গলে, তিমিরহারিণী।

৫

প্রকৃতি পূর্ব্বের মত একভাবে আছে।
চন্দ্রতারা দিনকরে, তিমির বিনাশ করে,
শীতল সমীর বহে, ফুল ধরে গাছে।
মিত্র বিনা কেবল আমার

ভাল কিছু নাহি লাগে আর,
সব বিষময় বোধ হয় মম কাছে।

৬

সে সময় কেন স্মৃতি দেখাও আবার,
যে সময়ে বন্ধুসনে; যেতাম সহর্ষ মনে
তুলিতে কুসুমচয় — উদ্যানের সার—
ইষ্ট দেবতার পূজা তরে
ভক্তি শ্রদ্ধা সরলতা ভরে?
তেমন বিমল সুখ পাইব কি আর?

৭

না ডুবিতে সুখতারা, পাখী না ডাকিতে,
না দিতে আলোক রেখা, পূর্ব্বদিক ভালে দেখা,
ত্যজিয়া নিদ্রার ঘোর লোক না জাগিতে
পুষ্প জন্য যেতাম দুজনে
এই শঙ্কা করি মনে মনে
পাছে অন্যে যায় আগে কুসুম তুলিতে।

৮

সে আশঙ্কা, সে বাসনা, সে বন্ধু কোথায় ?
কালস্রোতে সে সকল, ভাসি গেছে কোন স্থল,
বিলোপী কালের খেলা বুঝা নাহি যায়।
এই ফুল কূল যে এখন
করিতেছে লোচন রঞ্জন,
কতক্ষণ রবে সাজি সৌন্দর্য্য মালায়।

কুমারনদ তীরে

১

শুকায়েছে শরীর তোমার;
কোথা তব বরিষার প্রতাপ কুমার?
জ্বরেছ কি কাল জ্বরে, শীত মাত্র গেছে সরে,
দহিতেছে কলেবর দাহ অনিবার?

দেহে দুর্ব্বলতা অতি, যাইছ কি মৃদুগতি,
মিশিতে সাগর সনে পাইতে নিস্তার?

২

সংসারের যন্ত্রণা জ্বালায়,
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর কার না ধরায়?
কার হিয়া নাহি জ্বলে; অহরহঃ দুখানলে?
কাহার বা চিরদিন বল দেখা যায়?
অরে রে অবোধ মন; নহে দুখ নিবারণ,
অনন্তকালের জলে না মিশিলে, হায়।

৩

কতদিন -- আছে কি স্মরণে?
কুমার তোমার কূলে আনন্দিত মনে
ভ্রমিতাম এ সময়, বাক্য ব্যয়ে বন্ধুদ্বয়,
যেই রবি তাপময় ডুবিত গগনে।
আমোদ-প্রমোদ কত, করিতাম অবিরত,
ধরিত না হাসি আর উভয় আননে।

৪

কতদিন স্নানের সময়,
যখন সরস ছিল এ পোড়া হৃদয়,
সমবয়সীর দলে, বন্ধুসনে কুতূহলে,
কত খেলা তব জলে হয়েছে উদয়;
তোমার তরঙ্গ সঙ্গে, কত খেলিয়াছি রঙ্গে;
সাঁতারে অস্থির করি তোমার আলয়।

৫

নাহি আর সে ভাব আমার;
বন্ধুর বিহনে সদা করি হাহাকার;
চিতে শোক মেঘ পশি, গ্রাসিয়াছি সুখশশী;
দশদিক্ দেখি মসী সমান আঁধার।
হেরিলে তোমার নীরে; ভ্রমিলে তোমার তীরে,
দ্বিগুণ আগুন মনে জ্বলে আনিবার।

৬

আসি তবে কি জন্য এখানে?
ভালবাসি তবে কেন ভ্রমিছে এ স্থানে?
বন্ধু সনে তব কূলে, ভ্রমিতাম দুখ ভুলে.
মিত্রে দেখি চাই হেথা যে দিকের পানে।
যেন সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি, কিবা আননের স্ফূর্ত্তি.
দূর হতে দেখি কভু তব বিদ্যমান।

৭

শোভিতেছে সম্মুখে শ্মশান;
নরমুণ্ডমালা গলে. বিকট বয়ান;
ভস্মরাশি মাথা অঙ্গে; শুনেছি তোমার সঙ্গে.
রাত্রিকালে প্রেতদল করে অবস্থান.
দেখাও যদ্যপি পার; প্রেতরূপ কি প্রকার.
দেখিব কিরূপে থাকে দেহহীন প্রাণ।

৮

একদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে
বলেছিলে প্রিয় বন্ধু, হাসিতে,
কালবলে আগে যদি, পার হও ভব নদী;
অবশ্য আসিবে তুমি বন্ধুরে দেখিতে;
খুলি হৃদয়ের দ্বার, সে দেশের সমাচার:
বন্ধুর নিকটে দিবে প্রফুল্লিত চিতে।

৯

সে আশার করিলে নিরাশ।
অঙ্গীকার হইল তব কেবল বাতাস।
যদি এ শ্মশান ভূমি. ভ্রমণ করহ তুমি.
নিকটে আসিয়া সব কর না প্রকাশ?
কখন পেলাকারে দেখি তোমা যে প্রকারে.
কভু হয়. কভু মনে না হয় বিশ্বাস।

১০

এ সকল অমূল কল্পনা।
বন্ধু কভু নাহি জানে করিতে ছলনা.

যদ্যপি থাকিত পথ, পূরিবারে মনোরথ,
বন্ধু কভু মম শান্তি দিতে ভুলিত না।
পৃথিবীর যত লোক, ছাড়ি দিত মৃত্যু শোক,
একেবারে দূর হৈত অনেক যাতনা।

সহকার মূলে

১

কি বলিছ মৃদু স্বনে ওহে সহকার?
দুঃখ ঢাকি কি হইবে? বল প্রকাশিয়া
মাধবীরে হারাইয়া যদি কাঁদে হিয়া,
কি কারণ লুকাইছ নিকটে আমার?
আমার সে দশা আজি যে দশা তোমার।

২

হারাইয়া প্রেমমূর্ত্তি বান্ধব রতনে,
দেখিতেছি শূন্যময় হৃদয়ভাণ্ডার,
তমোময় বিষময় হয়েছে সংসার;
আপনার দশা দেখি বুঝিতেছি মনে
কি দশা তোমার তরু মাধবী বিহনে।

৩

মিছা কেন জর জ্বলি অন্তর অনলে;
জান না মনের কথা করিলে প্রকাশ,
লোকে বলে, হয়ে থাকে যন্ত্রণার হ্রাস;
আসিয়াছি তাই তরু আজি তব তলে
দুজনে মনের কথা কহিব বিরলে।

৪

ভেবনা এসেছি আমি করিতে ছলনা।
চেয়ে দেখ, তরুবর নাহি মম পাশে
সে প্রণয়মণি মূর্ত্তি, যাহার প্রকাশে
আসিতে কখন নাহি পারিত যাতনা,
যার সখী প্রফুল্লতা কমল বদনা;

৫

যার সহ কতদিন আসি তব তলে
মারুত হিল্লোল মাঝে ছায়ায় বসিয়া,
তপনের তাপে তপ্ত তনু জুড়াইয়াঃ
আমোদ তরঙ্গ রঙ্গে অতি কুতূহলে
মজিয়া গিয়াছি তব মধুময় ফলে;

৬

যার সহ কতদিন ঝড়ের সময়,
নয়নে অনল রাশি নিকলিয়া যবে
দন্ত কড়মড় মেঘ করে ভীম রবে,
কুড়াতে গিয়াছি তব মূলে ফলচয়;
আমোদে প্রমত্ত অতি নির্ভয় হৃদয়।

৭

এতক্ষণ সাধিলাম কথা না কহিলে?
আমি দেখি একেবারে হয়েছি পাগল;
কোন্ কালে কথা কয়ে থাকে তরুদল?
সন্ সন্ তরুশাখা করিছে অনিলে;
ডুবেছে আমার বুদ্ধি বিস্মৃতি-সলিলে।

৮

কার কাছে মনোদুখ বলিব আমার;
কে পারে যন্ত্রণানল করিতে নির্ব্বাণ?
শীতল করিতে শোক-সন্তাপিত প্রাণ?
নামাইতে কলে বলে হৃদয়ের ভার?
করিতে নিরাশ মনে আশার সঞ্চার?

৯

যখন যেখানে যাই দুখ দেখি তথা,
অনিলে, সলিলে, স্থলে, আলোকে, আঁধারে,
কাননে, নগরে, পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে,
সর্ব্বত্র শুনিতে সদা পাই দুঃখ কথা;
সান্ত্বনা কে করে আর? বাড়ে মনোব্যথা।

২০

যা নিভিয়া একেবারে জীবন প্রদীপ।
এ কেমন তোর দেখি হয়েছে বিকার
করিস্ যে বারম্বার আলোকে আঁধার;
কি কাজ হইবে মিছা করি টিপ টিপ;
অতল তামির মাঝে ডুবি ভবদ্বীপ।

মিত্র জননী দর্শনে

১

কে মলিনা পাগলিনী পড়িয়া ভূতলে,
যেন ছিন্নলতা শুষ্ক ভূমে অচেতন
হৃদয় মুকুল কাল করিলে হরণ?
কে ডুবিছে ওই শোক-সাগরের জলে
যেমন কমল-লতা সরসী কমলে
যখন কমল কেহ তুলি লয় বলে?

২

এই দীনা হীনা নাকি বন্ধুর জননী?
ধূলিধূসরিত কেশ, মলিন বসন,
নিরন্তর নীরধারা বর্ষিছে নয়ন।
কাঁদিছ কি তমোবাস কাড়িয়া ধরণী?
গ্রাসিয়াছে তব রবি কালরূপ ফণী।
আসিয়াছে ভয়ঙ্কর শোকের রজনী।

৩

কেঁদ না কেঁদ না মাগো সম্বর রোদন।
অশ্রু জলে বাড়িবে কি সে তরু আবার,
কালের কুঠারে মূল কাটিয়াছে যার?
দিন দিন করি ক্ষীণ আপন জীবন
তারে কি জীবন দিতে করেছ মনন?
দীর্ঘশ্বাসে শ্বাস তারে দিবে কি কখন?

৪

পান্থশালা এ সংসার, কেহ নহে কার।
একদল আসে আর একদল যায়;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায়?
ইহাকে উহাকে বলি আমার আমার
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।

৫

বিচিত্র রঙ্গের কাচ খণ্ডের সমান
বিবিধ বরণে মায়া সাজায় সকলি;
কুৎসিত যা চলি যায় মনোহর বলি।
মায়া সহচরী আশা হরি সত্যজ্ঞান।
চৌদিকে অপূর্ব্ব পুরী করয়ে নির্ম্মাণ;
পলকে তাহার আর না থাকে সন্ধান।

৬

মনের পিপাসা নাহি মিটে ধরাতলে।
মরীচিকা কুজ্‌ঝটিকা পারে কি কখন
শীতল সলিলতৃষা করিতে হরণ?
প্রবেশিয়া স্বর্গপুরী ধরমের বলে
না কবিলে স্নান মুক্তি সরোবরে জলে,
না যায় মনের তৃষা, দুখে দেহ জ্বলে।

৭

মুহূর্ত্ত সুখদ সনে দর্শন এখানে।
বিজলি ক্ষণেক খেলি জলদে লুকায়;
পলকান্তে ইন্দ্রধনু দেখা নাহি যায়;
উঠিতে উঠিতে রবি পূর্ব্বদিক্ পানে
নীহার মুকুতা উড়ি যায় কোন খানে,
কুসুম সুষমা আর রহে না বাগানে।

৮

কেন মা দ্বিগুণ তব বাড়িল রোদন?
জ্বলিছে আমার মন শোকের অনলে,

ভাসিতেছি আমিও মা নয়নের জলে;—
মা তুমি কেঁদনা আর — মৃদু মা নয়ন—
কাঁদিয়া কি হবে? কর শোক সম্বরণ—
আমি আর উপদেশ কি দিব এখন?

৯

কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।
অনুক্ষণ মা বলিয়া ডাকিব তোমায়,
ভিন্ন তুমি না ভাবিতে সখায় আমায়।
ভাব গো মা এক পুত্র গিয়াছে তোমার
অন্য পুত্র হতে ত্রুটি হবে না সেবার।
কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।

ইতি মিত্রবিলাপ কাব্য সমাপ্ত।

অন্যান্য কবিতাবলী

বৌদ্ধদেবের সংসারত্যাগ

(মগধের অন্তর্গত কপিলাবস্তু নগরে রাজবংশে বৌদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ সময় তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ রাখা হয়। রূপবতী গুণবতী যশোধরার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বার্দ্ধক্য মরণ ও রোগ দেখিয়া সংসারের প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মে। ইতিমধ্যে একজন জিতেন্দ্রিয় সুখদুঃখ-বোধশূন্য সন্ন্যাসী দেখিয়া সংসার পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যখন যশোধরা নিদ্রিতা ছিলেন, তিনি সেই সময়ে আবাসগৃহ হইতে বহির্গত হন)।

যশোধরার শয়নমন্দির

(১)

প্রণয় বন্ধন ছিঁড়া কঠিন কেমন;
যাই যাই আর যেন না চলে চরণ;
ইচ্ছা করে একবার, ফিরে দেখি মুখ তার,
যার সনে একতাল মজেছিল মন;
মম সুখে যার সুখ, মম সুখে যার সুখ,
মম হাসে যার হাসি, রোদনে রোদন।

কোমল পালঙ্কোপরি নিদ্রিতা সুন্দরী,
জীবন-নয়ন-মণি পুত্রে কোলে করি;
হাসি লয়ে প্রফুল্লতা, কিংবা যেন স্বর্ণলতা,
সুবর্ণ কুসুম রত্ন হৃদি মাঝে ধরি;
কিবা সৌন্দর্য্যের ধারা, বরষিছে যশোধরা,
এ সুধায় যেন নাহি মন লবে হরি?

৩

প্রেয়সীর রূপ দেখি হইয়া কাতর
ক্ষীণকর হইয়াছে প্রদীপ নিকর।
কেনা জানে যত তারা, হয়ে পড়ে ম্লানাকারা,
আকাশে প্রকাশে যবে পূর্ণ সুধাকর?
অন্ত পাখী কে প্রয়াসী, যখন ময়ূর আসি
চন্দ্রক কলাপে করে আকৃষ্ট অন্তর?

৪

ফুলে ফুলে প্রাণ প্রিয়া হয়েছে সজ্জিত।
চম্পক দিয়াছে বর্ণ করিয়া মার্জ্জিত;
কপোলে চরণে করে, কমল বসতি করে;
ওষ্ঠাধারে বন্ধুজীব হয়েছে শোভিত;
কদম্ব বসেছে বক্ষে নীলোৎপল দুই চক্ষে;
নাসিকায় তিলফুল, দন্তে কুন্দ স্থিত।

৫

কোমলা কুসুম-সম ললিতা ললনা;
নাহি জানে কোন কালে স্বপ্নেও ছলনা;
মূর্ত্তিমতী সরলতা, পতি ভক্তি সুশীলতা,
জীবন কাটায় করি পতি উপাসনা;
ইচ্ছা করে মালা করি, হৃদয় মাঝারে ধরি,
নিয়ত আঘ্রান লয়ে পূরাই বাসনা।

৬

একবার কুসুমের নিলাম আঘ্রান;
অমনি অমিয়ময় হৈল মন প্রাণ;

কেমনে মানস অলি, এমন কুসুমাবলী,
সহসা ত্যজিয়া দূরে করিবে প্রস্থান?
তাহে প্রেমসূত্র দিয়া, বাঁধা আছে দুই হিয়া,
চলিয়া যাইতে যেন পিছে লাগে টান।

৭

এই যে প্রিয়ার কোলে নিদ্রিত কুমার,
প্রভাতের তারা যেন উরসে ঊষার;
কিবা সুকোমল ভাষে, কেমন মধুর হাসে,
সুশীতল করে সদা হৃদয় আমার;
কেমনে এমন ধন, একেবারে বিসর্জ্জন,
করিয়া যাইবে মন ত্যজিয়া সংসার।

৮

কেমন মোহিনী শক্তি তোমার গো মায়া,
জানি আমি কতক্ষণ সুখে থাকে কায়া;
জানি বিদ্যুতের প্রায়, যৌবন সাচ্ছন্দ্য যায়,
জানি আমি এ জীবন ক্ষণস্থায়ী ছায়া;
তথাপি অবোধ মন, নাহি পারে কি কারণ,
অনায়াসে ত্যজি যেতে প্রিয় পুত্র জায়া।

৯

নববিকশিত পুষ্প সমান বদন;
সুস্থ কলেবরে এবে শোভিছে নন্দন।
কিন্তু কতক্ষণ রবে, এভাবে দুখের ভবে,
কে জানে আসিয়া রোগে ধরিবে কখন?
কোথা এ প্রফুল্ল ভাব, হবে তবে তিরোভাব,
কুসুম সুষমা কীটে করিবে হরণ।

সম্পূর্ণ।

কবি পরিচিতি

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঃ নদীয়া জেলার গোস্বামী-দুর্গাপুর নামক গ্রামে আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় তথা কনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁর ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। এফ.এ থেকে এম.এ বি.এল পর্যন্ত তিনি অতি উত্তম স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৮ সালে তিনি বিবাহ করেন। ১৮৬৭ সালে এম.এ পরীক্ষার পর কিছুদিন জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইনস্টিটিউশন-এ অধ্যাপনা। ১৮৬৮ সালে বি.এল পাশ করে বহরমপুরে ওকালতি করতে যান। ১৮৬৯ সালে কটন আইন কলেজে অধ্যাপনা। পরে বহরমপুরে আইনের অধ্যাপনা। ১৮৭১ সালে ৩০০ টাকা বেতনের পাটনা কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা কাজে যোগদান করেন। ১৮৭২ সালে কলকাতায় হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৭২-৭৩ সালে পুনরায় কলেজে অধ্যাপনা। ১৮৭৭-৭৮ সালে সম্ভবত বেঙ্গলী পত্রিকা সম্পাদনা। ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত পাইকপাড়া রাজবাড়িতে গৃহশিক্ষকতা। ১৯৭৮-৭৯ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন ও ইতিহাসে অধ্যাপনা। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত বাংলা সরকারের বেঙ্গলী ট্রান্সলেটর পদে কার্য। মৃত্যু ৩১শে অক্টোবর ১৮৪৫ সাল। ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' র পরিচালক সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৮৮২ সালে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তিনি পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করবার সমিতির সদস্য রূপে কাজ করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থাবলী--'যৌবনোদ্যান' (১৮৬৮); 'মিত্রবিলাপ'; কাব্যকলাপ (১৮৭০); 'রাজবালা' (১৮৭০); 'প্রথম শিক্ষা বাংলা ব্যাকরণ' (১৮৭২); 'প্রথম শিক্ষা বীজগণিত' (১৮৭২); প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪); 'কবিতামালা' (১৮৭৭); 'মেঘদূত' (১৮৮২); 'নানা নিবন্ধ' (১৮৮৫)। ইংরেজি গ্রন্থাবলী --'Hindu Philosophy' (1888), 'Hindu Mythology' (1870). 'Theory of Morals and Origin of Languages' (1871), Hints to the study of the Bengali Languages for the use of European and Bengali students' (1883).

সূত্র ঃ সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৪র্থ খণ্ড
বাংলা বিশ্বকোষ (ঢাকা)

বিলাপ মালা

গোবিন্দ চৌধুরী

১১

৩৮ নিরমল প্রেম অপার্থিব সুখ,
উপছিল তাহে কেন হেন দুঃখ,
ক্রমশ সঙ্কীর্ণ প্রেমনদী মুখ;
বিশুষ্ক পর্ব্বত আঘাতে।

১২

মূল প্রস্রবিনী অবরুদ্ধ দ্বার,
কেমনে বহিবে জল ঝরণার
আছে দাঁড়াইয়ে বিষম পাহাড়;
সম্মুখে অবলা নাশিতে।

১৩

বদ্ধ-প্রেম বেগ না বহি প্রবাহে,
মরমে মরমে গুমরেতে বহে,
গতি শুষ্ক বটে প্রেম শুষ্ক নহে;
সতত অন্তর মাঝেতে।

১৪

বাহিরে পাহাড় হেরি ভয় মনে।
নাহি অন্তরালে বুঝিও পাষাণে
প্রেমনীর বিন্দু এ ভয় কারণে;
সদা ভয় মনে হেরিতে।

১৫

৩৯ কি করি পাইব যাইয়ে তোমায়
এড়াব কি করি এ কলঙ্ক দায়,
হারালেম কেন প্রেম প্রতিমায়;
কি হলো না পারি বুঝিতে।

১৬

কে আসি আমারে বিষাদ করিয়ে
চিরসুখ আশা দিল বিনাশিয়ে
কলঙ্কের ভয়ে প্রেমে বিসর্জ্জিয়ে;
রহিতে হইল জগতে।

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

চিন্তাতরঙ্গিনী
ও
দোঁহাবলী

"পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য,
মনুষ্যের সার পদার্থ মন।"

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
(১৮৩৮-১৯০৩)

সন ১২৬৮। ইংরেজী ১৮৬১

চিন্তাতরঙ্গিণী

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল।
রাঙা রবি ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান।
লোহিত বরণ ভানু অস্তাচলে যান॥
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা॥
হেরিয়া ভবের শোভা, জুড়ায় নয়ন।
শীতল শরীর সেবি মলয় পবন॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন॥
ললাটের আয়তন, সুচারুবরণ।
লোচনের আভা তার মুখের কিরণ॥
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
সুরপুর বাসী বলি মনে ভ্রম হয়॥
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে।
পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিছে কাতরে॥
এক দৃষ্টে এক দিকে রহি কতক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন॥
"দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার।
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত, দহনে তাহার॥
চারিদিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥
এই যে আলক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল॥

এই যে মেঘের মাঝে দিবাকরছটা।
সোনার পাতায় যেন সিঁদূরের ঘটা॥
এই শ্যাম দূর্ব্বাদল এই নদীজল।
মণ্ডিত লোহিত রবিকিরণে সকল॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়॥
মনের আনন্দে অই পাখী করে গান।
জানায় জগত জনে রবি অস্ত যান॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভী অই পাইয়া গোধূলি।
ধাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি॥
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন।
সেবিয়া শীতল বায়ু, পুলকিত মন॥
পৃথিবীর যত জীবন প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি গৃহকারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়॥
চিন্তা বিষের মন যার জ্বরে একবার।
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার॥
এ ছবি"—এমন কালে, প্রিয়সখা তার।
আসি, পাশে দাঁড়াইয়া, করে নমস্কার॥
"একাকী এখনো হেথা কিসের কারণ।"
বলিয়া সুধায় তায়, সেই বন্ধু জন॥
"এস এস এস ভাই, প্রাণের কমল।
দেখ বুকে হাত দিয়ে হলো কি শীতল॥
৪০৩ ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরক কুণ্ড কূপের সমান॥

দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহংকার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার॥
নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা, এই সব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে॥
প্রতিকার কিসে তার বল দেখি ভাই।
এই দেখ নদীজলে ঝাঁপ দিতে যাই॥"
এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি।
যেতে চায় নরসখা, সখা রাখে ধরি॥
ছি ছি ভাই পাগলের মত কত বল।
কাপুরুষ কথা কেন মুখে এ সকল॥
এ কথা শুনিলে তব পিতা কি ভাবিবে।
এ কথা শুনিলে জগতরা কি বলিবে॥
সে যে এ জগত তারা রমণীর মণি।
তোমা বই জানে না হে সরলা কামিনী॥
মনে কর সেই নিশি এই নদীজলে।
ভাসে তরি তার পরি, ঘুমায় সকলে॥
প্রমত্ত তটিনী করে শশী আলিঙ্গন।
তারকা মালায় ঘেরা বিমল গগন॥
ধূ ধূ করে চারিদিক্ হু হু করে প্রাণ।
আর পারে ন বিকেয়া করে সারি গান॥
৪০৪ ভূতল আকাশ আর তরঙ্গিণী জল।
তরু বায়ু তারা রাজি চাঁদের মণ্ডল॥
চক্ষে দেখা যায় আর কাণে শুনা যায়।
বোধ হয় প্রেম সুধা মাখা সমুদায়॥
তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি চলে।
অশ্রুজলে ভিজি রামা এই রূপে বলে॥

"আমি নারী অভাগিনী, পতি কোলে বিরহিণী,
না জানি করিছি কত পাপ,
সে ঠেলে চরণে করে, ত্যজিলাম যার তরে,
জননী ভগিনী ভাই বাপ॥
কথা যার মধুময়, মন যার প্রেমালয়,
সে কেন আমারে করে হেলা।
দেখে কিসে দেখে না, ভেবে কি সে ভাবে না,
অদ্ভুত পুরুষের খেলা।
কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান,
শস্ত্র শাস্ত্র সংগ্রাম ভ্রমণ।
রাজনীতি, রাজদ্বার, ব্যবসা, কৃষি, বিচার,
দ্যূতক্রীড়া রমণীরঞ্জন॥
পুরুষের এই সব, পুরুষ নারী বিভব,
সবে নিধি অমূল্য রতন।
সেই ধ্যান সেই ধন, সেই প্রাণ সেই মন,
তবু তায় করে অযতন॥
যা হোক জীবন ছায়, রাখিব না আমি আর,
নদীজলে হইবে মগন।"
এত বলি উঠে গিয়া, তরি পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া,
একে একে খোলে আভরণ॥
সাক্ষী করে চন্দ্র তারা, গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা,
দর দর বিগলিত হয়।
অভাগী পরাণে মরে, বলো সবে প্রাণেশ্বরে,
এ যাতনা আর নাহি সয়॥
এত বলি তোমা পানে, পূর্ণ দৃষ্টি রামা হানে,
শ্বাস ত্যজি ঝাঁপ দিতে যায়।
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, তোমার দোহাই দিয়ে
কত করে নিবারিনু তায়॥
এখনো নয়নে বারি ঝরে বুঝি তার।
এই যে কাঁদিতে ছিল নিকটে আমার॥

দুই কর করে ধরি সজল নয়নে।
বলে মোরে ধীরে ধীরে করুণ বচনে॥
"সুধাইও, ওহে ভাই, তোমার সখারে।
কি কারণ অযতন করেন আমারে॥
দাসী প্রতি প্রতিকূল এত কেনে হন।
বারেক তুলিয়া মুখ কথা নাহি কন॥
কোন অপরাধে আমি আছি অপরাধী।
অহরহ ভাবি তাই, দিবানিশি কাঁদি॥
বল তিনি কোন দোষ দেখেন আমার।
কি করিলে পরিতোষ হইবে তাঁহার॥"
ভেবে দেখ, তারে তুমি কত দুখ দাও।
ভাল করে সাজা, বুঝি, এবে দিতে চাও।
সহায় বিহীনা, ভাই, রমণী অবলা।
সংসার সাগর মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা॥
একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা।
তাহাতে অভাগা দেশে দাসী মত কেনা॥
পৃথিবী ভিতরে জানে পরিবার জন।
রন্ধনশালার সীমাভিতরে ভ্রমণ॥
সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমুখ।
এর চেয়ে তার তরে আর কি অসুখ॥
৪০৬ বল দেশাচার দোষে পরের নন্দিনী।
কি কারণ অকারণ দুখের ভাগিনী॥
সত্য বটে তোমা দোঁহে বিস্তর প্রভেদ।
সত্য তার মনে মাখা অজ্ঞানের ক্লেদ॥
তুমি বই সেই ক্লেদ বল কে মুছাবে।
অজ্ঞান আঁধার ঘোর আর কে ঘুচাবে॥
বিদ্যাহীনা সেই জনা জানে না সকল।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কিসের কি ফল॥
পতি পুত্র গুরু জনে কিরূপ আচার।
কি করিলে সুস্থ থাকে দেহ আপনার॥

তুমি যদি অবহেল অন্য কোন জন।
এই সব শিখাইবে করিয়া যতন॥
প্রকৃতির অট্টালিকা কে দেখাবে তায়।
কে কাণ্ডারি হবে তার জীবনের নায়॥
"অহে সখে. কি বলিবে, বুঝি হে সকল।
বুঝাইতে নারি ভাই মনেরে কেবল॥
কেমনে এমন দেহ ধারণ করিব।
কেমনে সংসারপাপে ডুবিয়া রহিব॥
আমার আমার করি সকলে পাগল।
হায় রে আপন পর জানে না কমল॥
মনের মত লোক মেলে নারে ভাই।
বল বল সাধু জন কোথা গেলে পাই॥
ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে, কে না করে প্রতারণা।
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী ঘুরিয়া।
নূতন মানব জাতি আনি হে গড়িয়া॥
কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল॥
৪০৭ মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা।
আলো আঁধারিয়া করি কেন দেন ধাঁধাঁ॥
মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।
বিভু পাশে গিয়ে যোড় করি দুই কর॥
সুধাই এ নরলোক সৃজন কারণ।
আর আর লোক সব করি দরশন॥
সঠিক বলিহে তোমা না করি গোপন।
এত দিন কোন কালে ফুরাইত রণ॥
শুধু সেই অভাগিনী তোমা কয় জন।
পরকালভয়, ভাবি, পিতার কারণ॥
বলিতে বলিতে দোঁহে কথায় ভুলিয়া।
নদী হতে কতদূরে আইল চলিয়া॥

রমণীয় রূপ ধরে ভূতল গগন।
পরিয়া শারদ শশি রজত ভূষণ॥
আলো পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া।
রজনীর মন হাসে রহস্য দেখিয়া॥
শীতল বাতাস বয়, যুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥"
বিমল গগনে হাসে চাঁদের মণ্ডল।
নীল জলে যেন শ্বেত কমলের দল॥
চারিদিকে প্রকৃতির শোভা অগণন।
মহিমা হেরিয়া হয় ভকতি জনন॥
যোড় করে দুই জনে মুদিল নয়ন।
অমনি গ্রামের মাঝে বাজিল বাজন॥
ত্যক্ত হয়ে নরসখা কমলে সুধায়।
এখন কিসের তরে বাজনা বাজায়॥
কমল বলিল, আজি সপ্তমী রজনী।
অধীর হইয়া নর কহিছে তখনি॥
৪০৮ "দুর্ব্বল মানব মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
সাকার স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে।
মাটী পূজা করি ভাবে মোক্ষ পদ পাবে॥
একবার এরা যদি প্রকৃতি মন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত বন্ধুরে॥
শিব দুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল॥
কি ছার অমরপুর, তাঁর পুর কাছে।
কোথায় দেবের বৃন্দ তাঁর কাছে আছে॥
কি প্রতিমা দশভূজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
কথায় সৃজন যাঁর, কথায় প্রলয়।
দশভূজা নারী রূপ তাঁরে কি সাজায়॥

কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণফলে ফুলে করেছে যে জনে॥
কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ ধূনা কস্তুরি নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্মনাম।
মুক্তিপদ জানি সেই পরব্রহ্মধাম॥”
এত বলি ধীরে ধীরে তুলিয়া বয়ান।
কুতূহলে দোঁহে মিলে করে বিভুগান॥

আনন্দে মিলাও তান; গাও রে বিভুর গান,
জয় জগদীশ বল জন।
ত্যজরে অনিত্য খেলা, ত্যজ রে পাপের মেলা,
ভজ রে তাঁহার শ্রীচরণ॥
৪০৯ মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে,
চারিদিকে তারাগণ ধায়।
সাজিয়া মোহন সাজে, বসিয়া ভবের মাঝে,
শশধর তাঁর গুণ গায়॥
দিবস হইলে পরে, প্রচণ্ড রবির করে,
প্রকাশে তাঁহার মহাবল।
স্থাবর জঙ্গম জল, ব্যোম বায়ু, মহীতল,
তাঁর গুণ গাহিছে কেবল॥
ভজ রে তাঁহার নাম, খোঁজ রে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের ভাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ংকর, যমে যাঁরে করে ডর
সেই জন ভবের কাণ্ডারী॥
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া করো নরে।
ঠেল না চরণে করে, দেখা যেন পাই পরে,
এই নিবেদন পাপী করে॥

গান করি সমাপন, প্রিয়া সখা দুই জন,
কিছু পরে ঘরে দেখা দিল।
সখাকর করে ধরি, কমল বিনয় করি,
এই কথা তখন বলিল॥
"বৃথা চিন্তা কর দূর, রণ মাঝে হও শূর,
কি কারণ এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দেখি হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও॥
এখন বিদায় চাই, ঘোর নিশি ঘরে যাই,
দেখো ভাই থাকে যেন মনে॥
অরুণ না দেখা যায়, পাখী না কাকলি গায়,
হেন কালে মিলিব দুজনে॥"

ভোরে উঠি, গুটি গুটি, চলিল কমল।
নব নব পাতা সব, করে দল মল॥
দুই চারি তারা ধরি প্রহরীর বেশ।
ধিকি ধিক, ঝিকি মিকি, করে নিশি শেষ॥
পায় পায় সখা যায়, নরসখা বাসে।
মনোহরা, জগতরা, দেখে পতিপাশে॥
পাখা হাতে, প্রাণনাথে করিছে সেবন।
সারা নিশি, কাছে বসি, অলস নয়ন॥
সে বরণ, সে বদন, সে নয়ন চুল।
সে বলল, সে চরণ-বরণ-হিঙ্গুল॥
দিন দিন, বিমলিন, শুখাইয়া যায়।
জাগরণে, বরাননে বিরস দেখায়॥
তবু তার, রূপ ভার, হেরিলে নয়ন।
কভু আর ভোলা ভার, জনম মতন॥
পায় পায়, কাছে যায়, কমল সুধীর।
অপরূপে দেখে রূপ, দোঁহে হয়ে স্থির॥
নিরমল, যেন জল, করে পরিষ্কার।
সেইরূপে অপরূপ, হয় রূপ তার॥

মুখভাতি, স্থিরজ্যোতি, ক্রমশ উজ্জ্বল।
প্রসারিত, সঙ্কুচিত, ললাটের স্থল॥
ওষ্ঠাধর, থর্ থর্, কাঁপে ঘনে ঘন্।
যেন কোন, সুস্বপন, করে দরশন॥
থেকে থেকে, একে একে, প্রফুল্ল সকল।
নাসা, কর্ণ গণ্ডবর্ণ, হয় সমুজ্জ্বল॥
৪১১ অপরূপ, সেই রূপ, হেরি পতিব্রতা।
ভাবে দেব, কোন দেব সনে কন কথা॥
দণ্ড দুই, কাল বই, নরসখা জাগে।
দেখে সখী, একমতি, বসে শিরোভাগে॥
হৃষ্টমতি, দ্রুতগতি, প্রিয়াকর ধরে।
চমকিত, পুলকিত, কয় দ্রুতস্বরে॥

মরি কি দেখিনু, কোন খানে ছিনু,
এখন কোথায় রই।
কোথা নিরমল, সেই সুধাজল,
সে মোহন পুরী কই॥
কোথা মনোলোভা, দশদিশশোভা,
অতুলিত আভা কই।
এ আলো সে নয়, এ বাতাস নয়,
এ যে পাখী ডাকে অই॥
সেরূপে সুন্দর, পুরী মনোহর,
নাহি ভুমণ্ডল মাঝে।
বিশ্ব বিনোদন, বিমল কিরণ,
তাপ হীন শোভা সাজে॥
ভানু মহাবল, চন্দ্রমা শীতল,
দূরে নিরুজ্জ্বল রয়।
ঘোর ঘটা আল, শোভিতেছে ভাল,
তাহে পুরীশোভা হয়॥
গীত সুমধুর, পূরা অই পুর,
তাদৃশ নাহিক আর।

কস্তুরি জিনিয়া, ভবন পূরিয়া,
বহে গন্ধ চমৎকার॥
৪১২ "জরা মৃত্যু নাই", সর্ব্বশুভ ঠাঁই,
চির আনন্দিত লোক।
নাহি অনাচার, বৈরি নাহি কার,
নাহি জানে কেহ শোক॥
মোহন মূরতি, অই পুরীপতি,
আসীন বেদির পরে।
ঝলমল করে, বেদি আভা ধরে,
নিন্দি রবিকোটি করে॥
মোহিত অন্তরে, আনন্দের ভরে,
যোড় করি উভ হাত।
সাধু যত জন, গাহন বাজন,
আর করে প্রণিপাত॥
প্রেম রোমাঞ্চিত, দেহ সকম্পিত,
গাহিল ভকত জন।
সংগীত শুনিল, ভকতি পূরিল,
পামর মানব মন॥
কি দেখিনু আহা, পুন কি রে তাহা,
কভু দেখিবারে পাব।
এ পাপে না রব, এ তাপ না সব,
ত্বরায় সেখানে যাব॥
নিরমল ঠাঁই, তাহে পাপ নাই,
সে যে সাধুজনধাম।
অই শুনা যায়, অই গীত গায়,
ডাকে মহাপ্রভুনাম॥
যেন কেহ মোরে, 'লয়ে যাব তোরে'
বলিছে কানেব কাছে।
তার সনে যাব, সুখধাম পাব,
আর কি তেমন আছে॥

৪১৩ বলিতে বলিতে কথা না থামিতে,
সম্বিত হারায় তেঁহ।
কমল কামিনী, ত্বরা বারি আনি,
সুশীতল করে দেহ॥

চেতন পাইয়া যুবা কাঁপিতে লাগিল।
আঁখীজলে যুবতীর বদন ভাসিল॥
তখন কমল একা বিপাকে পড়িয়া।
কহিতে লাগিল তারে সান্ত্বনা করিয়া॥
সুবোধ হইয়া কেন অবোধ হইলে।
কি দেখি এতেক, সতি, আতঙ্ক ভাবিলে॥
সামান্য হয়েছে জ্বর, কত দিন রবে।
তার তরে এত বল ভাবিলে কি হবে॥
আশু যাতে রোগ যায় করহ উপায়।
আমি সদা কাছে রব ভয় কিবা তায়॥
শুনিয়া সুন্দরী বারিধারা নিবারিল।
একমনে স্বামী সেবা করিতে লাগিল॥
ভালয় ভালয় রোগী নিরোগী হইল।
দুর্ব্বল শরীর তবু সবল নহিল॥
ভগ্ন দেহে ভগ্ন মনে বাড়িল হুতাশ।
পতি লাগি পতিব্রতা হইল হুতাশ।
নিরজনে একদিন ডাকিয়া কমলে।
ছল্ ছল্ নেত্রে জল জগতারা বলে॥
কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি।
কেহ আর নাই মোর আমি একা নারী॥
দেখ দেখি দিন্ তিনি শুকাইয়া যান।
উদাসীন ভাব সদা অলস নয়ান॥
৪১৪ হয় হল নয় নেই খেতে নাহি চান।
যখন তখন দেখি বিরস বয়ান॥
দুই চারি কথা কন সদাই নীরব।
বল কিছু স্থির হয়ে শুনিবেন সব॥

বুঝেছি অভাগী আমি বিধাতা বিমুখ।
কত সুখ আশে আগে নাচিত, হে, বুক॥
কতদিন কত মত ভেবেছি হে ভাই।
এবে বুঝি হল ভোর, আর আশা নাই॥
এমন কি মহাপাপ করেছি হে আমি।
কে দিল আমারে শাপ, তাই হেন স্বামী॥
উপকথা ছেলেবেলা শুনেছিনু ভাই।
ক্রমাগত দিবানিশি মনে পড়ে তাই॥
অপরূপ পাখী পেয়ে নারী একজন।
সোনার খাঁচায় থুয়ে করিত যতন॥
তারি সেবা আটপর সদত করিত।
পড়াত, খাওয়াত, হাতে তুলিত পাড়িত॥
একদিন ফাঁকি দিয়া পাখী উড়ি যায়।
কেও কোথা তারে আর খুঁজিয়া না পায়।
অন্য রোগ নহে, এযে চিন্তা রোগ কাল।
কি হবে বল হে, সখে বিষম জঞ্জাল॥
একবার তাঁরে তুমি বল ভাল করে।
অই দেখ আসিছেন, ঘাড় হেঁট করে॥

"কেমন আছ হে আজি? নিরুত্তর কেন?
অতিশয় ম্লান ভাব দেখি কেন হেন"?
"আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল।
কি হবে থাকিয়া হেথা, প্রাণের কমল॥
দেশাচার রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু।
জনমদাতার ধার শোধিতে নারিনু।
দিন দিন মহাপাপে ডুবিতে লাগিনু॥
মনের বাসনা কই পূরাতে পারিনু।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই॥

কই আপনার মন নিরমল হল।
কই ধর্ম্মপথে মন স্থির হয় বল॥
হায় ও বয়সে, কত পাপ করিলাম!
কত ছলিলাম, কত মিথ্যা বলিলাম!
তাহে দিন দিন ক্ষীণ হয় বুদ্ধি বল।
পৃথিবীর ভার দিন বাড়াই কেবল॥
পিতৃগলগণ্ড হয়ে কত কাল রব?
অনুতাপ শিখা আর কতকাল সব?
আহা কি সুখেত কাল শিশুরা কাটায়!
অই দেখ নাচি নাচি কয় জনা ধায়॥
মনের সাধেতে লেখা কর এই বেলা।
এখনি হইবে সন্ধ্যা ভাসাইবে ভেলা॥
দিন কত থাক আর জানিবে তখন।
আনন্দের ধাম এই পৃথিবী কেমন॥
অই বেলা কত খেলা আমিও খেলেছি।
অই বেলা কত আশা আমিও করেছি॥
এখন বুঝেছি সার, অসার সংসার।
দণ্ড দুই আলো, পরে ঘোর অন্ধকার॥
ভবের এ নাট্যশালা ছায়াবাজী প্রায়
"দিন দুই ধূমধাম পরেতে ফুরায়॥
৪১৬ মধুময় শিশুকাল কত দিন রয়।
যৌবন সৌরভ দিন চারি বই নয়॥
বিষয়ী লোকের মান, আজি আর কালি।
প্রবল পবনে যেন উড়ে মরুবালি।
বীরের বীরত্বগুণ প্রথম প্রথম।
বিস্তারিত দশ দিকে চাঁপাগন্ধ সম॥
কিন্তু যেন মধ্যাহ্নের প্রখর মিহির।
বৈকালে লুকায় আড়ে মেঘ সুগভীর॥
বিঘোর আধারময় এ ভব ভিতরে।
সুখ যাহা দেখ তাহা মুহূর্ত্তের তরে॥

অমানিশা, তাহে মেঘ কালির বরণ।
তার মাঝে যেন সৌদামিনী দরশন॥
আঁধার নিশিতে যেন তারার পতন।
জলবিম্ব ক্ষণে যেন জলেতে মগন॥
শরতের মেঘ যেন ঘন ঘন ডাকে।
বৃথা আড়ম্বর উড়ে যায় ফাঁকে ফাঁকে॥
সাগর তটেতে যেন বালির নির্ম্মাণ।
একটি তরঙ্গ পরে না থাকে নিশান॥"
"সে কি ভাই, হেন ভাব কেন হে তোমার
ভগ্ন আশা কি কারণ হলো আর বার॥
কি ছার পাপের ঢেউ দেখি ভয় কর।
পায়ে করি ঠেলে দাও, নিজ বীর্য্য ধর॥
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল।
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল॥
সেইরূপ সাধুজন সংসার ভিতরে।
বদ্ধমূল স্থিরভাব আপনার ভরে॥
কিছুকাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক সুজন।
অনন্ত কালের তারা সুখের ভাজন॥
৪১৭ কে তোমারে বলিল হে অকর্ম্মণ্য তুমি।
তোমামত লোক আছে তাই আছে ভূমি॥
সাধু মহাজন গুণে আছে ধরাতল।
নহিলে সে কোন্ কালে যেত রসাতল॥
"কি করিব আর আমি" সদা বল ভাই।
দেখ দেখি মনে ভেবে কিছু কর নাই॥
এত জনে নীতি শিক্ষা কে করিল দান।
পাপ হতে একজনে কে করিল ত্রাণ॥"
সত্য বটে যা বলিলে বুঝিনু কমল।
আজি আর থাক, কালি, বলিহ সকল॥
নিদ্রা ইচ্ছা আজি কিছু হতেছে সকালে।
যথ পারো বলো, সখে, কাল প্রাতঃকালে॥

কমল চলিয়া যায়, নরসখা কয়।
আর দেরি করা মোর পরামর্শ নয়॥
প্রাণের কমল শুনি, সকালে কি কবে।
কি করি থাকিতে আর নাহি পাবি ভবে॥
যাই দেখি একবার বাহিরে বাতাসে।
দেখে আসি কমল ফিরিয়া নাকি আসে॥
এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল।
নিরখি গগন শোভা কহিতে লাগিল॥
"থাক থাক শশধর, বিরাজ আকাশে।
তুমি না থাকিলে কেবা, তিমিরে বিনাশে॥
মাসে মাসে তুমি ত হে কত দেশে যাও।
ভালমন্দ কত লোক দেখিবারে পাও॥
অপটু আমার মত দেখেছ কি কারে।
আর আর লোক সব বলে কিবা তারে॥
৪১৮ অহে ও, তারার বৃন্দ আকাশের বাতি।
লক্ষ লক্ষ যোজনেতে প্রকাশিত ভাতি॥
কোথায় অভাগা হেন দেখেছ কি আর।
দেখে থাক বল তবে কিবা নাম তার॥
ধরাতল তোর বুকে আর কত জন।
মোর মত কাপুরুষ করে জাগরণ॥—
কোথা যাও শশধর রহ একপল।
বারেক মনের সাধে হেরির ভূতল॥"
বলিতে বলিতে শশী পশ্চিমে ডুবিল।
শ্বাস ত্যজি নরসখা গেহেতে পশিল॥
ঘোর নিদ্রা অভিভূত দেখিল সকলে।
আপন মন্দিরে তরে ধীরে ধীরে চলে॥
দেখে চেয়ে খাটে শুয়ে সোনার পুতলি।
ম্লানভাব, যেন তবু হানিছে বিজলী॥
জাগরণে অচৈতন্য নিদ্রা যায় সতী।
একদৃষ্টে দণ্ডাইয়া রহে তার পতি॥

মুদিত নয়না মুখ হেরে বার বার।
কভু যায় কভু আসে, কভু পাশে তার॥
কভু পুতুলের মত স্থিরতর রয়।
অবশেষে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কয়॥
"বিদায় জনম শোধ দাও প্রণয়িনী।
রাখিতে না পারি আর এ পাপ পরাণী॥
এই বেলা সকালে সকালে ভঙ্গ দিব।
পলাব ভবের ব্যূহে আর না রহিব॥
অভেদ পাষাণে মোর মন বাঁধা প্রিয়ে।
আগে চলে যাই আমি তোমারে ফেলিয়ে॥
আমা বই জান না যে তুমি রে অবলা।
ভেবেছ উন্মাদ পতি হায় রে সরলা॥
৪১৯ ক্ষমা কর প্রেমময়ি আমি অভাজন।
কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন॥
এত বলি ঘন ঘন করি দরশন।
"নিঃশব্দ চরণে যুবা করিলা গমন॥
চকিত নয়নে সদা চারি দিকে চায়।
সদা ভয় জাগি পাছে কেহ টের পায়॥
পায় পায় উপনীত নিরূপিত ঘরে।
ধ্বড় ধ্বড় করে বুক ঘরের দুয়ারে॥
সাহসে করিয়া ভর প্রবেশিল তায়।
সাংঘাতিক রজ্জু ঝোলে দেখিবারে পায়॥
আপাদমস্তক দেখি অমনি শিহরে।
পরকাল ভয় তবে আক্রমণ করে॥

"পলাব, কি রব, কি জানি কি হবে পরে।
নতুবা, আর বা এ ভবে রব কি করে॥
অথবা, ভাসিয়া, ভাসিয়া, মিলিবে কূল।
যদি মাঝে ডুবে যাই তবে ত প্রতুল॥
কূল হতে সলিলেতে নামিয়াছি সবে।
এখনি কোমর জল পরে কিনা হবে॥

এখনো ওঠেনি ঝড়, হয় নি তুফান।
না জানি তখন তবে হবে কত টান॥
সে পথে যে কাঁটা নাই জানিনু কেমনে।
তাই বলে এ নরকে পচিব কেমনে॥
হায় কী বা ছার কীট আমি হীন নর
কোটি কোটি জীব আছে বিশ্বের ভিতর॥
অথবা অন্তরযামী জানেন সকল।
তবে ত ভুগিতে হবে সমুচিত ফল॥
কিন্তু তিনি দয়াময় পাতকীতারণ।
অবশ্য অবোধ বলি দণ্ড নিবারণ॥
দয়া না করিলে তিনি কেবা রক্ষা পাবে।
আমূল মানবজাতি নরকেতে যাবে॥
অবশ্য সদয় তিনি কাতর দেখিলে।
অবশ্য নিস্তার পাব তাপ নিবেদিলে॥"
এত বলি ধীরে ধীরে, ফাঁস জড়াইল।
হাতে তুলি কত বার ভয়ে ছাড়ি দিল॥
কতবার জগতারা মনেতে পড়িল।
কতবার বৃদ্ধ পিতা স্মরণ হইল॥
অবশেষে প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করি।
চক্ষু মুদি দৃঢ় করি রজ্জু হস্তে ধরি॥
"ক্ষমা কর কৃপাসিন্ধু পাতকীর সখা।"
বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যজে নরসখা॥
ভ্রান্ত হয়ে অহে নর কুমার্গে পশিলে।
কেমন করাল পরকাল না বুঝিলে॥
যাতনা এড়াব বলে পয়ান করিলে।
হায় কি হইবে সেই আশা না পূরিলে॥
ভায় ভগবান ভোলা প্রতি ক্ষমাবান।
না বুঝিলে জ্ঞানতত্ত্ব নিগূঢ় সন্ধান॥
কোটি কোটি পাপী, তথা, কৃতাঞ্জলী করে।
"ক্ষমা কর ক্ষমা কর" ডাকিছে কাতরে॥

নিকটে যাইবা মাত্র নহিবে নিস্তার।
আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত, পরেতে উদ্ধার॥
এর চেয়ে সে যাতনা বেশি যদি হয়।
তবে ত বিফল তব আশা সমুদয়॥
পর দিন মহাগোল করে পরিজন।
জগতারা ঊর্দ্ধতারা ভূতলে পতন॥
৪২১ কমল আসিয়া দেখি ভাসে আঁখি জলে।
অধীর হইয়া ধীর কাঁদি কাঁদি বলে॥

কমল কাঁদিয়া কয় ধূলায় পড়িয়া রয়,
হেমময় প্রতিমার মত।
সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ,
কপালে প্রহার চিহ্ন কত॥
এক পল স্থির নয়, কভু আঁখি মুদি রয়
কভু দুই হাত বাড়াইয়া।
সহাস বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়
মনে করে রাখিব ধরিয়া॥
এস হে প্রাণের সখা একবার দাও দেখা,
এরে তুমি ছাড়িলে কেমনে।
ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে
কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে॥
কেন ফেরে পড়িলাম কালি তোমা ছাড়িলাম
কেন ভুলিলাম তব ছলে।
যত আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল
একা রাখি আগে গেলে চলে॥
কমলে বাসিতে ভাল কাছে রাখি চিরকাল
মনোকথা বলিতে খুলিয়া।
মধুর কবিতা ধার হারিলাম কত বার
একাসনে দুজনে বসিয়া॥
কতবার একাসনে দোঁহে মিলি সংগোপনে,
পূজিলাম জগতের পতি।

এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি
কে তোমারে দিল হেন মতি॥
৪২২ এ পাপ করিলে কেন কুমতি হইল কেন
বৃদ্ধ পিতা কেন হে কাঁদালে।
পতিপ্রাণা সতীনারী পরাণে মারিলে তারি
বন্ধুজনে শোকেতে ভাসালে॥

না ফুরায়ে কথা সুবর্ণের লতা
ধিরে আঁখি পাতা মুদিল।
রাজার ভবন বিজনকানন
পিতা পুত্র বধূ মরিল॥
যত পরিজন অতিক্ষুণ্ণ মন
স্বামীশূন্য গৃহ ত্যজিল।
বন্ধুজনগণে নিরানন্দ মনে
হা হা রবে দিক পূরিল॥
ছাড়িয়া নিশ্বাস, ত্যজি রিপুবাস
প্রতিবাসীগণে চেতিল।
দিন দুই ধরি আহা আহা করি
পুন দেহ যোগে পশিল॥
হাসি কান্না ভরা এই বসুন্ধরা
বিশ্ববিরচক রচিল।
সত্য নাম তাঁর অনিত্য সংসার
রচয়িতা সার ভাবিল॥

দোহাঁবলী

দোঁহা

সদগুরু পাওয়ে, ভেদ্ বতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কোয়েলা কি ময়লা ছোটে,
যও আগ করে পরবেশ্॥

সদগুরু যদি হয়, ভাব ভেঙ্গে জ্ঞান দেয়
উপদেশে যদি বসে মন।
সব মলা ঘুচে যায়, কালো আঙ্গারের গায়
অগ্নি তায় প্রবেশে যখন॥

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে,
সব্ গোড়িয়াকি খেল্।
যব প্রিয়সে সরবর্ হোয়ি,
তো, রাখ্ পেটারি মেল্॥

তুলসীরে জপ্, তপ্ ভজন পূজন।
সকলি পুঁতুল খেলা, পতি যেই মেলা
অমনি সে পেটারায়, গুটোনো তখন॥

৪২৪ তুলসী যব্ জগমে আয়ো,
জগো হসে তোম্ রোয়্।
অ্যায়সে কর্ণি কর্চলো কি,
তোম্ হসো জগো রোয়্॥

তুলসী সংসার মাঝে, আইলে যখন॥
জগৎ হেসেছে, তুমি করেছ ক্রন্দন্॥
হেন কাজ্ করে চলো জগৎ মাঝার্।
তুমি হেসে চলে যাবে, কাঁদিবে সংসার॥

চলতি চক্কি দেখ্ কর্, মিঞা কবীরা রো,
দো পাটন কি, বীচ্ আ, সাবিৎ গয়ানা কো॥

জাঁতা ঘোরে দেখে দুখে কবীর মিঞা বলে।
আস্ত নাহি থাকে কেহ, পড়ে পাটের তলে॥

চলতি চক্কি সব্ কোই দেখে,
কীল্ দেখেনা কোই।
যো কীল্‌কো পাকড়্কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয় ওই॥

জাতা ঘোরে সবাই দেখে, খিল্ দেখেনা কেই।
খোঁটা ধরে যে জন্ বসে, গোটা থাকে সেই।

সবকি ঘটমে হরি হেঁয়,
পহছানতো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানত,
ঢুঁড়ৎ ব্যাকুল হোই॥

৪২৫ সকল ঘটেতে হরি, কেউ না চিনিতে পারি,
হরি হরি কবিয়ে বেড়ায়।
সুগন্ধ নাভির মাঝে, তবু মৃগ সেই ঝাঁঝে
ছুটে ছুটে চারি দিকে ধায়॥

দুখ্ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই।
সুখমে যো হরি ভজে, দুখ্ কাঁহাসে হোই॥

দুঃখে সব ভজে হরি, সুখে ভজে কবে।
সুখে যদি ভজে হরি, দুঃখ কেন তবে॥

হরিকে হরিজন বহুৎ হেঁয়।
হরিজন্‌কো হরি এক্।
শশীকে কুমদন্ বহুৎ হেঁয়,
কুমদন্ কো শশী এক্॥

হরির অনেক আছে, হরিভক্ত জন্।
ভক্তগণে আছে মাত্র, সেই হরি ধন॥
চাঁদের অনেক আছে, কুমুদিনীগণ।
কুমুদের একা সেই, কুমুদরঞ্জন্॥

সুখ্‌মে বাজ পড়ুঁ,
দুখ্‌কে বলিহারি যাই।
আয়্সে দুখ্ আওয়ে, যো,
ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সোঁরাই॥

সুখে পড়ুক কাজ, দুখে বলিহারি, আয় রে এমন দুখ্।
ঘড়ি ঘড়ি যেন হরিনাম স্মরি, পাইরে পরম সুখ্॥

৪২৬ তুলসী পিঁদ্‌নে হরি মেলে তো,
মেয়্ পেঁদেঁ কুঁদা আউর ঝাড়।
পাথর্ পূজনে হর মেলে তো,
মেয়্ পূজে পাহাড়॥

তুলসীর মালা নিলে, তাতে যদি হরি মিলে
আমি তবে ধরি গুঁড়ি ঝাড়।
পাথর পূজিলে ভাই, হরে যদি দেখা পাই
কেন তবে না পূজি পাহাড়॥

নিৎ নাহেনে সে, হরি মেলে তো,
জলজন্তু হোই।
ফল্ মূল্ খাকে, হরি মেলে তো,
বাদুড় বাঁদরাই॥
তিরণ ভখন কে হরি মেলে তো
বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মেলে তো,
বহুৎ রহে হেঁয় খোজা

দুদ পিকে হরি মেলে তো
বহুৎ বৎস বালা।
মিঞা কহে বিনা প্রেমসে,
না মিলে নন্দলালা।

৪২৭ নিত্য যদি প্রাতঃস্নানে, হরি মিলে ভাই।
জলজন্তু হয়ে সবে, এসো না বেড়াই॥
ফলমূল খেয়ে যদি হরি মেলে ভাই;
বাদুড় না হই কেন, করি বাদরাই॥
তৃণ ঘাস খেলে যদি, হরি মেলে ভাই।
হরিণ ছাগল মৃগ, আছে ত মেলাই॥
স্ত্রী ছাড়িলে তাহে যদি, হরি পাওয়া সোজা;
জগতে আছে ত ভাই, বহুতর খোজা॥
দুগ্ধ পানে দেহ ধরে, হরি যদি পাই।
দুগ্ধপোষ্য বালকের অভাব তো নাই॥
কহিছে কবীর মিঞা, সবারে সুধাই।
বিনা প্রেমে নন্দলালে, মিলে না কোথাই॥

বোল্‌কে মোল্ নাহি, যো কহেনে জানে বোল্।
হৃদয় তরাজু তৌল্‌কে, তঁহু বোল্‌কে খোল্॥

সে কথার মূল্য নাই, বলতে যদি জানো।
মন্‌তৌলে ওজন করে, তবে কথা এনো॥

যো থাকো শরণ্ লিয়ে, সো রখে তাকো লাজ্।
উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ্॥

যে যার শরণ লয়, সে তার সহায়।
উজানে চলেছে মাছ, হাতী ভেসে যায়॥

বেহা বেহা সব্‌কোই কহে, মেরা মন্‌মে এহি ভাওয়ে,
চড় খাটোলি ধো ধো লগড়া, জেছেল্ পর্‌লে যাওয়ে।

বিয়ে বিয়ে বলে সবে, আমার মনে ভয়।
বাদ্যভাণ্ড চতুর্দোলে জেলে নিয়ে যায়॥

দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে,
ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে।

৪২৮ দিনের মোহিনী, রেতের বাঘিনী
রক্ত খায় পল্ পল্।
তবু ঘরে ঘরে দুনিয়া পাগল
পুষিছে বাঘিনীদল॥

বহুৎ ভালানা বোল্না চল্না, বহুৎ ভালানা চুপ্।
বহুৎ ভালানা বর্ষা বাদর, বহুৎ ভালানা ধূপ্॥

বেশী ভাল নয় বলা কি চলা, বেশী ভাল নয় চুপ।
বেশী ভাল নয় বর্ষা বাদল্, বেশী ভাল নয় ধূপ্॥

ভাট্‌কে ভালা বোল্না চাল্ না বহুড়ীকে ভালা চুপ।
ভেক্‌কে ভালা বর্ষা বাদর্, অজকে ভালা ধূপ॥

ভাটের বলা চলাই ভাল, বয়ের ভাল চুপ।
বর্ষা বাদল ব্যাঙের ভাল, ছাগের ভাল ধূপ॥

বিপদ বরাবর্ সুখ নহি, যৌ থোড়া দিন্ হোয়ে।
লোক্ বন্ধু মৈত্রতা, জান্ পড়ে সব্ কোয়॥

বিপদ সুখের হয় অল্প দিনে যদি যায়,
সে বিপদ বন্ধু বলে মানি, লোক মিত্র সঙ্গীজন,
মৈত্রতায় কে কেমন, অল্পক্ষণে সব্ জানাজানি॥

প্রীৎ না টুটে অন্ মিলে, উত্তম মন্‌কি লাগ।
শও যুগ্ পাণিমে রহে, মিটে না, চক্‌মক্‌কে আগ্॥

ভালো নিকটে খাটে না প্রণয়
আরো যদি শত মিলে।
শতযুগ জলে থাকিলে চক্‌মকি
তবুও আগুন জলে॥

৪২৯ জল বিচ্ কুমুদ্ বসে,
চন্দা বসে আকাশ।
যো জন্ যাকে হৃদ বসে,
সে জন্ তাকো পাশ্॥

জলে কুসুমের বাস, চাঁদের আকাশে।
যে যার বুকের মাঝে, সেই তার পাশে॥

যো যাকো পেয়ার্ মাগে,
সো তাকো করত বাখান্।
জ্যায়সে বিষকো বিষ্‌মখি,
মানত অমৃত সমান্॥

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাকে বাখানে।
বিষ্‌মাছি বিষ খেয়ে, অমৃতই জানে॥

যে প্রাণী পররেশ পরো,
সো দুখ মহত অপার্।
যূথপতি গজ হোই, সহেঁ,
বন্ধন অঙ্কুশ মার্॥

পরাধীন পরাণীর দুঃখ না নিবাড়ে, যূথপতি গজরাজ
তাহারও বন্ধন সাজ, ডাঙ্গসের বাড়ি কত দিন পড়ে ঘাড়ে॥

উদর্ ভরণ্কে কারণে, প্রাণী ন করতয়ি লাজ্।
নাচে বাচে রণ্ ভিরৈ, বাছে ন কাজ অকাজ্॥

উদর পূরাতে না করে ভরম
কেহই দুনিয়া মাঝে॥
রণে যায় ভীরু কেহ খেলে বাচ্
কেহ নাচে কেহ সাজে॥
উদরের তরে দুনিয়া ভিতরে
বাছে না কাজ অকাজে॥

তন্কি ভুক্ তনক হেঁয়, তিন পাপকে সের্।
মন্কি ভুক্ অনেক্ হেঁয়, নিগ্লত মেরু সুমেরু॥

তিন্ পোয়া নয় সেরের ওজনে, উদরের ক্ষুধা যায়।
মনের ক্ষুধা মিটে না সে কভু সুমেরু যদিও পায়॥

গোধন গজধন বাজীধন
আওর্ রতন ধন খান্।
যব্ আওত সন্তোষ ধন,
সব ধন ধূরি সমান॥

গজ বাজীধন্ কিবা সে গোধন
কিবা রতনের খনি।
ধূলির সমান সব হয় জ্ঞান
মিলিলে সন্তোষ মণি॥

কৌন কাহু সুখ দুখ কর্ দাতা,
নিজ কৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা।
জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা,
কর্ম্ম শুভাশুভ দেই বিধাতা॥

কেবা কার, কহ শুনি, সুখ দুঃখদাতা।
নিজকৃত কর্ম্মভোগ কর সব ভ্রাতা॥
জন্ম হেতু ভবতলে পিতা আর মাতা।
শুভাশুভ কর্ম্ম দেন কেবল বিধাতা॥

৪৩১ কাহা কহোঁ বিধিকি গতি, ভুলে পড়ে প্রবীণ্।
মূরখকে সম্‌পতি দেয়ি, পণ্ডিত সম্‌পতি হীন্॥

কে জানে বিধির খেলা, জ্ঞানী ও অজ্ঞান
পণ্ডিত সম্পদ হীন, মূর্খ ধনবান॥

ধনমদ তন্‌মদ রাজ্‌মদ, বিদ্যামদ অভিমান্।
এ পাঁচকো আউটকে পাওয়ে পদ নির্ব্বাণ॥

ধনমদ বিদ্যামদ, রূপ্ অভিমান
রাজপদ আর, এই পাঁচখান ;
এ পাঁচে জিনিতে পারো, পাইবে নির্ব্বাণ।

তুলসী জগৎমে আইয়ে
সবসে মিলিয়া ধায়।
না জানে কোন ভেকমে।
নারায়ণ মিল যায়॥

জগতে আসিয়া তুলসী ভকৎ সবে মিলে জুলে যায়।
জানে না কখন্ কোন পথে গিয়া, নারায়ণে দেখা পায়।

ভক্তি বীজ পল্টে নহি, যৌ যুগ যায়, অনন্ত।
উচ নীচ্ খর্ আওতরে, ফের সন্তকে সন্ত॥

ভক্তিবীজ বসে যদি বিধিয়া হৃদয়।
অনন্ত যুগেও তার নাহি হয় ক্ষয়॥
উঁচ্চ কিংবা নীচ্ ঘরে যেথাই ভ্রমণ।
জনম জনমান্তরে সাধু যেই জন॥

নির্গুণ হেয় সো, পিতা হামারা
সগুণ হেয়্ মাহতারি।
কাকে নিন্দ্যো কাকে বন্দ্যো,
দুয়ো পাল্লা ভারী॥

পিতা সে নির্গুণ মাতা যে আমার
সগুণ স্বরূপ তাঁর।
দুই দিকে ভারী কারে নিন্দা করি
কারে বন্দি বলো আর॥

সবমে রসিয়ে, সবমে বসিয়ে, সব্‌কা লিজিয়ে নাম্।
হাঁজি হাঁজি কর্ত্তে রহিয়ে, বসিয়া আপনা ঠাম্॥

সব্ রস্ নেবে সবেতে মিলিবে
সব নাম করো ভাই।
আজ্ঞে হ্যাঁ বলে সবে আয় দিবে
না ছেড়ো আপন ঠাঁই॥

কবীরা খড়ে বাজার্‌মে লিয়ে লুকাটি হাত্।
যৌখর্ ফুঁকে আপ্‌না, চলো হামারে সাথ্॥

হাতে নিয়ে আলো বাজারের মাঝে
কবীরা দাঁড়ায়ে আছে।
ঘর্ ঘর্ ফিরে ডাকিছে সবারে
কে আসিবি আয় কাছে॥

অলী পতঙ্গ মৃগ মীন্‌গজ্, ইয়াঁকো একহি আঁচ।
তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ, যাকো পিছে পাঁচ॥

ভ্রমরা পতঙ্গ মৃগ হাতী মাছ, এক রিপু মাতোয়ারা।
ঘ্রাণ্, রূপ, রস, শ্রবণ, পরম, জ্বালাতে অস্থির তারা॥
তাদের কি গতি হবে রে তুলসী, যাদের পেছনে পাঁচ।
রিপু মিলে সদা জ্বলন্ত অনল, জ্বালায়ে আগুণ আঁচ॥

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

SONNETS
AND
AN ELEGY ON W. PRYSE

The true friend of Sylhet.

By

PEARY CHURN DAS

সনেট ও এলিজি!

অর্থাৎ

শ্রীহট্টের হিতৈষী মহাত্মা প্রাইজ সাহেবের উদ্দেশে
প্রীতিপূর্ণ ও শোকসূচক কবিতাকলাপ।

শ্রীপ্যারীচরণ দাস প্রণীত।

হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদকের উৎসাহে

ঢাকা-সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীঈশানচন্দ্র শীল প্রীন্টার দ্বারা প্রকাশিত।

৮ই ভাদ্র সোমবার ১২৭৬ বাঙ্গালা।

বিনামূল্যে বিতরণীয়।

ঁমহাত্মা উইলিয়ম প্রাইজ সাহেবকে প্রীতি-উপহার।

সনেট

খেদাইয়া তমোরাশি অমোঘ প্রভায়,
উজ্জলিয়া মেদিনীর মলিনবদন,
বিতরিয়া ফলসার, কুশলি ধরায়
উদেছিল নভোদেশে তপন লপন;
সাধি কাজ সায়ঙ্কালে অন্যত্র গমনে
অস্ত গেল দিনমনি বিধির লিখনে।
তুমিও সেরূপ আসি এদূর অঞ্চল,
জ্ঞানালোকে তাড়াইয়া অজ্ঞানআঁধার
নিজগুণে শ্রীহট্টের কৈলে মুখোজ্জ্বল
বিতরিয়া বিদ্যারত্ন স্থাপি বিদ্যাগার।
সাধি কাজ তুমিও হে সূর্য্যের মতন
অস্ত—চির অস্তমিত হলে গুণিবর!
যাইতে আনন্দদাম শান্তির সদন
যথায় আসীন তব প্রাণের ঈশ্বর।

তোমার গুণের গীত কে পারে গাইতে?
কারে না তোষিলে তুমি বাঞ্ছিতপ্রদানে ঃ—
বিদ্যায় বিদ্যার্থিগণে, ভেষজে পীড়িতে,
ধনে দীনে, জ্ঞানদানে অজ্ঞানসন্তানে,
ধর্ম্ম উপদেশে সদা ধর্ম্মান্বেষিজনে,
নৈরাশ্য-ব্যথিত মর্ম্মে আশার সঞ্চারে,
বিলাপীর দীর্ঘশ্বাস প্রবোধকথায়।
সাধিলে, হে আশাকেন্দ্র-পূর্ণ স্নেহাসারে,
সেই সব অনুদিন, কল্পদ্রুম প্রায়
চতুর্দ্দিকে বিতরিয়া কেবল কল্যাণে।
ধ্বনিত বিলাপরোল হয় চারিদিকে
ছাড়িয়ে পিঞ্জর পাখী আকাশে উড্ডীন।
কিন্তু কীর্ত্তিকলাঙ্কিত শ্রীহট্টের বুকে
রহিল, যুগান্তে তাহা হবে না বিলীন।

এলিজি

হায়রে! কে আছে দুঃখ কারে কব আর!
দুঃখিনী শ্রীহট্ট তব কি পোড়া কপাল!
একে একে অস্তগত: তোমার হিতৈষী যত,
অবশেষ বিচার না করি কালাকাল
হৃদয়ের মণি তব হয়ে নিল কাল!

বিসম বিষাদ-ভরে হৃদয় বিদার ?
যে অমূল্যরত্ন তুমি হারাইলে আজ,
শতবর্ষ তপ করি, সন্তোষিয়া হরহরি,
পেয়েছিলে; হারাইলে সেই রত্নরাজ
পর্ব্বতগহনবনে কন্দরের মাঝ।*

অরে কাল কালামুখ বিষাক্তদশন!
কি বাদে হরিলে তার এ শ্রেষ্ঠজীবন!
উপকারবারিধার, যে সিঞ্চিত অনিবার,
হেন ক্ষীরকুম্ভে কৈলে অম্বল ক্ষেপণ;
জীবন্ত রুধিরে কৈলে বিষ বিসর্পণ।

অরে কাল সর্ব্বভুক সুতীক্ষ্নদশন!
কি উৎসবে মত্ত তুমি কহ কহ — অরে!
এত মুণ্ড চিবাইয়া, তৃপ্ত না হইল হিয়া,
মায়া দয়া তেয়াগিয়া গ্রাসিলে তাঁহারে
জ্ঞানে, ধনে, শ্রমে যেই পরহিত করে।

হে গতজীবন! কোথা করিছ গমন
ফিরিয়া ওদিকে তুমি দেখ একবার!
কালিমায় কলঙ্কিতা, শোক শেলে আকুলিতা,
রাহু গ্রাসে শশী যথা শ্রীহট্ট তোমার
বজ্রাঘাতে স্বর্ণলতা হৃদয় বিদার।

---

* প্রাইজ সাহেব কোন কার্য্যোপলক্ষে চেরাপুঞ্জী পাহাড়ে গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মর্ম্মভেদি শোকধ্বনি প্রতি গৃহে গৃহে
শুনাযায় কান্দে অই শ্রীহট্ট-সন্তান,
সুশীল সন্তান যেই ভাবকবিয়োগে সেই,
অধীর হয়েছে কর সান্ত্বনা প্রদান
পূর্ব্বের মতন হয়ে আশু আগুয়ান।

ক্রুশাঙ্কিত ধর্ম্মধ্বজা তোমার চেষ্টায়
উড্ডীন হইয়াছিল শ্রীহট্ট অঞ্চলে—
(আজিকালিকারদিনে); আর কি হে তোমাবিনে
বস্ত্র-কোষ গত-কতু উড়িবে অনিলে।
যা হবার হয়েছিল তব ধর্ম্মবলে।

বহু কর্ম্ম করিয়াছ মোদের কারণ—
কি দিয়ে শোধিব ধার নাহি গুণ লেশ;
শ্রীহট্টের বংশ-বেশ্মে, কাছাড়ের কক্ষদেশে,
যথায় যে রব গাব তব গুণাবেষ
কৃতজ্ঞতা-রসে করি ভক্তি সমাবেশ।

হে বিধে! এই কি আসে কলমে তোমার?
আমাদের ভাগফল করিতে লিখন!
মোদের হিতৈষী যেই, অকালে মরিবে সেই,
এ পাঠ কি নারো আর হতে বিস্মরণ।
দেবতার মন কেন নিষ্ঠুর এমন?

স্বর্গের সমান স্বীয় জনমের স্থল,
সুখের সদন স্বীয় কুটীর সুন্দর,
ধরায় নন্দনবন, মঞ্জুল উদ্যানগণ,
কোকিলকূজিতকুঞ্জ কানন কন্দর
স্বভাবের মনোলোভা স্থান পরিকর,

প্রেমের প্রতিমা জায়, স্নেহের পুতুলী
ছোট২ ছেলেদের মধুমাখা-ভাষ
লব করি পরিহার, তোয়নিধি হয়ে পার
দূরদেশে পরবাসে যাহার উল্লাস
পর উপকার মাত্র সাধনের আশ।

হেন মহাত্মারে বিধে! অযাচিতরূপে
দিয়া পুনঃ হরে নিলে এ কোন বিচার!
না করিতে প্রত্যর্পণ, কেড়ে নিলে দত্ত ধন,
আশা বাড়াইয়া পরে নৈরাশ্যে সাঁতার
দেয়াইলে। কেন দিয়া হরিলে আবার।

অহে শ্রীহট্টের সাধু সন্তানসকল
ভেবে দেখ একবার যা হয়েছে তাই
তোমাদের দুঃখে দুঃখী, সুখী সম্মিলনে সুখী,
দ্বিতীয় ধরায় আছে দেখিতে না পাই,
প্রকৃতবান্ধব আর তোমাদের নাই।

শোক পরিহরি এবে এস সব ভাই
স্বর্ণ পাটিকেলে করি মন্দির স্থাপন
স্মৃতির প্রকোষ্ঠদেসে, ভক্তি প্রেম সমাশ্লেষে,
একতায়; তুঙ্গচূড়া স্পর্শিবে গগন,
না হবে বিলয় কভু, হলেও মরণ!

তাহার সম্মুখভাগে ইন্দ্র নীলাক্ষরে
লিখা রবে হে পথিক! "ইহার তলায়
শ্রীহট্টের চিরবন্ধু, নিখিল গুণের সিন্ধু
শান্তির শীতল-ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যায়।
ছিল গুণি অগ্রগণ্য গুণগরিমায়।

অস্তমিত সূর্য্য পুনঃ হইবে উদিত,
পুনঃ নভঃ প্রভাতিবে চন্দ্রিকার ভাস,
শীত গ্রীষ্ম আদি ভবে, মাস তিথি বার সবে
পুনঃ২ এসে যাবে বৃথা তাঁর পাশ,
তাঁহার অনন্তনিদ্রা হইবে কি নাশ!

অথবা, "এশান্তিসদ্ম সমাধিমন্দিরে
সমাহিত সেই দীনঅনাথসহায়
যাহার পরাণপাখী এখানে পিঞ্জর রাখি,
গিয়াছে আপন দেশে ঈশ্বর আজ্ঞায়
ভবলীলা সাঙ্গি, নাহি আসিবে এথায়।

দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন কারণে,
শ্রীহট্টের হিত-ব্রত সাধন আশায়
এসেছিল সেই জন, হল ব্রত সমাপন,
গেল নিজ নিকেতন, নাম তাঁর হয়
মাননীয় **"উইলিয়ম প্রাইজ"** মহোদয়॥"

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

নির্ব্বাণ প্রদীপ

শ্রীহরচন্দ্র নিয়োগী কর্ত্তৃক বিরচিত।

'তিতীর্ষুপুস্তরং মহাদুড়ুপে নাস্মি সাগরম্''
— কালিদাস।

মেটিয়াব্রুজ ধোবাপাড়া হইতে
শ্রীনন্দগোপাল নিয়োগী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৮নং টালা মেট্রোপলিট্যান প্রেসে
শ্রীভিখারী দাস বৈরাগী দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় ভক্তিভাজন
অগ্রজ সহোদর।
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপাল নিয়োগী
মহাশয়ের
করকমলে
এই গ্রন্থ
সামান্য হইলেও
ভ্রাতৃভক্তির চিহ্ন স্বরূপ
উৎসর্গ করিলাম।

নির্ব্বাণ প্রদীপ

১

নবমীর নিশা প্রভাত হইল
জাগিল জগৎ পেয়ে নব প্রাণ
রঞ্জিয়া পূরব তপন উদিল
গায় পাখীগণ সুমধুর গান।

২

হাসিল চামেলি হাসিল শেফালি
হাসিল নলিনী নিরমল জলে,
সুমধুর রবে গুঞ্জরিয়া অলি
উঠে বসে সুখে নানাজাতি ফুলে।

৩

সুমন্দ প্রবাহে বহিছে সমীর
দোলাইয়া ধীরে ফুল পত্র কুলে,
টুপ টুপ করি পড়িছে শিশির
যেন তরুরাজী প্রেম অশ্রু ফেলে।

৪

ভানুর কিরণ হৃদয় মাখিয়া
কলকলে চলে স্রোতস্বিনী জল;
মরি কি সুন্দর --- হরষে মাতিয়া
খেলিছে সে নীরে জলচর দল!

৫

পুলকে পুরিল বিশ্ব চরাচর
সাজিল প্রকৃতি কত সুসময়ে
এ হেন সুদিনে বাঙ্গালী নিকর
কেন রে রহিল অচেতন প্রায়?

৬

এ কি? -- কেন হেন ভাব বাঙ্গালীর
নিরখিরে আজি বুঝিতে না পারি,
কে দিবে উত্তর কেন বাঙ্গালীর
নিস্পন্দ নিসাড় যত নরনারী?

৭

উঠ বঙ্গবাসী! মেল হে নয়ন
দেখহ প্রকৃতি মানস রঞ্জিনী,
থাকিও না আর ঘুমে অচেতন
এযে হে দিবস — নহেক যামিনী,

৮

কই উঠিলে না — খুলিলে না আঁখি?
সমভাবে পড়ি রহিলে ধরায়,
কিসের বিষাদ --- কেন হেন দেখি?
কেন অশ্রুজলে ভাসিতেছ হায়!

৯

কি ধনে হারায়ে পাগলের প্রায়
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস করিছ রোদন?
জানি কি ধনে বহুদিন হায়!
হারায়েছ চিরদিনের মতন।

১০

সে ধন কারণে এ হেন বিষাদ
দেখি নাই কভু একদিন তার,
তবে কেন আজি শুনি অকস্মাৎ,
বিষাদের ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে?

১১

নহে বহুকাল এক নিশি আগে
কত যে হাসিলে পুলকভাবে,
এখনো সে সুখ হৃদয়েতে জাগে
তবে কেন অশ্রু নয়নেতে ঝরে?

১২

কোথা সে উৎসাহ আনন্দ কোথায়
কোথা এবে সেই গীত বাদ্য রব?
সে "জয়" নিনাদ গেল রে কোথায়
কেন নাহি বাজে শঙ্খ ঘন্টা সব?

১৩

সেই আর্য্যদ্বারে একদিন হায়!
দূর হতে আসি নিযুত যোজন—
নৃপতি সমাজ প্রসাদ ভিক্ষায়
করিত রে করপুটে অবস্থান।

১৪

যার রণ দক্ষ বিংশ অক্ষৌহিনী
বীরদাপে কেঁপেছিল একদিন,
টল টল কবি সমস্ত অবনী;
এবে সেই জাতি ম্লেচ্ছ পরাধীন!

১৫

সেই আর্য্যকুলে লভিয়া জনম
ম্লেচ্ছ পদাঘাত সহিছে যে কত,
কত শেল হৃদে বিঁধেছে বিষম
কত আশালতা হইয়াছে হত।

১৬

কহ যে মরম-বিদারী বেদনা
আট শত বর্ষ ধরি অনিবার,
সহিছে বাঙ্গালী না হয় গণনা
কিন্তু হেন দুঃখ দেখি নাই আর।

১৭

কেন হেন দুঃখ বুঝি না কারণ—
বুঝেছি বুঝেছি এবার।
কেন বাঙ্গালীর হৃদি প্রস্রবণ
উৎসারিছে দুঃখ বারি আনিবার।

১৮

আজি রে বঙ্গের বিজয়া দশমী
শক্তি শান্তি আজি হবে বিসর্জ্জন!
গেছে চলি সুখ-অষ্টমী নবমী
বঙ্গ গরিমার আজি বিসর্জ্জন।

১৯

শকতি শান্তির সৌন্দর্য্য প্রতিমা
স্নেহের প্রেমের স্বাধীনতা ধন,
হেন ইষ্ট দেবী বঙ্গের গরিমা
হায়! হায়! আজি হবে বিসর্জ্জন!!!

২০

গত নিশাশেষে নিবেছে যে দীপ
বঙ্গ গৃহ যার হয়েছে আঁধার,
কে আর জ্বালিবে "নির্ব্বাণ প্রদীপ"
আঁধারে আলোক জ্বলিবে না আর।

২১

বাল বৃদ্ধ যুবা ধনী দীন আদি,
যে মায়ের পদ করি নিরীক্ষণ,
ভেসেছিল সুখে সে উৎসবে মাতি
আজি সেই মার হবে বিসর্জ্জন!

২২

তাই রে বাঙ্গালী উত্থান রহিত
তাই বঙ্গবাসী শোকে মূর্চ্ছাগত
বাঙ্গালী নিকর তাই বিষাদিত
তাই আলোহীন বঙ্গগৃহ যত।

২৩

মাতি সেই মহাশক্তি আরাধনে
ভেসেছিল সুখে বঙ্গবাসীগণ,
কিন্তু আজি সেই দেবী বিসর্জ্জনে
কেন রে এতেক নিরুৎসাহ মন?

২৪

এখনো বাঙালী ধমনী ভিতর
হইছে বহিত আর্য্যের শোণিত
এখনো সে রক্তে বাঙালী অন্তর,
অস্থি মজ্জা, পেশী হইছে শোষিত।

২৫

যদিও রে হায়! বিদেশী ঘৃণিত
বিজেতা শাসন ম্লেচ্ছের পীড়নে,
হয়েছে শীতল সে আর্য্যশোণিত
তবুও স স্মৃতি জাগিতেছে মনে।

২৬

সত্য ত্রেতা যদি (ও) গিয়াছে চলিয়া
দ্বাপর মিলেছে অতীত সাগরে
কিন্তু সেই স্মৃতি যায়নি মুছিয়া
এখনো জাগিছে বাঙালী অন্তরে।

২৭

যায়নি মুছিয়া আছেরে সকলি
প্রস্তরে অঙ্কিত রহিয়াছে যেন,
ছাড়িয়া কখনো যাইবে না চলি
সেই সুখ স্মৃতি বাঙালীর মন।

২৮

নাহি রামচন্দ্র নাহি সে রাবণ
মেঘনাদ বীর নাহিরে এক্ষণে
যাঁদের বীরত্বে গীতি রামায়ণ
করিছে বিরাজ ভারত ভবনে।

২৯

হায়রে! কোথায় ভীষ্ম মহাবল ?
কোথা বা রহিল সে পাণ্ডবগণ?
অভিমন্যু বীর কোথা আছে বল?
ধৃষ্টদ্যুম্ন কই পাঞ্চালনন্দন?

৩০

কোথা দুর্যোধন কোথা দুঃশাসন,
কৃপ কর্ণ দ্রোণ রহিল কোথায়?
কোথা জরাসন্ধ মগধ রাজন!
সুধন্বা বিরাট কোথায় রে হায়!

৩১

কোথায় দ্বাদশ বর্ষীয় বাদল
কোথায় রে হায়! রাজপুতগণ,
যাঁদের বীরত্বে যবন সকল
শৃগালের মত করে পলায়ন।

৩২

কোথায় বিক্রম আদিত্য রাজন
কোথা চন্দ্রগুপ্ত অশোক কোথায়?
মহারাষ্ট্র পতি শিবাজী এখন
কোথা সবে চলি গিয়াছে রে হায়!

৩৩

কোথা দুর্গাবতী পদ্মিনী বিদুলা
কোথা জহবর কোথা লক্ষীবাই?
বিজয়া ঝিন্দন রাণী, বীরবালা
সে স্বর্ণ কুন্তলা তারাবাই নাই।

৩৪

নাহি সে সকল বীরেন্দ্র কেশরী
এবে নাহি সেই বীরাঙ্গনাগণ,
গিয়াছে ভারত অন্ধকার করি
আছরে কেবল সে স্মৃতি এখন।

৩৫

ত্রেতার রাঘব লঙ্কার সমরে
পুজি দশভুজা অকাল বোধনে।
উদ্ধারিল সীতা সানন্দ অন্তরে
সবংশে বিনাশ করিয়া রাবণে।

৩৬

এবে সেইল রূপ হইল বোধন
সেই শক্তি পূজা হইল সকল
কিন্তু হল কৈ বঙ্গবাসীগণ!
সেই কার্য্য সেই উদ্দেশ্য সফল।

৩৭

সেই ত ভারত চির বাস পরি
বিষাদে কাঁদিছে হানি শিরে কর।
সেই ত যবন বল দর্প করি
বিচরিছে মার জীর্ণ বক্ষপর।

৩৮

নাহি সেই দিন সে রাম লক্ষ্মণ
সে অঙ্গদ আদি বীর গণ নাই
তাই ইষ্টদেবী হারান-রতন
লক্ষ্মীর উদ্ধার হইল না তাই।

৩৯

তাই বঙ্গবাসী ভগন হৃদয়
তাইরে বিষাদ বাঙ্গলী অন্তরে,
উদ্যম রহিত নর নারি যে
তাই শোকোচ্ছাস প্রতি ঘরে ঘরে।

৪০

ভাই বঙ্গবাসী! কাঁদিও না আর
স্মৃতির বিলোপ করো না কখন—
হইল না বলি কার্য্যের উদ্ধার
রেখো চির লঙ্কা সমর স্মরণ।

৪১

আটশত বর্ষ হইল বিগত
এইরূপে আরো যাবে কতদিন,
নিশ্চয় জননী দুঃখিনী ভারত
আনন্দে হাসিবে পুনঃ একদিন।

৪২

আজিও বাঙালী তোমাদের হায়!
শকতি পূজনে কিছু অধিকার,
জন্মে নাই বলি হইল না হায়!
আরাধনা শেষে লক্ষ্মীর উদ্ধার।

৪৩

যবে বাঙালীর শকতি পূজায়
হবে অধিকার নিশ্চয় তখন,
হিমাদ্রি হইতে সে কুমারিকায়
'জয় জয়' নাদে ছাইবে গগন।

৪৪

দেখিবে তখন ভারত গগনে
হবে সমুদিত স্বাধীনতা রবি,
অধিনতা তমঃ বিনাশি কিরণে
দেখাইবে নরে মনোহর ছবি।

৪৫

'স্বাধীনতা জয়' বাজিবে বাজনা
উচ্চরবে সবে 'ভারতের জয়'
বলিবে চিৎকারি যত বঙ্গজনা
"জয় স্বাধীনতা - ভারতের জয়"

৪৬

বঙ্গ গৃহ সব হয়েছে আঁধার
নবমীর শেষে নিবিয়া যে দীপ,
হৃত ধন পুনঃ পাইবে আবার
জ্বলিবে নিশ্চয় "নির্ব্বাণ-প্রদীপ"।

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

অশ্রু

শ্রীমোহিনী মোহন বসু

প্রণীত

শ্রীদিগিন্দ্র মোহন ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩০৫ সন।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

ভূমিকা

আজ অষ্টাদশ বৎসর হইল জগতের মুখ দেখিয়াছি। এই অষ্টাদশ বৎসরের মধ্যে, ষষ্ঠবর্ষ পর্য্যন্ত স্নেহময়ী, মূর্ত্তিমতী দয়াশীলা জননীর স্নেহময় ক্রোড়েই লালিত, পালিত এবং বৰ্দ্ধিত হইয়া ছিলাম। ভগবানের শুভ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবার নহে। মঙ্গল নিলয়, পরম করুণাধার বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, জানি না কি মঙ্গলাভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, অসময়ে আমাকে মাতৃহারা করিয়াছেন। আজ আমি মাতৃহীন। মাতার স্বর্গীয় স্নেহ, অপার্থিব করুণা, নিঃস্বার্থ সদাচরণ এবং শ্রবণানন্দকারী, সুখশান্তিপূর্ণ স্নেহমাখা মধুর বচন কি সুখপ্রদ জিনিষ, মূর্ত্তিমতী দেবী প্রতিমা জননীর জীবিতাবস্থায় তাহা বুঝিতে পারি নাই। হয়তো তঃ । বুঝিবার কোন শক্তিও ছিলনা। এখন বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়াই অশ্রু আমার প্রধান সম্বল হইয়াছে। হৃদয়বিদারক মাতৃ-বিয়োগ জনিত শোকাশ্রুর একবিন্দু লইয়া সহৃদয় পাঠক সমীপে উপস্থিত করিলাম। এই অশ্রু সন্দর্শনে আপনাদের একজনেরও যদি বিন্দু অশ্রু পতিত হয় তবে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

২লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫। শ্রী মোহিনী মোহন বসু।
বারদী।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হওয়াতে 'অশ্রু' দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল। উপন্যাস-প্লাবিত দেশে এত অন্ধকার মধ্যে অশ্রু যে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কতিপয় এন্ট্রেন্স স্কুলের সুযোগ্য হেডমাষ্টার মহোদয়গণ ইহাকে স্ব স্ব স্কুলে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমবারের ভ্রম প্রমাদ যথাসাধ্য সংশোধন করা হইল।

১লা ফাল্গুন, ১৩০৫। শ্রী দিগিন্দ্র মোহন ঘোষ।

উৎসর্গ

কপোল পতিত অশ্রু সলিল মুকুর
হৃদয়ের অন্দর্দ্দেশে
হেরিত যে অনায়াসে.
অশ্রুর অব্যক্ত ভাষা বুঝিত অন্তরে;
মম ক্ষুদ্র উপহার,
হইত মানসে যাঁর,
রতন অধিক জ্ঞান, রাখিত সাদরে;
তাঁহাকে উদ্দেশ করি
এই এক ফোঁটা বারি
করিনু উৎসর্গ আজি অতি ভক্তিভরে

মোহিনী মোহন বসু।

অশ্রু

পূর্ব্বস্মৃতি

কেন আজি, পূর্ব্বস্মৃতি উঠিল জাগিয়া
ভাসাইয়া বক্ষঃস্থল
কেন বহে অশ্রুজল
শোকানলে কেন চিত্ত যেতেছে পুড়িয়া?

কেন শৈশবের কথা কাল আবর্ত্তনে
বিস্মৃতি জলধিজলে
ছিল আঁখি অন্তরালে
অকস্মাৎ পুনঃ মোর উদিল স্মরণে?

অথো শৈশবের কালে যবে মা আমার
ত্যজি মায়া ত্যজি মোহ,
ভুলি দয়া ভুলি স্নেহ;
অসার সংসারে দিলা সহজে ধিক্কার;—

বুঝি নাই, ভাবি নাই ক্ষণেকের তরে
মা মোর নিঠুরা হয়ে
অভাবের একা থু'য়ে
যাইবে যাইতে পারে, ছিড়ি স্নেহডোর!

সতত নয়নে যেই রেখেছে আমায়
ক্ষমতার চুরে গেলে
ভাসিতে যে অশ্রুজলে
হইতরে মণিহারা ফণিনীর প্রায়!

নিকটে আসিলে কত চুম্বিত বদনে,
ক্রোড়েতে লইত তুলি
সব কাজ যেত ভুলি,
দর দর আনন্দাশ্রু করিত নয়নে।

হেরিয়া তাঁহার অশ্রু কখনো আমার
নয়নে বহিলে জল,
মুছাত মা সে সকল
পীযূষ মধুরস্বরে তুষি বার বার।

করেছি আব্দার কত দিবস রজনী
ভাবে নাই একবার
ন্যায়ান্যায় তাস বার,
অশেষ উপায়ে তুষ্ট করেছে জননী।

অঞ্চলে অঞ্চলে সদা রয়েছি তাঁহার
দিয়াছি যে যত কষ্ট
কত যে করেছি নষ্ট
তবু তো হয়নি কভু ক্রোড়ের সঞ্চার।

কভু বা সে পূত অঙ্গে করেছি প্রহার
রোষিতে দংশন কত
করিয়াছি শত শত
হয় নাই তবু তাঁর চিত্তের বিকার।

জনকে ভেবেছি হায় শমন সমান;
যাই নাই তাঁর পাশে
কভু কোন দ্রব্য আশে,
সকল অভাব মাতো করেছে পূরণ!

তাঁহার উপর ছিল প্রভুত্ব আমার
ধন জন বল গর্ব্ব
সেই মোর ছিল সর্ব্ব
তাঁরি বলে ছিল মোর বিক্রম অপার।

পাড়ার বালক সনে ঝগড়া করিয়া
অঙ্ক দুর্গ অভ্যন্তরে
পশিতাম হৃষ্টান্তরে
দুর্ভেদ্য ভাবিয়া সবে যাইত চলিয়া।

বুঝা'ত মধুর স্বরে, করিলে অন্যায়
সে মিষ্ট ভর্ৎসনা শুনি
হইতাম অভিমানী,
বহিত নয়নে জল নির্ঝরের প্রায়।

তখন জননী কত করিয়া আদর
সংস্থাপিয়ে বক্ষোপরে,
চুম্বিতেন বারে বারে
উষ্ণ অশ্রু বিন্দুসিক্ত কপোলে আমার।

সাজাতেন মা আমারে ফুলদল দিয়া
করি অতি পরিপাটী
মস্তকে বাঁধিত ঝুটি
নাচিতাম গাইতাম হরষে মাতিয়া।

হাসিতেন কত তিনি সে নৃত্য হেরিয়া
রাখিতেন বুকে মোরে
ধমনীর অভ্যন্তরে,
শোণিত প্রবল বেগে উঠিত নাচিয়া।

নীল নভেঃ শশাঙ্কেরে হেরি কত দিন
বলেছেন স্নেহভরে,
মম মন মোহিবারে
অপরূপ কান্তি তার করিতে দর্শন।

চেয়েছি চাঁদের পানে বিস্মিত নয়নে,
লভেছি ক্ষণিক সুখ,
পুনঃ হেরি মার মুখ
ভুলেছি তাহার কথা হরষে তখনে।

তাঁহার বদনে ছিল সম্পূর্ণতা ভাব;
দিয়াছিনু চন্দ্রমায়
নীচাসন তুলনায়,
কি জানি তাহাতে ছিল কিসের অভাব।

শশাঙ্কাংশু নহে তাঁর আঁখিজ্যোতি তুল
হৃদে শান্তি প্রদানিতে
ছিল তো অক্ষম তাতে
সে শক্তি নয়নে তাঁর ছিল তো প্রতুল।

চাঁদেতো কলঙ্ক আছে নহে নিরমল
ঢাকা যেন আভছায়
ভাল শোভা নাহি পায়.
কিন্তু তাঁর মুখশশী সর্ব্বদা উজ্জ্বল।

কৃষ্ণজলধর প্রায় ছিল কেশদাম
মৃদুল মলয় বায়
তাঁর মুখচন্দ্রমায়
ঢাকিলে হইত বড় নেত্র অভিরাম।

সুধাংশু সে শোভা হেরি ছিল ঈর্ষান্বিত.
জলদে বদন ঢাকি
বারেক সে শোভা দেখি
সরমে পাণ্ডুর মুখে হত প্রতিভাত।

সেই শোভা ভাল কিন্তু লাগেনি আমার,
এক এক এক করি
কেশরাজি দূর করি
হেরিতাম মেঘোমুক্ত মুখচন্দ্র তাঁর।

চুম্বিত কপোলে মোর শত শত বার;
হইতাম আত্মহারা
হৃদয়েতে সুধাধারা,
বহিত প্রবল বেগে আমার, তাঁহার।

সেই ভাবহীন আমি কি সাধ্য আমার
কহিব তা প্রকাশিয়া
জানে প্রাণ জানে হিয়া,
বুঝি বুঝি সব বুঝি বুঝি না আবার।

কতবার হেরিয়াছি পীড়ার শয্যায়
মস্তকের একাদশে
সদা রয়েছেন বসে
বিমর্ষ মলিন মুখ কাতর চিন্তায়।

কখনো বা করজোড়ে, অশ্রু জলে ভাসি,
মোর স্বাস্থ্য লাভ আশে
নেচেছেন ঈশপাশে
অনাহারে অনিদ্রায় কাটি দিবানিশি।

নাছিল শরীরে লক্ষ্য কিম্বা বিন্দুমায়া
ভুলিত সংসার কথা,
ভুলিত শ্রমের ব্যথা,
রহিত নিকটে, যেন আমারই ছায়া।

কতদিন তার মনে দিয়াছি যে তাপ
তবু তো মা মিষ্টস্বরে
বলিতেন ধীরে ধীরে
"বেঁচে থাক, বেঁচে থাক অভাগিয়া বাপ!'

"স্নেহময়ী মা আমার কোথা রলে হায়
ফেলিয়া অভাগা সুতে
অসহায় এ জগতে
প্রবল সংসার স্রোতে কে রক্ষে আমায়।

করিয়াছি শিশুকালে কত অত্যাচার
তাই কি রোষের বশে
গেলে তুমি পরদেশে!
কভুতো হেরিনি হেন কঠোর আচার!

সন্তানের অপরাধ যাও সব ভুলে
মুছাও নয়নবারি,
বারেক আদর করি
দুহাত প্রসারি মাগো লও কোলে তুলে!

ডাক মা মধুর স্বরে 'বাছাধন' বলি
অবাধ্য হব না আর
পণ মোর এইবার,
তোমার বিচ্ছেদানলে মরিতেছি জ্বলি!

ভাবি নাই একবারো হবে সে পাষাণী
তব চিত্ত স্নেহময়
হবে এত নিরদয়
আমার শৈশবজ্ঞানে জানিনি জননি?

চিরদিন আমি তব, তুমি মা আমার
ছিল মোর এই জ্ঞান;
ভাবি নাই এর আন,
হেরি নাই ভাল করে মুখানি তোমার।

আগে যদি জানিতাম ত্যজিবে আমায়
বার বার শতবার
আশা পূরিয়া আমার
হেরিতাম ইন্দুনিভ মুখখানি হায়!

শৈশবের ভালবাসা ভুলিলে কেমনে
শয়নে স্বপনে যারে
রাখিতে মা ধারে ধারে,
কেমনে জনমতরে ত্যজিলে এখনে?

স্বপনেতে কভু আমি উঠিলে কাঁদিয়া
লয়েছ তখনি কোলে,
সান্ত্বনিয়া মিষ্টবোলে,
আজ কেন হলে মাগো এমন নিদয়া?

ডাকি যে কতই মাগো নাহি দেও সারা;
কোথায় গিয়াছ তুমি
কোথায় রহিনু আমি,
কার পাশে রাখি মোরে হলে আত্মহারা।

যথায় থাক মা এস বারেকের তরে
তোমা না রাখিব ধরে
হেরিব থাকিয়া দূরে
চাহিনা অধিক আর তোমার গোচরে।

মৃত্যু শয্যায়

পীড়ার শয্যার কথা আছো পড়ে মনে
হেরেছিনু সে শয়ন,
ভাবি নাই কদাচন,
সে শয়ন চিরতরে রাখিবে শয়নে!

যখন কাতর হলে শুইলে শয্যায়
কহিলে আমায় ডাকি
শির'পরে কর রাখি,
"ভয় নাই কিছু বাছা উঠিব ত্বরায়।

যেওনা অন্যত্র তুমি রহ মোর পাশে,
হেরিয়া মুখানি তোর
জুড়াবে হৃদয় মোর
রোগতাপ যাবে দূরে তোর মিষ্টভাষে।"

আমি রে অভাগা কিন্তু বুঝিনি সে কালে,
রহি নাই তব পাশে
ক্ষণ সুখ লাভ আশে
গিয়াছি যথেচ্ছা, তব কথা অবহেলে।

হায় মা, তোমাকে কত করেছি পীড়ন,
তোমার কাতর বুকে
ঝাঁপায়ে পড়েছি সুখে,
তোমার কষ্টের কথা ভাবিনি কখন।

আত্ম সুখ নীরে সদা ছিনু নিমগণ,
ভাবি নাই কারো তরে,
কারো দুঃখ এ সংসারে
অজ্ঞানতা স্তরে স্তরে ছিল গো তখন।

ক্রীড়ান্তে যখন গৃহে করেছি প্রবেশ
তখনি তো অশ্রুজলে
পরিপ্লুত গন্তব্যস্থলে
হেরেছি মা, মমতরে সহিয়াছ ক্লেশ।

মোরে হেরি অশ্রু মুছি ত্যজি দীর্ঘশ্বাস,
চাহিতে বদন পানে,
জুড়াতে মা তব প্রাণে,
ভুলিতে অসহ্য তব পীড়ার আয়াস।

তবশীর্ণ দেহ হেরি চোখে এলে জল,
আপন অঞ্চল দিয়া
দিতে তাহা মুছাইয়া,
প্রবোধ বচনে দিতে মোর দেহে বল।

বিশ্বাস করেছি তাহা, ভুলেছি সকল,
দিন দুই চারি পার
কোলে নিবে মা আমারে,
থাকুক দুদিন শুয়ে কিবা ক্ষতি বল!

'মানুষ মরিতে পারে' মানসে উদয়
হয় নাই কভু মোর,
তাই মাগো কথা তোর
ভুলেছি, গিয়েছি ছেড়ে যথা ইচ্ছা হয়।

যদি জানিতাম মাগো ছেড়ে যাবে তুমি,
তা হলে কি তোমা ছেড়ে
যাইতাম স্থানান্তরে?
বুকেতে রাখিয়া মুখ থাকিতাম আমি।

দিন দিন যত তুমি হইলে কাতর,
(আমি তো বুঝিনি হায়
ঢাকা ছিনু অজ্ঞতায়)
ততই হইল তব বিষণ্ন অন্তর।

বুঝেছিলে সব তুমি অন্তরে অন্তরে,
তাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে,
বলিয়াছ কত মোরে
থাকিতে নিকটে তব শয্যায় উপরে।

কখনো আমার কর রাখি বক্ষোপরে,
কি কহিতে ধীরে ধীরে,
বুঝি নাই ভাল করে,
চাহিতাম মুখপানে বিস্মিত অন্তরে।

হেরেছি চৌদিকে যত আত্মীয়-স্বজন,
কাহারো নয়নে জল
করিতেছে টলমল,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস কেহ ত্যজিছে কখন।

বুঝি নাই কভু মাগো কারণ ইহার
কিম্বা বুঝিবার তরে
দেখিনি যতন করে,
তোমা বিনা চিন্তা মোর নাহি ছিল আর।

সেই মরণের কালে ডেকেছিলে মোরে
কোথা মোর বাছা কই,
আয় তোরে বুকে লই,
চলিলাম আমি হায় জনমের তরে।

আবার কহিলে তুমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে,
'বাবা' এই শেষ কথা
কাঁদিল সকলে তথা,
আমিও কাঁদিনু হায়, না বুঝি অন্তরে।

কে জানি সান্ত্বনা তবে লইয়া ক্রোড়েতে,
চলে গেল অন্য স্থানে,
ভাবিলাম মনে মনে
যাইব মায়ের পাশে খানিক পরেতে।

সেই দেখা হায় মোর হল শেষ দেখা;
না হেরিনু একবার
জনমের তরে আর,
সেদিন হইতে ভবে হইয়াছি একা।

সেদিন হইতে তব সুধামাখা স্বর
পশে না শ্রবণে মম
তৃষিত চাতক সম
নিদাঘে মেঘাম্বু বিনাঃ অতৃপ্ত অন্তর।

সকলি রয়েছে গৃহে সুধু নাই তুমি
জিজ্ঞাসি আত্মীয়গণে
'মা আমার কোন স্থানে,'
সবে অশ্রুজলে ভাবে বুঝি নাই আমি।

সহচরগণে কত করেছি জিজ্ঞাসা,
'বলিতে কি পার সবে
মা মোর আসিবে কবে'
প্রবোধ বচনে তারা দিত মোরে আশা।

দিন দিন প্রতিদিন কতই আদর
আমার আব্দার যত
পালে সবে সাধ্যমত,
ভুলায় বিবিধ রূপে আমার অন্তর।

কিন্তু মা শয়নকালে না হেরি তোমায়,
আছাড় পিছাড় পড়ে
কেঁদেছি তোমার তরে,
পারে নাই সান্ত্বনিতে কভুতো আমায়।

কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে সুষুপ্তির ক্রোড়ে
লয়েছি বিশ্রাম যবে
ভুলেছি তোমায় তবে;
হায় মা কোথায় গেলে, ফেলে অভাগারে।

সেই তো সকলি আছে, পূর্ব্বের মতন
তেমতি তো ফোটে ফুল
তেমতি তো বিহঙ্গ কূল
মধুর সঙ্গীতে আজো মাতায় ভুবন।

তেমতি তো মন্দবায়ু গন্ধ বহি ধীরে
তুষিছে শরীর মন
ভৃত্য ভাবে অনুক্ষণ,
তেমতি তটিনী বহে কুল কুল স্বরে।

তেমতি তো ওঠে চাঁদ গগনমণ্ডলে,
সঙ্গে কোটী সহচর
প্রকাশে বিমল কর
তেমতি তো নাচে শশী তরঙ্গিনী কোলে।

তেমতি তো ঋতুগণ আসিছে পর্য্যায়
একটীর সমুন্নতি,
অপরের, অবনতি;
তেমতি তো ভাস্করের হয় অস্তোদয়।

সকলি তো যায় আসে এ মহীমণ্ডলে
তুমি যে গো গিয়াছ মা
আর কি গো আসিবে না?
কিরূপে রহিলে বল মোরে হেথা ফেলে?

সদা মাগো শূন্য হৃদি উদাস পরানে,
কর রাখি বক্ষঃস্থলে,
ভাসিয়ে মা অশ্রুজলে,
নিরাশ হৃদয়ে চাই আকাশের পানে।

অতুল অনন্ত সেই শূন্য ভর্গস্থান,
কেবল নীলিমাময়,
কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
তোমার মুরতি নাহি হেরি বিদ্যমান।

নিশীথে তারকা মাঝে খুঁজেছি তোমায়
তোমার বিমল কান্তি
নক্ষত্রে হয়েছে ভ্রান্তি
নৈরাশ্যে ডুবিয়া আজি না পেয়ে তথায়।

অকূল চিন্তার স্রোতে নাহি পাই কূল
করি সেই তৃণাশ্রম
অচিরে বিলয় হয়.
কি করিব. কি হইবে ভাবিয়া আকুল।

মর্ম্মান্তিক যাতনা মা সহেনা সহেনা.
শত আশীবিষ যদি:
দংশিত মা নিরবধি
তথাপি কখন মাগো এ কষ্ট হত না।

আর কি ফিরে না দেখা অভাগা সন্তানে.
আর কহিবে না কথা,
বুঝিবে না মনোব্যথা
আর কি নিবে না কোলে তুষিতে চুম্বনে?

হায় কি ও মুখশশী হেরিবনা আর.
কে নিল কে নিল হরি
তোমারে মা ছিন্ন করি.
এই কি বিধান মাগো শমন রাজার?

যমের প্রতি

অরে রে নির্ম্মম যম কেবা তোতে সৃজিল?
কেমনে জননী মোর
হরিলি পাষণ্ড চোর,
সে পূত মূরতি হেরি দয়া কিরে নহিল?
এমন পাষাণ হতে কেরে তোরে শিখাল?

পাষাণ তো তোর মত হেরি নাই পাষাণ,
দ্রবীভূতা বেগবতী
সূতা তার স্রোতস্বতী,
কোমলতা পরাকাষ্ঠা দেখায়েছে সেজন;
পর তরে তারো সদা বারিতেছে নয়ন।

অভাগা সন্তান আমি না চিনিতে জননী,
না চিনিতে আত্মপরে
কাড়িয়া নিয়াছো মারে
কাঁদায় রেখেছ হায় দুঃখপূর্ণ অবনী
কোন আশে এ নিরাশে রে কঠোর পরানি?

স্নেহময়ী মাতো মোরে কভু ভুলে রতনা।
ক্ষণেক অদৃশ্য হলে
ভাসিত মা অশ্রুজলে
অভাগার তরে পেত কত শত যাতনা
তাঁরে অন্তরাল করি দিলি কেন লাঞ্ছনা?

অপোগণ্ড শিশু হেরি দয়া কিরে হল না?
কি প্রকারে হেন শিশু
বাঁচিবেরে দেব পশু
মা বিনা যে শিশু কভু আর কারে জানে না,
কঠোর হৃদয় তোর কিছুতে যে গলে না।

ধর্ম্মরাজ বলি তোরে কেন সবে ডাকেরে?
এরূপে কি সাধ ধর্ম্ম,
এই কি সাধুর কর্ম্ম।
দস্যুরাজ অভিধান ভাল তোরে সাজেরে।
সেও ভাল তোর চেয়ে শত শত গুণেরে।

আমি তো অজ্ঞান ছিনু পাপ কিছু জানিনি,
যদি করে থাকি পাপ
তাতে ও তো আছে শাপ,
সে পাপে ধরিতে নার কভু মোর জননী।
তবে কেন অভাগারে কাঁদালিরে এমনি?

তোর তো হৃদয় আছে বুঝ নাকি যাত না?
না, না তাহা মিথ্যা কথা,
তা হলে বুঝিতি ব্যথা,
আমারে কাঁদাতে তোর কভু সুখ হত না।
হায় রে মরণ কেন আগে মোর হল না!

সংসার সরেতে যেই সরোজিনী আছিল,
নাশিয়া সুষমা তার
লাঘবিতে কোন ভার,
অকালে তুলিয়া নিলি ছিড়িয়ারে মৃণাল!
কি আশেরে তোর মনে হেন ভাব উদিল?

মম সুখাম্বরে সেই উদভাসি উদিল,
স্নেহ পবিত্রতা করে
পূরেছিল গগনেরে,
অসময়ে কেন তাঁর জীবতারা খসিল;
হায়রে এতে কি তো সদাচার ফলিল!

সোনার সংসার নাশে কি আনন্দ লভিলি!
কাঁদিছে সকলে যায়
কেন হর্ষ তোর তায়
ইহাতে কি দিবভাব জনগণে দেখালি?
দেবভাবে হেরি হায় কলঙ্কতো কেবলি!

চিরদিন ছিনু আমি ডুবে সুখ সাগরে
ভাবি নাই একবার
তোর ঘোর অত্যাচার
সে সুখ বাছিয়াছিল বুঝি তোর চোখেরে?
সুখের কমলে তুই ক্লেশপ্রদ কাঁটারে!

সাগরের কূল আছে আছে তার তলার
সীমাবদ্ধ সমীরণ
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ
কিন্তু তোর কাঠিন্যের সীমা কোথা বলরে?
চারিদিকে সদা তোর কঠোরতা হেরিরে।

অমর চরিত্র তোর এত যদি দূষিত,
কেন আর ধরা পরে
রেখেছিস অভাগারে
নিঠুরাভিলাষ, কেন সাধনারে ত্বরিত,
যে চাহে তোমায়, তারে নিতে কেন কুণ্ঠিত?

আর তো রে এ বিচ্ছেদে সহেনারে সহেনা!
হৃদয় দহিয়া যায়,
হয়েছি পাগল প্রায়,
কাহারো বাক্যেতে মোর মনতো রে মানে না?
নদী স্রোত বালিবাঁধে কভু তোরে বাঁধে না?

হাধিক! শমন তোরে বৃথা আমি দুষিরে
পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ
দিল মোরে হেন তাপ
জানি না কতই পাপ করেছিনু আজিরে;
তাতেই হারানু হায় স্নেহময়ী মায়েরে।

শ্মশান সন্দর্শনে

এই কি সেই স্থান শুয়েছ মা যেখানে?
ত্যজিয়া পার্থিব কায়া
ভুলিয়া সংসার মায়া
কঠোর পরানী হলে বল কোন কারণে?
সংসারের চেয়ে কি গো বেশী শান্তি শ্মশানে?

কল্লোলিনী কুলনাদ কভু শ্রুতিবিবরে
পশে নাকি তব হায়
সুষুপ্তি ভাঙ্গে না তায়
এর চেয়ে বেশী কি গো কোলাহল সংসারে,
তাতেই ত্যজিলে ইহা উপেক্ষিয়া সবারে?

শিবার কর্কশনাদ পশে না কি শ্রবণে?
বীণার সুতার তার
হতে কি গো ভাল তার?
হেরিয়াছি কতদিন করদ্বয় প্রদানে
রোধিয়াছ শ্রুতযুগ জম্বুকের নিস্বনে।

শ্মশান ভীষণ স্থান প্রাণ কাঁপে শুনিলে,
জগতের শূর যাঁরা
নামে ভয়ে কাঁপে তাঁরা
কি সাহসে জননি গো হেন স্থানে রহিলে?
কার সনে অভিমানে হেন কাজ করিলে?

মোরেতো বাসিতে ভাল অকপট হৃদয়ে
অভিমানে মোরে ভুলি
ত্বরা তুমি যাবে চলি
কে চিন্তিবে হেন কথা একবারো ভুলিয়ে!
যাবে যদি তিতে মোরে বাহুপাশে বাঁধিয়ে।

আরণ্য তুলসী তরু আছে তোমা ঘেরিয়া
তোমার বুকেতে রয়ে
হৃদে অতি শান্তি পেয়ে
অন্যত্র শান্তির তরে যায় নাই চলিয়া।
অহোরাত্র হেরে তোমা আঁখিযুগ ভরিয়া।

অমন কোমল মনে কঠিনতা কে দিল!
কে হেন পাষণ্ড হল
অভাগারে কাঁদাইল,
শ্মশান কি হেন ভাবে নিঠুরতা শিখাল?
এ নহে সম্ভব কভু কে গো হেন করিল?

শ্মশানে যে যায় তার শোকতাপ রহেনা,
যায় তার পাপ ভয়,
সুখেতে মগন হয়,
ধনী কি দরিদ্রে তার জানি সমবেদনা
আমার কি রে শ্মশান দুঃখ দূর হবে না?

সাগর ভামিনী সতী ধীরে ধীরে বহিয়া
প্রক্ষালিছে ও চরণ
ভক্তিভাবে অনুক্ষণ
তোমার আদেশ সদা মস্তকেতে বাঁধিয়া
হয়েছে সফলকাম সে তোমারে পূজিয়া!

আমি ও তো রে শ্মশান তব পাশে বসিয়া
অতীব কাতর চিতে
তোমার প্রসাদ পেতে
অশ্রুজল সদা হায় অঞ্জলিতে ভরিয়া
প্রক্ষালিছি বক্ষঃ তব অভিলাষ করিয়া।

তোমার মাহাত্ম্য কথা কি জানিব আমিরে?
পরম ঈশ্বর যিনি,
তিনি তোমা নাহি চিনি,
পাইতে তোমার তত্ত্ব সদা তোমা খুঁজেরে,
ত্যজিয়া কৈলাসধাম প্রেমময়ী মায়েরে।

তব সম শক্তিধর কেবা আছে জগতে?
ক্রোধ আদি রিপুগণ
করে দূরে পলায়ন,
আসে না তোমার পাশে একবারো ভ্রমেতে,
কি জানি কিঁ গুণ আছে তব পূত নামেতে।

সংসারের অনিত্যতা বল দেখি কে পারে
তব সম বুঝাইতে
বিপথগামিনী চিতে
অসার ধনের কথা উপমদ-জনেরে
ফিরাইতে পুণ্যপথে পূতালোক সঞ্চারে?

তবসম শান্তিদাতা কে বা আছে ভুবনে?
অনন্ত শান্তির আশে
যে আসে তোমার পাশে
তোমাকে ত্যজিয়ে সে তো ফিরে নাকো কখনে!
মোহিছ তাহার চিত কোন মায়া সৃজনে?

ছত্র ধরে ন্যগ্রোধতো সর্ব্বক্ষণ রয়েছে
অমিল মৃদুল বায়
শীতলিছে তব কায়,
স্রোতস্বতী মহাসুখে জয়গান গাহিছে
মঠগুলি জনগণে জয়বার্ত্তা ঘোষিছে।

কি জানিব তব কথা আমি ক্ষুদ্র পরানি
করদেব কৃপা মোরে
বল বল অভাগারে
কোথায় রয়েছে মম অভাগিনী জননী,
পাসরিয়া স্নেহ, হায় অয়স্কান্ত পরাণী?

কৈ মা আমার

কোথায় খুঁজিব হায় কই মা আমার
কে দিবে সে সমাচার
পাব নাকি আরবার,
হেরিবারে স্নেহমাখা মূরতি তাঁহার?

মা বিনা হয়েছে মোর অন্তর পাগল?
বল তরু বল লতা
মা আমার আছে কোথা
কোথা তাঁর দেখা পেয়ে হইব শীতল?

কত দেশে বিহঙ্গরে করহ গমন
বলহ আমায় ডাকি
মায়ে কি এসেছ দেখি
কোথায় কেমন ভাবে করেন যাপন?

যদি তাঁরে পথে দেখ শুনে যাও কথা
না বলিও কথাটি মোর
"কাঁদিছে সন্তান তোর"
বারেক ঘুচায় যেন আসি মোর ব্যথা।

সদাগতি! সর্ব্বস্থানে গমন তোমার
ধরিছে তোমার পায়
বল বারেক আমায়
দেখেছ কি জননীরে কোথা অভাগার?

বল বল একবার কুসুম সকল?
হৃদয়ের তমোনাশী
কোথা পেলে হেন হাসি
এ হাসিতো হেরি মার হাসি সমতুল!

হেরিয়াছে জননীরে বল কোন স্থানে;
বারেক দেখাও মোরে,
কৃপা কর অভাগারে,
প্রদানিব তোমাদিগে দেবতা চরণে।

কোথা যাও স্রোতস্বতি! দাঁড়াও দাঁড়াও,
দাঁড়াও করুণা করে,
অশ্রুবারি তব তরে
রেখেছি যতন করি তাই লয়ে যাও;

প্রতি উপকার পেতে বাসনা আমার
এসেছ ক' দেশ দিয়ে
দেখেছ কি মোর মায়ে?
বল দেখি কোথা গেলে দেখা পাব তাঁর?

যদি পথে কোন স্থানে করহ দর্শন
বলিও মায়েরে মোর
"অভাগা সন্তান তোর
তোর তবে মম কূলে করিছে রোদন।"

জলধর! জানি আমি জীবন তোমার
পর উপকার তরে,
স্বীয় দেহ দান করে
করিয়াছ মহীতলে মাহাত্ম্য বিস্তার।

স্বর্গ মর্ত্ত্য, রসাতলে অবারিত দ্বার
নাহি কোন স্থানে মানা
সব তব আছে জানা
বলিতে কি পার মোর মার সমাচার?

শশধর, জগতের সুখের নিদান,
তুমি যত সুরগণে
তুষিয়াছ দেহদানে
তোমার প্রসাদে তাঁরা সদা বলীয়ান।

তব করে সকলের জুড়ায় জীবন
পশু পাখী আদি যত
সবে তব অনুরত,
ঈশানের ভালদেশে কর অবস্থান।

সংসারেতে যত কার্য্য ঘটে নিরন্তর
সকলি তোমার জ্ঞাত
বল মোরে নিশানাথ,
কোথায় লুকায়ে আছে জননী আমার?

অম্বর ভূষণ ওহে নক্ষত্র নিচয়!
তমোভ্রান্ত পান্থ জনে.
কৃপাকণা বিতরণে
বিখ্যাত তোমরা সবে সমগ্র ধরায়।

করহ' আমায় কৃপা তোমরা সকলে
আমি বড় অভাগিয়া,
গেছে মোরে তেথাগিয়া
জননী আমার কোথা দেও মোরে বলে?

কইরে কেহ তো হায় দেয় নাকো সারা!
ভাবে কি পাগল মোরে,
তাই সারা নাহি করে!
পাগলে কি দয়া কভু নাহি করে তারা।

চাহিনা তাদের দয়া অনুগ্রহ আর,
কি কাজ তাদেরে ডেকে
কাজ নাই মাকে দেখে
ডাকিব, বাসিব ভাল সে নাম তাঁহার।

বুঝেছি যে ধামে তুমি করেছ গমন
তথা বিরাজিত সুখ,
সংসারের জ্বালাদুঃখ
প্রবেশ করিতে নাহি পারে কদাচন।

নাহি তথা জরামৃত্যু নাহি শোক, ভয়,
নাহি তথা অসন্তোষ,
ঈর্ষা, দ্বেষ, মিথ্যা, রোষ,
পাপ, প্রলোভন আদি নাহি তথা রয়।

নিত্যসুখ চিরদিন তথা বিরাজিত
অমর কিঙ্করী যত
সেবে তোমা বিধিমত
সুখময় ঋতুরাজ রয়েছে সতত।

ডাকিব না কভু, তোমা আসিতে অবনী,
মম ক্ষণসুখ তরে
অপবিত্র করিবারে
কেন এ অপূত স্থানে আনিব জানি?

জ্বলেছি, জ্বলিছি, আর জ্বলিবগো পরে
তাতে নাহি করি ভয়,
তুচ্ছ সেই কষ্টচয়,
সয়েছি, সহিছি মাগো সব অকাতরে।

যবে জীবলীলা অন্তে ত্যজিব ধরণী
শুইব তোমার বুকে
মাথা রাখি মনসুখে
করো কোলে সেই কালে নন্দনে জননি?

অশ্রু সম্বন্ধে মতামত

আমরা ইহার আদ্যোপান্তে পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি। মধ্যে২ উচ্ছ্বাস চিত্তস্পর্শী। উচ্চভাবের প্রচুর সমাবেশ আছে। সময় সময় মানব মনে হর্ষ শোকাদি নানা ভাবের আবির্ভাব হয়, যিনি ভাষার তাহা ব্যক্ত করিয়া অন্যের মনে সেই ভাবের আবির্ভাব করিতে সমর্থ তিনিই প্রকৃত কবি। অশ্রুতে মোহিনী মোহনের সেই কবিত্ব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি নবীন কবি নিয়ত সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করিয়া মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করুন।

ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৫

বসুমতী।

বিয়োগী বন্ধু

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত।

সময় পাইলে,

যতনে করিব কর্ম্ম, কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে।

না করিব লাজ ভয়, নিস্ফল হইলে।

ঠনঠনিয়া, ৩৭নং ....

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র ....

জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩ সাল।

মূল্য দুই আনা মাত্র।

বিয়োগী বন্ধু

(১)

লোহিত অম্বরে সাজি ঊষা বিনোদিনী
উদিলা উদয়াচলেঃ
আপনার রূপ বলে,
নাশিলা তিমির ঘোর, মধুর হাসিনী।

(২)

জাগিল জগৎ, লয়ে যত জীবগণ;
নিদ্রার কুহক ত্যজি
সংসারের ভোজবাজী
মায়াময় কাজে, পুনঃ হইল মগন।

(৩)

সবাই হরষ চিত্ত, প্রফুল্লিত মন।
অভাগা কেবল আমি,
দুখে, পথে পথে ভ্রমি
শশাঙ্ক বিহীন করি হৃদয় গগন।

(৪)

আর কি তাহার পুনঃ পাব দরশন?
এতদিন যার সনে,
কি অশনে, কি শয়নে
জীবন দোসর ক'রে মজেছিল মন।

(৫)

প্রকাশিলা পূর্ব্বদিকে দেব দিবাকর,
উজ্জ্বল করিলা বিশ্ব,
সুদৃশ্য হইল দৃশ্য,
হাসিলা প্রকৃতি সতী বিকাসি অধর।

(৬)

কেবল আমার মনে মলিনতা রহিল,
মনের আঁধার হায়,
রহিল পূর্ব্বের ন্যায়,
তপন কিরণে কিছু ঘুচাতে না পারিল।

(৭)

স্বপনেও কভু, করি নাই দরশন;
আমারে একাকী ফেলে
শোক-সাগরের জলে
সখা মোর চিরতরে করিবে গমন!

(৮)

হা দেব বিধাতঃ। একি বিধি হে তোমার,
আশালতা মুকুলিত,
না হইতে প্রস্ফুটিত,
কালের কুঠারে মূল কাটিলে তাহার!

(৯)

শুনেছি, শমন! নাকি তুমি ধর্ম্মরাজ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুবিচার
সকলি তোমার ভাব;
স্বমতে শাসন কর শরীরী সমাজ?

(১০)

এই কি প্রমাণ তার, দেখি চমৎকার?
অথবা জানাতে বল,
অকালে প্রকাশি বল;
মধ্যাহ্ন না হ'তে রবি দিলে অস্তাগার।

(১১)

নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, তুই পামর প্রধান,
পিশাচের সম রীতি,
কিবা দিবা, কিবা রাতি,
হিংসিতে জগত-জীবে সদা অনুষ্ঠান।

(১২)

কে তোরে বলে রে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নিকেতন?
রচনা, দশন যার
আস্বাদে রুধির ধার,
অস্থি মাংস চিবাইতে রত অনুক্ষণ।

(১৩)

হা ধিক্ পামর, আর বলিব কি তোরে,
সতত অধর্ম্মে রত,
হিংস্র জীবে অবিরত,
মোর মত কর নিত্য কত শত নরে।

(১৪)

সরলতা ধরে শিশু, মানস মোহন;
অকালে আশ্রয় তার;
হরে নিস্ দুরাচার
অবলা বালারে দিস কতই যন্ত্রণা।

(১৫)

নব কুসুমিতা লতা সমান ললনা;
অকালে আশ্রয় তার;
হরে নিস দুরাচার
অবলা বালারে দিস কতই যন্ত্রণা।

(১৬)

শৈশব সময়ে, জ্ঞান না হতে সঞ্চার;
পিতৃ মাতৃহীন করে
কাঁদাস্ কত কুমারে,
দেখাস্ কেমনে হয় আলোকে আঁধার।

(১৭)

কত যুবা এ সংসারে প্রথম প্রবেশী;
বণিতা জীবনতারা
প্রণয় প্রতিমা হারা
তোমার কুহকে তারা গৃহস্থে উদাসী।

(১৮)

দুরাচার, অত্যাচার কব তোর কত,
এ সংসারে সকলেই;
হেন জন কেহ নাই
তোর যাতনায় যেনা হয়েছে বিব্রত।

(১৯)

রে কাল! দুর্ম্মতি দুরাশয় দুরাচার,
না হইতে পৌর্ণমাসী
আমার হৃদয়-শশী
অকালে গ্রাসিলি রাহু করে অন্ধকার।

(২০)

সদা সে বন্ধুর মূর্ত্তি পড়িতেছে মনে;
সরলতা বিরাজিত,
মুখ পদ্ম বিকশিত
মৃদু মৃদু হাস্য যেন শোভিছে বদনে।

(২১)

কভু সে শ্যামল মূর্ত্তি পারি কি ভুলিতে?
যেখানে সেখানে যাই,
যেন দেখিবারে পাই
মোহিনী-মোহন-মূর্ত্তি ঠিক সমুখেতে।

(২২)

স্মৃতি, মোরে জ্বালাতন করে বারে বার;
ভুলিতে বাসনা করি,
কিছুতেই নাহি পারি,
মোহন-মুরতি মনে জাগে অনিবার।

(২৩)

সখা কি আমার সনে করিতেছ ছল?
এই দেখি আর নাই—
কত খুঁজি, নাহি পাই—
আবার ক্ষণেক পরে দেখি অবিকল!

(২৪)

পাপ পুরী পরিহরি (অনিত্য সংসার)
পরিহরি মায়ামোহ,
পেয়েছ হে নিত্য দেহ,
অমর ভুবনে গিয়ে অমর আকার।

(২৫)

তাই কি হে দেখা দিতে কত এত ভয়?
পবিত্র শরীর এবে
পরশে অশুচি হবে,
অন্তরে অন্তরে তাই হও কি উদয়?

(২৬)

হায়, আমি একেবারে হয়েছি কেমন,
কোথায় সে বন্ধু মোর?
কবে সে রতনে, চোর
হৃদয়-ভাণ্ডার হতে করেছে হরণ।

(২৭)

দুরন্ত কৃতান্ত যারে করিয়াছে গ্রাস,
এ হেন প্রাণের সখা;
আর কি রে দিবে দেখা
যুগ যুগান্তরো পরে? — হয় না বিশ্বাস!

(২৮)

পাসরিতে শোকানল শীতল বাতাসে,
চলিলাম বাহিরেতে ভ্রমণের আশে।
বন্ধুর বিষয় যত
মনে পড়ে অবিরত,
জ্বলে তত হত চিত, বিরহ হুতাশে!

(২৯)

ধীরে রবি, অস্তাচলে করিছে গমন;
প্রতাপ পূর্ব্বের মত;
সকল হয়েছে হত;
ক্ষীণ করে অন্ধকারে হতেছে পতন।

(৩০)

কিছুক্ষণ পরে হবে সকল্প আঁধার,
কোথা হতে কোথা যাবে,
চিহ্ন কিছু নাহি রবে।
মোর মত দশা পাবে কশ্যপ-কুমার।

(৩১)

কিন্তু, হায়, পুনঃ রবি দিবে দরশন;
উদিয়া উদয়াচলে,
পুনঃ নিজ তেজোবলে
জগতের অন্ধকার করিবে হরণ।

(৩২)

আমার হৃদয় রবি, চির অন্ধকারে
জনমের মত, হায়,
মগন করেছে কায়;
পুনঃ কি এ পোড়া আঁখি দেখিবে তাহারে?

(৩৩)

চারিদিকে ফুটিয়াছে কুসুম নিচয়,
গন্ধ বহ গন্ধ বহে;
সবাই প্রফুল্ল তাহে,
বন্ধু বিনে মোর দেহে লাগে বিষময়।

(৩৪)

ওই সেই সম্মুখেতে বন্ধুর আলয়;
দ্বিতল সুন্দর ঘর
দেখি অতি মনোহর;
চারিদিকে ধবল প্রাচীর শোভাময়।

(৩৫)

একদিন কত শোভা ছিল রে ইহার
বন্ধু যবে বেঁচে ছিল।
সে সুষমা ফুরাইল;
বন্ধুরি আলয় এবে যেন যমাগার।

(৩৬)

নীরব সখার শোকে রবিত ভবন;
বিহঙ্গ পালালে উড়ে
খালি খাঁচা থাকে পড়ে
অযতনে একধারে নীরবে যেমন।

(৩৭)

কম্পিত কেন রে আজি হতেছে হৃদয়?
আসিতে এদিক পানে
ধারা বহে দুনয়নে;
পুরী প্রবেশিতে মনে ভয়ের উদয়?

(৩৮)

উপনীত হইলাম সখার আবাসে;
প্রবেশিতে পুরদ্বারে,
অন্তরে আশঙ্কা করে;
চমকি উঠিল হিয়া, যেন রে তরাশে।

(৩৯)

দেখিলাম সম্মুখের সুদীর্ঘ উঠান,
শোভাময় ছিল যাহা,
জঙ্গলে পূরেছে তাহা,
বন্ধু সহ হইয়াছে সব অন্তর্দ্ধান।

(৪০)

শমন, ভোজন-গৃহ, বসিবার স্থান
একে একে দেখি সব,
নির্ম্মনুষ্য, নাহি রব,
চাম্‌চিকা, বাদুড়ের হয়েছে বাতান।

(৪১)

ভালবাসা, সখার ভারত রামায়ণ—
দেখিলাম এক ধারে
পড়ে আছে স্তূপাকারে,
কীটে কাটে, পচে যায়, কে করে যতন?

(৪২)
সহসা বাজিল কানে রোদনের স্বর!
চমকি উঠিল হিয়া,
চলিলাম বাহুড়িয়া;
দেখিতে কে কাঁদে কোথা, পশি গৃহান্তর!

(৪৩)
দেখিলাম শুভ্রকেশা, গলিতদশনা,
যষ্টি বিনা দেহভার,
অচল হয়েছে যাঁর,
কৃতান্ত জীয়ন্তে তাঁরে দিতেছে যাতনা!

(৪৪)
সরলা কোমলা বালা দেখিলাম পাশে
দেহ দগ্ধ পুষ্প প্রায়,
ভূমে গড়াগড়ি যায়,
প্রবল প্রবাহ আঁখি ধরেছে হতাশে!

(৪৫)
ও আবার নীরবে কে করিছে রোদন?
জনক সমান যত্নে;
যে আমার সখা রত্নে,
করেছিল এতদিন লালন পালন!

(৪৬)
ওই কি সে? দেখিতেছি এখন যে জন—
মলিন, পাগলবেশ,
ছিন্ন ভিন্ন-রুক্ষ-কেশ
নীরবে নয়নে ধারা ঝরে অনুক্ষণ।

(৪৭)
হায়! সখা কেন হলে কঠিন এমন?
শোক সাগরের জলে,
কেমনে এসবে ফেলে,
অনাসে নিশ্চিন্তে ভুলে আছ সর্ব্বক্ষণ?

(৪৮)

মহূর্ত্ত বাঁচিতে আশা নাহি মোর আর।
সতত বাসনা মনে;
মিশি গিয়া দুই জনে,
চরমে পরম পথে সহিতে তোমার।

(৪৯)

কেঁদোনা গো কর সবে শোক সম্বরণ।
কাদিলে কি দেখা তার
পাবে আর পুনর্ব্বার?
পাবে না পাবে না কভু থাকিতে জীবন।

(৫০)

সংসারে সবাই এই নিয়ম অধীন।
কারে কালে আগে ধরে,
কেহ বা পশ্চাতে মরে;
এড়াতে কেহনা পারে আসিলে সেদিন।

(৫১)

অতীত চিন্তনে কিছু নাহি ফলোদয়।
মায়াময় এ সংসার,
সুধু ভোজবাজী সার;
মায়া ছাড়াইলে আর কেহ কারো নয়।

সম্পূর্ণ।

কবি পরিচিতি

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণ গাঁয়ে ১৮৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষা সমাপনান্তে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস্.সি. ও জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। হায়দরাবাদে থাকাকালে তিনি নিজাম কলেজের বহু উন্নতি করেন। তাঁর কন্যা হলেন প্রখ্যাত সরোজিনী নাইডু। কন্যা সরোজিনী যেমন কবি প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন তেমনি পিতা অঘোরনাথও যে কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন 'বিয়োগী বন্ধু' কাব্যটি তার প্রমাণ।

সূত্র : বাংলা বিশ্বকোষ (ঢাকা) ১ম খণ্ড। পৃ:৮।

ভূমিকা

কবিতা রচনার আমার এই প্রথম উদ্যম। এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে সহস্র দোষ দর্শন হইতে পারে, এবং কবিতা লালিত্যের নিমিত্ত সহস্র বিষয়ের বর্ণনাও আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু এই অল্পবুদ্ধি, প্রথম উদ্যমকারী হইতে – ইহা অপেক্ষা অধিক আশা করা যায় না। ইহাতে নির্ভর করিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ইহা মহামতি পাঠকগণের উদার হস্তে কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হইলেই আমার সাধ্যানুযায়ী শ্রমের ফল লাভ করিব ও উৎসাহ সোপানে পদার্পণ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোলাপ রহমন এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় সমাপন করিয়াছেন। আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী আঢ্য ইহা প্রকাশিত করতে যৎপরোনাস্তি শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইতি—

সন ১২৮০ সাল। রমানাথ লাহা

উৎসর্গ

নমি আমি গুরু পদে প্রসাদে যাঁহার;
ঘুচিয়া অজ্ঞান তমঃ — কিরণ অপার।
বিতরিছে জ্ঞান রবি হৃদয় আকাশে,
থাকি সদা সম ভাবে, অধীনের পাশে।
যিনি উপদেশ হল নিজকরে ধরে;
কর্ষণ করেছে অতি সযতন করে।
অনুর্ব্বরা এই ক্ষেত্র - মানস আমার—
নমি আমি ভক্তি ভাবে চরণে তাঁহার।
যিনি রোপিয়াছে ক্ষেত্রে জ্ঞান বৃক্ষবিজ,
সিঞ্চিয়াছে ভক্তিবারি করে সমুচিত
যত্ন - বিচোপরে সদা হর্ষোৎফুল্ল মনে;
উৎপাটিত করিয়াছে যিনি সমতনে
অজ্ঞান কণ্টক যত ক্ষেত্রখানি হ'তে;
রক্ষণ করেছে যিনি সদা কত মতে।
হে গুরো! রোপিত তব যে মানস ক্ষেত্রে
সেই জ্ঞান বৃক্ষ আজি — দেখিলাম নেত্রে
উৎপাদন করিয়াছে এই নব ফল,
"অনাথের বিলাপ" যার সদা নাম বল;
সমতনে আমি গুরো — করিয়া চয়ন;
সে ফলে করিয়া এবে মস্তকে ধারণ
অর্পিলাম ভক্তিভাবে তোমার চরণে;
গ্রহণ করুন গুরো কৃপা দরশনে।
যদিও নিরস ফল বৃক্ষ — উৎপাদক
হে গুরো! তত্রাপি - (যথা উদ্যান পালক
হেরিয়া প্রসূতা নব রোপিত তরীষে —
দীন ভেবে সুপ্রভাত - আনন্দ তরীষে)
ভবানপি তথা গুরো নবফলে হেরে
আনন্দিত হইবেন, হেন আশা করে
অর্পিলাম ফল ল'য়ে চরণে তোমার
আশিস করুন -- গুরো — করি নমস্কার।

একান্ত বশম্বদস্য
শ্রী রমানাথ লাহা।

অনাথের বিলাপ

বিলাপাধ্যায়।

১

হায় বিধি! আজি কেন হৃদি মোর কাঁদিল।
নাহি পারি কহিবারে কেন হেন হইল!
হায় বিধি প্রাণ যায়! ঠেকিলাম একি দায়,
সহসা এমন কেন হৃদি মোর কাঁদিল;
সহসা এজন মন, কেন হল উচাটন?
কোন অমঙ্গল বুঝি পুনরায় ঘটিল।
কাহাকে কহিব কথা, প্রকাশিয়া মন ব্যথা—
হায় হায় কেন আজি প্রাণ মম দহিল।
মনে হেন হয় মম, বুঝি পুনঃ দুঃখ তম,
আসিয়া হৃদয়াকাশে ক্রমে ক্রমে উদিল।
হায় বিধি প্রাণ যায়। ঠেকিলাম ঘোর দায়;
সহসা আসিয়া দুঃখ পুনঃ মন ঢাকিল।
কেন হেন কুলক্ষণ, করি আজি নিরীক্ষণ
কেন প্রভু, আজি মম বাম আঁখি নাচিল?
দীন হীন দীন ত্রাতা, নহে প্রভু জগৎত্রাতা
কিবা অমঙ্গল আজি ঘটাইলে ঘটিল?
শোক আদি যত ব্যাধি, সহিতেছি নিরবধি
তবুও কি মনে মম সুখ কভু নহিল,
হায় বিধি আজি কেন হৃদি মোর কাঁদিল!
নাহি পারি কহিবারে কেন হেন হইল!

২

আকালে কৃতান্ত আসি জনকেরে নাশিল।
কৃতান্ত দুরন্ত অতি, অতিশয় ক্রূরমতি
দুঃখ দিয়ে জনকেরে অকালেতে বধিল।

অতি সাধ ছিল মনে, পুজিবারে পিতৃধনে
সে সাধে সাধিয়া বাদ কালে পিতা হরিল।
ঘোর দুঃখ সহিবারে, প্রাণ এই প্রাণাধারে
জনমের মত তবু ত্যজ্য নাহি করিল।
হায় হায় প্রাণ দায়! এ দুঃখ কহিব কায়
স্মরণে এ সব কথা মরম যে ব্যথিল!
এ দুঃখ না প্রাণে সয়, পাষাণ বিদীর্ণ হয়
কিন্তু এই হতভাগ্য প্রাণে নাহি মরিল।
লোকে বলে ধরাধাম, সুখে পূর্ণ অবিরাম
কিন্তু মরে ভূমণ্ডল শেল তুল্য বাজিল।
দুঃখ সহিবারে বিধি, হায় আমি নিরবধি
রহিলাম পৃথ্বী মাঝে মরণ না হইল।
সহসা এ জন মন, কেন হ'ল উচাটন
কোন অমঙ্গল বুঝি পুনরায় ঘটিল
হায় বিধি! আজি কেন হৃদি মোর কাঁদিল!
নাহি পারি কহিবারে কেন হেন হইল!

৩

সংসারেতে থাকি, যবে অতি মধুময় রবে,
"বাছা বাছা" বলে যবে অভাগারে ডাকিত
তখন যে কত মম, ঘুচিয়া দুঃখের তম,
আনন্দ প্রহরি মন - সাগরেতে উদিত।
যখন অন্যায় লাগি; হইয়া দুরন্ত রাগী;
"দাও" বলিতাম, কিন্তু সব তুচ্ছ হইত;
তখন লইয়া মোরে, কত বস্তু দিয়া করে,
অভাগারে ধীরে ধীরে, শান্তি দান করিত।
আহা! হেন জনকেরে, যম আসি নাশিল,
কোন অমঙ্গল বুঝি, পুনঃ আজি ঘটিল।
হেন মম জনকেরে, আর কিরে দেখিব,
আর কি দুরন্ত রাগে, তাঁর কাছে কাঁদিব?

৪

ওরে নিদারুণ যম এই কিরে করম?
বধিয়া পিতাকে মোর; করিয়া সুখের ভোর,
রাখিলি পিতাকে বধে; আপনার ধরম?
নাহিক দয়ার লেশ, পর সুখে সদা দ্বেষ,
তোর কিরে কাজ সদা, আনিবারে চরম?
বধিলি পিতাকে ওরে, অকালে ধরিয়া করে,
যাহাতে আমার অতি ব্যথিল রে মরম।
ওরে নিদারুণ যম এই কিরে করম?
রাখিলি পিতাকে বধে, আপনার ধরম?

৫

ওরে রে কার্ত্তিকে ঝড়, কেন তুই ধরাতে।
কালান্তের কালকেতু, সম অনর্থের হেতু;
আগমন করিলিলে, অভাগারে মজাতে?
তুই কি শিক্ষক যত; -- পিতাকে করিতে হত,
আসিলিরে ধরা মাঝে, যমরাজে পরাতে?
তোর কি এমন কাজ; কেন নাহি ইন্দ্রবাজ,
পরেছিল জন্মকালে তোর শ্রেষ্ঠ শিরাতে।
কেন তোরে পরমেশ, আহরিলে বেস বেশ;
নির্ম্মাইল বসে বসে; ভূমণ্ডলে কাঁদাতে!
সে দিনে কি কোন তার, দিবাভাগ কাটাতে!
তাই কিরে এক ধ্যানে, অতি নিবেশিত মনে
করেছিল তোরে; এই ধরাধামে পাঠাতে।
মোহিনী প্রকৃতি সতী, করি তার কি দুর্গতি,
লণ্ড ভণ্ড করিলিরে, অঙ্গোজ্জ্বল ভূষণ!
কাব্য প্রীয় কবিগণ, যারে দেখি অনুক্ষণ,
যশ লভে কাব্য লিখি, নিজ মন মতন।
যা হোক সহসা আসি, নাশিলিরে জীব রাশি,
রজনী মাঝেতে সবে, ধরাশয্যা লইল।

কত শত বৃক্ষশ্রেণী, করে মড় মড় ধ্বনি;
সমূলে নির্ম্মূল সবে, ধরাশায়ী হইল!
আমাদের গৃহ মাঝে, যাহা ছিল দিব্য সাজে,
সেও তোর প্রবলেতে, ধরাতলে পরিল।
সেই সব বৃক্ষগণে, তোর নিশা অবসানে;
উচ্ছেদিতে গিয়া পিতা, নিমাঞ্জলি কাটিল।
সেই হেতু হেতু করে, যমে পিতা নাশিল,
কোন অমঙ্গল বুঝি, পুনঃ আজি ঘটিল।
ওরে রে কার্ত্তিকে ঝড়, কেন তুই ধরাতে
আগমন করিলিরে, অভাগারে মজাতে?
তোর হেতু হেতু পেয়ে যমে পিতা নাশিল,
যাঁহার স্মরণে মোর, মরম যে ব্যথিল।

৬

বৎসরেক পরে মোরে, রোগ আসি, ব্যাপিল,
তাহাতে মরণ যেন, সুখপ্রদ হইল।
তখন মরিতে মম, অতিশয় বাসনা;
সে আশা সফল মম, কোন মতে হলনা।
দুর্ভাগার অসময়, সখা কেহ নয়নে;
যমেরে ডাকিলে সেও, ফিরে নাহি চায় রে।
বিধি যারে হন বাম, তার দুঃখ অবিরাম,
ধরা মাঝে, তার সুখ, কোথাও না হয়রে।
বিধি যারে অনুকূল, অগাধ সাগরকূল;
তার কাছে ভৃত্য ভাবে, সদা বাঁধা রয় রে।
দুর্ভাগার সনে কেহ, কথা নাহি কয় রে,
দুর্ভাগার মন মাঝে, সদা জাগে ভয়রে।
কোন্ কালে কিবিপাদ, হয় তার পতন;
এই জর জর তার, ম্লান হয় বদন।
রোগ কালে করি যমে, স্তুতি কত মতন,
সম্বোধি যমেরে বলে; "আয় আয়" বচন।

তবুও নির্দ্দয় যম, পাষাণ হৃদয় সম,
দিলে না দিলে না দেখা, অগাগর সনেতে।
হায় হায় কব কায়, বুকসে ফাটিয়া যায়;
ওরে বিধি এই কিরে, ছিল তোর মনেতে!
এই রূপে তিন মাস, শয্যাগত শয়নে,
বৃদ্ধি পায় আশালতা, মন ক্ষেত্রে রোপণে।
তদ্‌পরে অভাগার, রোগ হল সান্ত্বনা,
সে রোগেও দুর্ভাগার; কাল শয্যা হল না!
দুর্ভাগার দুঃখকালে, সখা কেহ নয়রে,
যমেরে ডাকিলে সেও, ফিরে নাহি চায় রে!
সে সময় কালশয্যা কেন নাহি হইল;
কোন অমঙ্গল বুঝি পুনরায় ঘটিল।

৭

তৃতীয় বৎসরে পৃথ্বে দিন এক আসিল,
যাহাকে সুখের দিনে সকলেতে কহিল।
যে দিনে যুবকগণে, হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে সনে,
সুখের সাগরে ভাসি, আমোদাদি করেরে,
যে দিনে তরুণীগণে, নবপতি বরেরে
সেইদিন ক্রমে ক্রমে উপনিত ধরাধামে,
দীন হীন নিরুপায়, অভাগারে মজাতে।
হায় বিধি! হেন দিন, পাঠালিরে ধরাতে?
অতিশয় চিন্তি মন, (সংসার কুটিল বন)
প্রতিজ্ঞা করিল পৃথ্বে জায়া নাহি বরিব;
সংসার ত্যজিয়া এবে বনবাসী হইব।
হায় হায় প্রাণ যায় — পূর্ণ নাহি সে আশায়
করিল - ঈশ্বর কৃপা, দরশিয়া আমাতে;
বজ্রাঘাতে সম যেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাল বোধে,
কহিল আমারে — দ্বার পরিগ্রহ করিতে;
চাহিনু জীবনে তাতে, জীবনেরে ত্যজিতে।

কি কর বিধির কল, অবশ্য অদৃষ্ট ফল,
ফলিবেক ধরা মাঝে, যাহা আছে লিখন –
কেন নাহি হয়েছিল সে সময় মরণ!
সেই হেতু পিতা সম, গুণবান ভ্রাতা মম;
না শুনিয়া মম কথা, পরিণয় দিইল
হায় বিধি! কেবা হেন অদৃষ্টেতে লিখিল?
যদি বা বিবাহ হল, ফলিল অদৃষ্ট ফল;
কিন্তু মম প্রিয়তম! মন মত নহিল;
কে হেন দুর্দৈব মম, অদৃষ্টেতে লিখিল।
কি কব অদৃষ্ট কথা স্মরণে মরম ব্যথা:
হায় বিধি! হেন লেখা হয় কিরে লিখিতে?
ধরিলি লেখনী কিরে; অভাগারে বধিতে?
হায়! অদৃষ্টেতে কেন হেন দেখা হইল!
কোন অমঙ্গল বুঝি, পুনঃ আজি ঘটিল!

৮

চতুর্থ বর্ষেতে শুন, রোগ এক আসি পুনঃ
ভীষণ দশন দ্বারা, অভাগারে ধরিল!
হায় সখা! কেন হেন রোগ বিধি গড়িল?
কি দোষেতে দোষী আমি, ওহে জগতের স্বামি,
কি দোষ করিনু এবে, তব এই চরণে?
সদা ক্লেশ হানিতেছ কেন হেন ধরণে?
বালকে বালক প্রায়, দীন হীন নিরুপায়,
ক্ষমা কর – দীননাথ নিজ ক্ষমা গুণেতে —
আর নাহি সহে – নাথ, এত দুঃখ প্রাণেতে!
অনুমান করে মন, হে নরদুর্লভ ধন,
প্রতি চক্রে নব নব, অমঙ্গল আসিবে,
অভাগারে পুনঃ পুনঃ, নব ক্লেশ হানিবে।
হায় হায় প্রাণ যায়; এ দুঃখ কহিব কায়,
স্মরণে এসব কথা, মরম যে ব্যথিল;

এত দুঃখ সহে তবু প্রাণ কেন রহিল!
রাজধানী কলিকাতা, বেলি বৈদ্য সুশোভিতা,
যাঁহা হতে অভাগার প্রাণ রক্ষা হইল;
চিকিৎসা প্রভাব যাঁর, আর্য্যাবর্ত্তে রহিল,
সারজারী কোষ যিনি, অতিশয় গুণমণি,
সেইজন অভাগার রোগ শান্তি করিল,
অভাগার শান্তি হেতু কত অস্ত্র ধরিল।
ধন্য ধন্য বেলি তুমি, আসি এই বঙ্গভূমি,
কতজনে প্রাণ দানে, যশ কীর্ত্তি স্থাপিলে,
বঙ্গবাসীদের কত উপকার সাধিলে।
কিন্তু ওহে কবিরাজ, — না করিলে ভাল কাজ,
এই অভাজন জনে, শান্তি দান করিয়ে
হায় বিধি! কিবা ফল এ জীবনে রাখিয়ে!
হায় হায় প্রাণ যায়! ঠেকিলাম একি দায়,
স্মরণে এসব কথা, হৃদয় যে দহিল!
এখন দেহেতে কেন প্রাণ মম রহিল।
হায় অদৃষ্টেতে কেন হেন লেখা লিখিল
কোন অমঙ্গল বুঝি পুনঃ আজি ঘটিল!
সহসা এমন কেন হৃদি মোর কাঁদিল!
নাহি পারি কহিবারে, কেন হেন হইল!

৯

পঞ্চম বর্ষেতে হায়! কি ঘটনা ঘটিল
কহিতে না পারি যেন হৃদে শেল বিঁধিল।
সে ঘটনা কহিবারে যেই ইচ্ছা হয়রে,
বাগেশ্বরী দ্বারা অম্নি বাক হয় লয়রে!
কি কুক্ষণে সে রজনী হয়েছিল প্রভাত
এসেছিল করিবারে অভাগারে অনাথ।
শোক প্রকাশিনী বাকে অবরোধ দেখিয়া;
মনে হয় প্রকাশিব লেখনীতে লিখিয়া।

তবুও কি সে ঘটনা — প্রকাশিয়া লিখিতে;
পারি কভু ধরামাঝে এ জীবন থাকিতে
লেখনী ধারণ মাত্র নয়নাম্বু বয় রে।
সমাদ্রিত অশ্রু জলে পৃথ্বি বুঝি হয়রে!
অশ্রু পূর্ণ দরশনে দেখিতে না পাইরে!
লেখনী চলে না যত চালাইতে চাইরে!
হায় নিদারুণ বিধি! কেন হেন করিলি।
জনমের মত এই অভাগারে সারিলি?
কেন হেন নিদারুণ শিবে বজ্র হানিলি;
কি দোষেতে দোষী দেখি, এত কষ্ট দানিলি?

১০

ওরে শুধাকর — তোরে শুধাকর বলে কে,
বিষাকর বিষাধারে শুধাকর ধরে কে?
শুধা হেতু শুধাকর নাম তোরে সকলে,
দানিয়াছে ধরামাঝে মানবিয় মণ্ডলে।
সেই হেতু তোরে আজ শুধাকর নামেতে,
সম্বোধন করিতেছি এই ধরা ধামেতে।
তা না হলে কোন মতে শুধাকর বলেরে,
নাহি ডাকিতাম তোরে শোক সহ্য করেরে!
কোন জন বুদ্ধিহীন হেন নাম রেখেছে!
বিষাকর দিতে কেন শুধাকর দিয়েছে?
সবে বলে তোর রাজ্যে সুখী হয় সকলে;
আমি বলি সুখী কিরে হয় কেহ গরলে?
যে রাজ্যে সর্ব্বদা করে হলাহল উদ্গার;
সেই রাজ্যে চৌর্য্য ভয় জাগরুক সদারে;
তাতে প্রজা কভু কিরে থাকে সুখ বিহারে?
ওরে শুধাকর তোরে কেন হেন মতেতে;
দোষারোপ করিলাম জানিস, কিরে মনেতে?
অবশ্য জানিস্ তুই দোষারোপ কারণ,
ঘটে ছিল এ ঘটনা তো বইত সদন।

বোধ হয়ে মম পাশে তিরস্কৃত হইয়ে,
বলিবিনা মানবেরে প্রকাশিত করিয়ে।
কিন্তু ওরে এ ভাবনা মনে কভু ভেবনা
মনেতে ভেবেছ বুঝি আমি কারেও কব না?
এই যে লেখনী আমি হস্ত মাঝে লয়েছি;
তোর দোষ প্রকাশিতে সঙ্কল্পিত হয়েছি।
এবারেতে মানবেরা কর সবে শ্রবণ,
শুধাকরে দুষিবারে দোষারোপ কারণ।
'শুধাকর সমক্ষেতে চোরে' চুরি করেছে,
শুধাকর তারে নাহি নিবারিতে পেরেছে।
যে নৃপতি চৌর্য্য ভয় দূরিভূত করিতে
নাহি পারে কোন মতে নিজ রাজ্য হইতে;
ওহে নর! তাঁর রাজ্যে কেহ কিহে কখন;
পারে কভু সুখে কাল করিবারে যাপন?
শুধাকর রাজ্য মাঝে যম নামে তস্কর,
হরেছে অমূল্য নিধি পাওয়া অতি দুস্কর!
গুণবান সহোদরে দুষ্ট যম হরেছে
মোর পক্ষে ধরাখান সুখশুন্য করেছে।
একথা কহিতে মম হিয়া অতি ব্যথিল!
তিগু ধার শেলতুল্য হৃদে যেন বিঁধিল।
হায় বিধি! এ ঘটনা কেন তুই ঘটালি?
অভাগারে পৃথ্বি মাঝে এক কালে মজালি
লোকে তোরে ডাকে সদা দয়াময় নামেতে,
তাই বুঝি দুঃখ শেল মেলি মম হৃদেতে?
ঠিক তোরে দুরাচার ঠিক তোর কামেতে,
বজ্রাঘাত হোক তোর দয়াময় নামেতে,
ওরে বিধি, কেন তুই এ ঘটনা ঘটালি?
জনমের মত এই অভাগারে মজালি!
হায় হায় প্রাণ যায় হৃদি মম দহিছে;
কহিতে এসব কথা হৃদে শেল বিঁধিছে

হায় বিধি, আজি কেন হৃদি মোর কাঁদিল!
নাহি পারি কহিবারে কেন হেন হইল!

১১

চোরে চুরি করিবারে গৃহে সিঁধ কাটেরে,
মম চুরি করিবারে রোগ বাণ হানেরে!
নানা রোগ বাণে পূর্ণ তুমি এর বয়রে!
কাহার সাধ্যেতে বল সংখ্যা তার হয় রে!
তা হতে "ধনুষ্টঙ্কার" নিষ্কাশিত করিয়ে,
হেনে ছিল সহোদরে দুষ্ট সম আসিয়ে।
উক্ত নাম একবার শিক্ষকের সদনে
শুনিয়া ছিলাম আমি মম দুই শ্রবণে।
সে হেতু যখন আমি শুনিলাম গৃহেতে,
"সহোদর অভিভূত মমশ্রুত বাণেতে"
তখন আনন্দ বারি উথলিত মনেতে
অজানিত রোগে এবে পাব আমি দেখিতে
সে রোগের হাব ভাব দেখে আমি বিস্মিত
মানস মন্দিরে হ'ল হর্ষদেবী উদিত।

১২

কি রোগ কি রোগ হায় কি রোগ কি রোগ
জানি না জানি না কভু, এ রোগ কি রোগ।
হাড় ভাঙ্গা – হেন রোগ – এই ধরাসনে,
দেখিনি দেখিনি আমি কভু দরশনে।
এত যে বয়স মম হয়েছে যৌবন
দেখিনি দেখিনি কভু আমার নয়ন।
এই রোগ কষ্ট ভোগ দেয় কত নরে!
আহা আহা মরি মরি চো'লি থাকে ধরে।
এই রোগে অভিভূত হয় যেই নর,
কাল বর্ণ দেহ শীর্ণ ভাঙ্গা হয় স্বর।

নিদ্রাহার পরিহার হয় সদা তার;
চমকে চমকে উঠে বেঁকে যায় হাড়!
ধনুক আকার মত দেহ তার হয়;
মরি মরি কি যন্ত্রণা রোগী রোগে সয়।
মত্র বদ্ধ -- কোষ্ঠ সুদ্ধ নাহি কভু হয়;
জোলাপ হজম হয় সদা শ্বাস বয়।
বিকট আকার হয় দেখে লাগে ভয়
বাত বৃদ্ধি কালে রোগী কাঁপে থর থর।
সে কালে রোগীর বল হয় শতগুণ,
ধরিলে কাহার হাত ভেঙ্গে করে খুন।
এই রোগাক্রান্ত নরে দেখিলে নয়নে,
অমনি দানোর রূপ পরে যায় মনে।

স্বপ্নাধ্যায়

১

শোকে জর জর বারি ঝর ঝর,
ঝরিতে লাগিল নয়নে
স্মরিয়া স্মরণে, দুঃখ অগণনে,
লেখনী চলে না লেখনে।
দর দর দর বহে আঁখিনীর
হিমানী স্রোতের মতন।
হৃদে হায় হায় বেদন প্রভাস্য
শরব্য করেছে মদন
যেন প্রবাহিনী সাগর গামিনী
ব্রহ্মা কমণ্ডলু হইতে।
গণ্ড বয়ে বয়ে, আসে ধারা হয়ে,
শিবের জটায়ে মিলিতে।
যবে প্রবাহিনী নেত্রাম্বু ধারিণী,
হইল ভাটায় বিহারী,

তবে আঁখি রস পড়ে টস্ টস্
মুকুতা রূপিনী নিহারী।
লইয়া বসন, মুছিয়া বদন
নয়ন বিস্তারি দেখিনু
দেবী অপরূপ রূপ অপরূপ
মধুর মাধুরী হেরিনু।
মধুর চাউনি অপূর্ব্ব বিউনি,
করেতে করিয়া কামিনী
দাঁড়ায়ে সম্মুখে মধু ছোটে মুখে
অপূর্ব্ব মধুর ভাষিণী।
রূপ অনুপমা নারে রে উপমা;
জননী হৃদয় ধারিণী,
শুনিনু পুনঃ রে, "আয়রে আয়রে"
বদনে বলিছে কামিনী।

২

ক্ষণেক থমকে, বলিল আমাকে —
ওরে বাছাধন করো না রোদন,
কর কর বাপু, ধৈরয ধারণ,
রবে না কুদিন, হইবে সুদিন
রবে না রবে না রবে না এদিন
ওরে বাছাধন করো না রোদন,
কর কর বাপু ধৈরয ধারণ;
আয়রে "মা" বলে, করি তোরে কোলে,
আয়রে আয়রে আয়রে বিরলে;
কেঁদনা কেঁদনা এ দিন রবে না,
হৃদয় তোমার অসুখে হবে না;
আয় বাছাধন, করো না রোদন
অসুখ ত্যজিয়ে আমার সদন
আয়রে রতন, আঁধলার ধন;
আসিয়া কররে কোলেতে শয়ন;

যাবে দুঃখ নিশি হেসে সুখ কাশি
উদিত হইবে গগনেতে আমি;
তব সুখ তারা, সহ সুখ তারা
আসিয়া ক্রমেতে উদিবে তাহারা;
তোমার বিমল, বদন কমল,
তখন হাসিবে হবে ঢল ঢল
হবে ঢল ঢল সরোজ কমল
সদৃশ তোমার বদন কমল—
আয় বাছাধন করো না রোদন
আসিয়া করবে কোলেতে শয়ন।

৩

সুবিস্তৃত ধরাখান যেন দেখি শরাখান
নাহি কোন জনা করিতে সান্ত্বনা,
তমাচ্ছন্ন সদা মন, নাহি হয় বিমোচন;
বারিদে যেমন, ঢাকেরে গগন
তেমতি মনরে তিমির জালে।
নাহি করে বরষণ, সদা করে গরজন
বরষণে মতি, নয়রে কুমতি,
নাশিল-খালিরে কিরণ মালা।
যতেক ইন্দ্রিয়গণ, ভেকরূপ অগনন,
হাসিছে খেলিছে, কিবল ধরিছে,
দেখেছে সহিতে দুঃখের জ্বালা।
তৎপরে শান্তনাবায়, মানস গগনে ধায়,
জলদ নাশনে যেমন গগনে,
পবন নাশেরে, বারিদ রাশি।
মানস গগনে আর না রহিল দুঃখভাব,
বাতাস বহিল অদৃশ্য হইল,
নীহার যেমন, উদিলে কাশি।
গগন হইল স্থির নাই আর ঘন বীর,

নিরব সকলি নাইরে কাকলিঃ
শোভিল গগন প্রকৃতি কোলে,
প্রকৃতি ঘুমের গান, ধীরে ধীরে কিবা গান,
তাহাতে গগন হইয়া মগন;
ঘুমাল কোলেতে প্রকৃতি বোলে।
সে রূপ মানস মোর ছিঁড়িলে দুঃখের ডোর;
খেলিতে লাগিনু আনন্দে ভাসিনু,
পরম খাদক শিশুর মতন।
শ্রান্ত লভি অবশেষে, আকুলিত নিদ্রাবেশেঃ
জননী বলিনু, শয়ন করিনু,
কামিনী কোলেতে — (দুঃখেতে হত)
সে নয় সামান্য ধনী, নিদ্রাদেবী সে রমণী,
আমারে লইয়া কোলে বসাইয়া,
ধীরে ধীরে কিবা ধরিল তান।
আহা কিবা শ্রান্তি হর নিদ্রা ক্রোড় মনোহর,
একে দুঃখীজন, ঘুমেতে মগন;
তাহাতে আবার ঘুমের গান।
"অবোধ ছেলে চাদ চায়, চাঁদ কি কভু ধরা যায়,'
ছাবাল ঘুমাল, পাড়াটা জুড়াল,
ধরিল কেমন ঘুমের গান।
মোহিনী স্বরের সাথ, শিরে ধীরে করাঘাত,
ঘমেতে মগন, নাইরে চেতন,
হায়রে কেমন জুড়াল প্রাণ।

৪

ঘুমের ঘোরেতে হেরিনু কেমন
অপূর্ব্ব যুবতী কামিনী রতন
হাসি হাসি তার বিমল বদন,
সফরী মতন ঘুরিছে নয়ন
মার কিবা তার রূপের ছটা।
অপূর্ব্ব বাহন পৃষ্ঠে আরোহন,

সময়ের গতি জিনিয়া গমন
হেরিয়া তাহারে মন পুলকিত
রূপেতে তাহার ঘর আলোকিত;
গগনে যেনরে দামিনী ঘটা।
ধন মান যশ যতেক বিভব,
তাহার ত্যজেতে সবে পরাভব
পলকে হাসায় পলকে কাঁদায়
পলকে নাচায় পলকে গাওয়ায়
পলকে কাকেও করেবা রাজা।
কেহবা হতাশ মুদিল নয়ন,
কেহবা পায়রে রমণী রতন,
কেহবা ধরেরে সুখে যশ মান;
কেহ বা হারায় আপনার প্রাণ;
কেহ বা শেষেতে পায়রে সাজা।
হাত নেড়ে সেই কামিনী রতন;
তাহার সনেতে করিতে গমন,
কেন যে কি হেতু বলিল আমারে,
কোন বিবরণ না পুছি তাহারে,
গমন করিনু, তাহার সনে।
মোরে লয়ে ধনী তড়িত গমনে
উপনিত এক নিবিড় কাননে,
বসন্ত প্রভাব বিরাজে কেমন,
বহিছে সতত মলয় পবন;
ঘোষণা করি'ছে কোকিলগণে।
মনের আমোদে লইয়া মগন,
হেরিতেছি কিবা বিরাজে কানন—
কেমন ধরি'ছে অপূর্ব্ব বরণ—
শুনিতেছি – কিবা গায় পিকগণ;
যাহাতে হয়েছে কানন শোভা।
আহা কি আনন্দ আজিকে আমার

সুখের আজিকে নাহি পারাবার।
মেতেছি আজিকে হেরিতে কানন;
বহিতেছে কিবা মলয় পবন,
শরীর জুড়ায়, মানস লোভা।
হেন কালে মোরে কহিল কামিনী
আলোকে পূর্ণিতা দেখরে ধরণী,
বিজন কানন শোভিত কেমন,
আহা মরি কিবা জুড়ায় নয়ন,
শত ইন্দু যেন পড়েছে ঘসে,
"বিকচ কমল সদৃশ বদনা,
ভ্রমরা শোভিত কমলনয়না,
স্থির সৌদামিনী কে এক কামিনী
শুরপুরী মাঝে যেনরে ইন্দ্রানী
সিংহাসন পরে রয়েছে বসে
"অপূর্ব্ব মুকুট মস্তকে ধারণ,
শত রবি জিনি প্রকাশে কিরণ,
আলোকিত যাহে গহন কানন—
ত্রিভুবন মাঝে দুর্লভ রতন—
সকলে লইতে বাসনা করে।
"যাহার লাগিয়ে কতেক মানব
তনু করে ক্ষীণ ত্যজিয়ে বিভব,
দিবা নিশি কত অসাধ্য সাধনা—
করেছে পুরাতে মনেরি বাসনা,
অকালে মরেছে কৃতান্ত করে।
"দেখরে - বাল্মিকী, কবি কালিদাস,
মিহির, কঙ্কন, কবি বেদব্যাস
লভিতে দুর্লভ মুকুট রতনে
কেহ বা বিপিনে কেহবা গহনে
চিরকাল দুঃখে করেছ বাস।
"যুধিষ্ঠির আদি রামরঘুবর,

শিবাজী, পদ্মিনী, ভারতপ্রবর,
ভারত বিজয়ী ভারত অঙ্গনা—
লভিতে মুকুট করিয়ে বাসনা—
করেছে মানবে সমরে নাশ।
"কুক, কলম্বস, ড্রেক, মেগিলন,
এনসন, আদি আর কতজন,
অপূর্ব্ব মুকুটে করিয়ে বাসনা—
সাগরে ত্যজিয়ে জীবন কামনা—
পাল তুলে গেছে প্রাচীন কালে।
দাশুরথী আদি শ্রীরাম প্রসাদ;
লভিতে অমূল্য মুকুট প্রসাদ -
হেসে খেলে রাগ রাগিনী সনেতে
বিহার করেছে মনের সুখেতে
যন্ত্র তন্ত্র যত বাজায়ে তালে।
দেখ – একবার মেলিয়া নয়ন;
অথচ তাতেও জুড়ায় নয়ন—
হেরিলে উহারে মনের মত।
দ্বিতীয়ত দেখ মুকুট রতন
কলঙ্কিনী শশি সদৃশ কিরণ
থেকে থেকে কিবা করিছে ধারণ;
চিরস্থায়ী কোন মহিলা ভূষণ
ব্যবহারে যথা কিরণ হত।—
"তৃতীয় মুকুট দেখরে নয়নে—
লোভে বশ কভু যেনরে ভূবনে
হওনা - বাছারে জীবন থাকিতে
করেনা সাধনা উহারে লভিতে;
যাহার কিরণ জোনাকী মত।
"তিনটী মুকুট, অমূল্য ভূষণ
কামিনী করেছে শিরেতে ধারণ-
লভিতে কররে সদাই বাসনা,

দেখ দেখ যেন ভুলনা ভুলনা
— পাবে না হইলে সময়গত।
বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা যাহারা লয়রে,
প্রধান মুকুট তারাই পায়রে;
সমর প্রভৃতি অন্যান্য কাজেতে,
দ্বিতীয় মুকুট ধরেরে শিরেতে
চিরকাল যাহা রয়রে।
"তৃতীয় মুকুট জনাকী মতন,
এই আছে এই ঘুচিল কিরণ;
গীত বাদ্যে যারা ভজন করেরে
তারা এ মুকুট আনন্দে লভেরে
চিরকাল কিছু নয়রে।"
হেন কালে নিদ্রা অন্তর হইল—
কোথায় – এখন কানন রহিল,
কোথায় বা সে মলয় পবন,
বসন্ত প্রভাব কোথায় এখন;
এককালে সবে অন্তর হল।
কোথায় কামিনী, মুকুট ধারিনী,
কোথায় বা সেই যুবতী কামিনী,
যে জন আমারে লইয়া সতেতে
গিয়াছিল সেই বিজন বনেতে;
সকলি এখন কোথায় গেল!

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)

ওঁ

পুত্রশোকাতুর পিতার বিলাপ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা

কমলালয় যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৮২
১৮৬০ খৃঃ

পুত্রশোকাতুর পিতার বিলাপ

হে জগদীশ্বর! তোমার কি অপার মহিমা, কি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি, কি অদ্ভুত গতি, তোমাকে যে, অপার করুণাময়, নিখীলরঞ্জন, দয়ীতের দুঃখনাশন, এবং কল্পবৃক্ষ বলিয়া সকলে সম্ভাষণ করে, তাহা সমুদয়ই বৃথা হইল, আর কখনই আমার মনে সত্য বোধ হইবে না; কেন না, তুমি ক্ষণেক একটী সুফল প্রদান করিয়া, সমুদায় শোক, দুঃখ, রোগ, আর্থানাটন প্রভৃতি যাবদীয় ক্লেশ ধ্বংস কর, অতিব-গভির-সুখসাগরে আমাকে এবং আমার বান্ধবগণকে নিমগ্ন কর, তুমিই পুনর্ব্বার তাহাকে নষ্ট করিয়া, সকলই হরণ করিলে—সকলই ঘুচালে - সকলই মিথ্যা বলালে—বিপদ ঘটালে—আমার সন্তান হওয়াতে যাহারা দুঃখিত ছিল, তাহাদিগকেও হাসালে। এই কি তোমার উচিত? আমি ত কখন ঐ মৃত-সুফল নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, তুমি সর্ব্ব অন্তর্যামি হইয়াও কি তাহা জান না। সেই তনয়-রত্ন তুমিই আমাকে প্রদান করিয়াছিলে, আবার ফলের আস্বাদন করিতে না করিতেই তুমি তাহাকে নিজ পাসে রাখিয়া দিলে। যদি ইহাই তোমার মনে ছিল, তাহা হইলে সেই ফল অর্পণ না করিলেই ত ভাল হইত, তোমার ফল প্রাপ্তে আস্বাদন আশে তাহাকে আমি অনেক কষ্টে ও অনেক যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, তুমি যে তাহাকে অকস্মাৎ হরিবে তাহা স্বপ্নের অগোচর—কল্পনার বাহির—বিবেচনার অতীত—আশার বিপরীত। তুমি যদিও সেই ধন অনায়াসে হাসিতে হাসিতে হরণ করিলে, কিন্তু তাহার বিয়োগজনিত দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, কোটি কোটি বৎসর নিয়ত প্রকাশ করিলেও তাহার শেষ হইবেক না। দুঃখ বর্ণন বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইলে লেখনী আড়ষ্ট, দেহ কম্পবান, নয়ননিরে বক্ষস্থল প্লাবিত হইতে থাকে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে, এবং অবশেষে প্রাণ ত্যাগ করিতেও ইচ্ছে যায়।

হে নাথ! এই সব দুঃখ দিয়া তুমি নিজ নামে কলঙ্ক করিলে, একবারও কি ভাবিলে না সেই ধন কত আদরের ছিল। এমনিই কি করিতে হয়, একান্তই যদ্যপি তুমি আমাকে ক্লেশসাগরে নিপতিত করিবে এমত বাসনা ছিল, তবে অন্য কোন প্রকার দুঃখ প্রদান করিলে কি তোমার ক্ষতি হইত? আশা নিবৃত্তি হইত না?

আহা! সেই আমি, এই জগতিতলে পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল, সমুদয়ই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সেই স্নেহভাজন পুত্র বিহনে পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি, গৃহ অরণ্য বৎ বোধ হইতেছে, সুখাস্পদ বস্তুকে দুঃখাধার জ্ঞান হইতেছে, প্রিয়তমাকে শত্রু বোধ হইতেছে, তাহার পীযূষময়বাক্য শ্রবণে আর সুখানুভব হইতেছে না, অর্থাদি অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে এবং মরণকে মোক্ষ বোধ হইতেছে।

পুত্রশোকাতুর পিতার বিলাপ

ধন্য হে তোমার কীর্ত্তি জগত আধার।
কে বুঝিছতে পারে নাথ মহিমা তোমার॥
ক্ষণেক অতুল সুখ দাও জীবগণে।
পরক্ষণে দহ তারে অসুখ-দহনে॥
যে দিনে পেলেম কোলে তনয় রতন।
ভাবিলাম হলো বুঝি সুখ উদ্দীপণ॥
এখন কোথায় সুখ কোথা বা তনয়।
সে ধন বিহনে হেরি সব তমোময়॥
দিয়ে কেন পুনরায় হরিলে তাহায়।
দয়াময় নাম কেহ দিবে না তোমায়॥
যে দুখ পেয়েছি আমি হারায়ে সে ধনে।
জাগিছে হৃদয় মাঝে প্রকাশি কেমনে॥
যদি হই "কুবেরের" সম ধনবান।
যদি হই তত্ত্বজ্ঞানী "বাল্মিকী" সমান॥
যদি আমি হই "বৃকোদর" সম বীর।
যদি আমি হই "বৃহস্পতি" সম ধীর॥
তথাপি মনে দুঃখ ঘুচিবার নয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
যদি আমি হই কভু সর্ব্বাংশে প্রধান।
যদি পাই সমুজ্জ্বল সিংহাসনে স্থান॥
যদি হই মাননীয় সুরপতি সম।
যদি পারি পরাজয় করিবারে যম॥
যদ্যপি জীবন মম বশীভূত রয়।
যদি আজ্ঞাকারী হয় রিপু সমুদয়॥
তথাপি মনের দুঃখ ঘুচিবার নয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥

যদি হই সসাগরা ধরণীর পতি।
যদি "যুধিষ্ঠির" সম হয় ধর্ম্মে মতি॥
যদি "বিশ্বকর্ম্মা" সম হই শিল্পকর।
যদি পরাজয় করি বিদ্যার সাগর॥
তথাপি মনের দুখ ঘুচিবার নয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
যদি প্রকৃতির শোভা করি দরশন।
পুলকে পূর্ণিত হয় যুগল নয়ন॥
কবিকুল অগ্রগণ্য কালীদাস যত।
কিম্বা গুণাকর কবি যেমন ভারত॥
যদ্যপি তাঁদের মত হই কবিবর।
স্বভাবে তুষিতে পারি সবার অন্তর॥
তথাপি মনের দুখ ঘুচিবার নয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
যদি হই সাধুদের প্রেমের ভাজন।
যদ্যপি ভারতবন্ধু কহে সর্ব্বজন॥
দীনের দীনতা যদি আমা হতে যায়।
চিররোগী গণে যদি রোগ শান্তি পায়॥
যদি কভু দানশীল হই কর্ণ সম।
যদি আমি পাই পুনঃ পুত্র অনুপম॥
তথাপি মনের দুখ ঘুচিবার নয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥

এমন প্রাণের নিধি লুকালো কোথায়।
কোথা গেলে পুন আমি পাইব তাহায়॥
কোলে আয় কোলে আয় ওরে যাদুধন।
হেরে তোর মুখশশি জুড়াই জীবন॥
কোথা গেলি বাপধন, দেখা দে আমায়।
হৃদয় মাঝেতে আমি রাখিব তোমায়॥

কোথা গেলি একবার, দুগ্ধ কর পান।
কোথা গেলি একবার, হেষে তোষ প্রাণ॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
কোথা গেলি একবার, পরহ ভূষণ।
কোথা গেলি একবার, কররে রোদন॥
হৃদয়ে জ্বলিছে তব বিরহ অনল।
দরশন-বারী দানে কররে শীতল॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
অনিবার পিতা তোর করিছে রোদন।
একবার না ভাবিলে তাহারে আপন॥
কোথা গেলি? না হেরিয়া তোমার বদন।
তোমার জননী সদা, করিছে রোদন॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
কোথা গেলি কেবা আর, খেলিবে ধুলায়।
কোথা গেলি কেবা আর, শুইবে দোলায়॥
কখন এ দুঃখ নাহি, হইবেক দূর।
তোমা ধন বিনে আমি, হয়েছি ফতুর॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
তোমার নিধনে হলো, দেহ মম হ্রাস।
তুমি বিনে সদা হয়, মূর্খতা প্রকাশ॥
তোমা ধন বিনে নাহি করিব আয়াস।
কখন হবে না মম, সুখ অভিলাষ॥
কখন হব না তব শোক বিস্মরণ।
কর্ম্ম কাজে কখন না যাবে মম মন॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥

তোমার বিহনে ইচ্ছা হয় হই যোগী।
তোমারে ভাবিয়া হইলাম, চিররোগী॥
ওরে যাদু তুমি বিনে হেঁট, মম মুখ।
তোমারে ভাবিলে দুখে ফেটে যায় বুক॥
তুমি বিনে বুঝি যেতে, হলো বনবাস।
তোমার বিহনে মনে, নাহিক উল্লাস॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
আর নাহি করি আমি, পুত্রধনে আশা।
আর নাহি মনে ভাল লাগে ভাল বাসা॥
কোথা গেলি দেখা দেরে, দুখি পিতা বলে।
কোথা গেলি বস এসে পিতামহি কোলে॥
কোথা গেলি দুখ দিয়ে তোমার দাদারে।
কোথা গেলি কেবা আর বাঁচাবে আমারে॥
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
কোথা গেলি ফেলে মোরে দুখের সাগরে।
কোথা গেলি কেবা আর ঘর আলো করে॥
কোথা গেলি চলে তুই কাঁদে জ্যেঠা তোর।
কোথা গেলি এই দশা করি তুই মোর॥
কোথা গেলি তোর দিদি পড়ে যে ধুলায়।
কোথা গেলি কাঁদে তোর কাকা সমুদায়।
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥
কোথা গেলি পিতৃবন্ধু কাঁদে সব তোর।
তোর শোকে ভেবে তারা হতেছে অঘোর॥
কি কাজ আমার আর অর্থ উপার্জনে।
কি কাজ আমার আর আত্ম বন্ধু গণে॥
কি কাজ আমার আর বেঁচে ত্রিভুবনে।
কি কাজ আমার আর পরিবার সনে॥

কি কাজ আমার আর মনোমত বেশে।
কি কাজ আমার আর যাইয়া বিদেশে।
তোরে হেরিবারে মনে সদা ইচ্ছা হয়।
না হেরে সে চাঁদমুখ দহিছে হৃদয়॥

যদি আমি করিতাম রিপুর দমন।
যদি আমি করিতাম সুকৃতি সাধন॥
যদি আমি নাহি বদ্ধ হতেম মায়ায়।
যদি নাহি হত সুখ পাইয়া তাহায়॥
যদি নাহি আগে তারে ভাবিতাম মম।
যদি নাহি করিতাম তার উপসম॥
যদি সেই হলে নাহি করিতাম ব্যয়।
ভূমিষ্ট হইবা মাত্র হতো যদি লয়॥
কেন আনিলাম স্বর্ণ ভূষণের তরে।
উজ্জ্বল করিতে তার মুখ সুধাকরে॥
আগে যদি জানিতাম হইবে এমন।
তাহলে কি ভাবিতাম তাহারে আপন?
তাহা হলে এই রূপ হতো না কখন।
ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হলেম এখন॥
ওহে জগদীশ শুন মিনতি আমার।
মম প্রাণ হরে কর এদুখে নিস্তার॥
তাহা হলে ঘুচে যাবে দুখ মোর সব।
আর নাহি মনেতে পড়িবে তার শব॥
আর না কাঁদিব আমি তাহার লাগিয়া।
আর নাহি সারা হব তাহারে ভাবিয়া॥
মনদুঃখে দিবা নিশি চক্ষে নীর বহে।
ওষ্ঠাগত প্রাণ সদা দুখ কথা কহে॥
এখন অনেক দুখ আছে মম মনে।
শুনিলে দুখি অধিক হবে বন্ধুগণে॥

হইলে মরণ মম দুখ যাবে দূরে।
যাতনা এড়াব গিয়ে ধৰ্ম্মরাজ পুরে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া ঠেকা।
নিদয় শমন, রে তোর এই কি বিচার।
অকালে নাশিলি মম প্রাণের কুমার।
ওরে রে নিষ্ঠুর বিধি, এ নহে বিহিত বিধি,
হরিলি হৃদয় নিধি, করিলি আকুল—
সদা সাধ ছিল মনে, সুখি হব পুত্র ধনে,
সে সব বাসনা হলো, দুখের আধার!!

হে অবোধমানস! ধৈর্য্য ধর, ভ্রান্তি হর, সামান্য ঘটনাতে এত বিলাপ করিলে কি হইবে, সেই প্রাণাধিকপ্রিয়তম পুত্রের রক্ষা জন্য সাধ্যমতে ক্রটী কর নাই। ফলে তাহা সাধ্যতীত, তাবৎ মহৌষধি প্রদান করিলে, অপৰ্য্যান্ত অর্থব্যয় করিলে ও আপন প্রাণ নষ্ট করিলে এবং ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেও রক্ষা হইতে পারিত না। হে মন! কেন আর বৃথা রোদন কর, কেন আর বৃথা অধৈর্য্য হও? এবং কেনই বা দুঃখ প্রকাশ কর? যদি জগতের সকল প্রকার উত্তম অবস্থাতে নিবিষ্ট হই, তথাপি এই দুঃখ যাইবেক না তাহাকে সৰ্ব্বদাই মনে পড়িবে ইহা তোমার ভ্রম মাত্র।

পরিশেষ আমার এই নিবেদন যে, তুমি সমুদয় শোক দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, কি জানি হঠাৎ কখন মৃত্যু হইবে তাহা হইলে তুমি নিজ কৰ্ম্ম দোষে অতিশয় ক্লেশ পাইবে। যখন তোমার সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে স্মরণ করা নাই—সৎ কৰ্ম্ম করা নাই, তখন তুমি অবশ্যই সৰ্ব্ব ধন শ্রেষ্ঠ মুক্তিধন হারাইয়াছ, তাহা কি একবারও মনে হয় না, কেবলই সামান্য পুত্রের নিমিত্ত এত দুঃখ প্রকাশ করিয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক করিও না।

মিছা কেন অকারণ ভাব ওরে মন।
নাহি জান সে কখন নহেক আপন॥
সকলি অসার ভবে কিছু নয় সার।
বিনা সেই নিরাকার জগত, আধার॥
এই আছ এই নাই কখন কি হয়।
বিভু গুণ গান করি কাল কল ক্ষয়॥
কে তোমার তুমি কার কেন তার লাগি।
অসার সংসার প্রতি বৃথা অনুরাগী॥
ক্ষণেক থাকিলে ভাল মনে হয় সুখ।
ক্ষণেক রোগেতে তব হয় অতি দুঃখ॥
চিরজিবী নহে প্রাণী হইবে রে লয়।
বিভু গুণ গান করি কাল কর ক্ষয়॥
ক্ষণেক বিপদে তুমি করহ প্রার্থনা।
ক্ষণেক সুখের লাগি করহ ছলনা॥
সামান্য লাভের তরে মিথ্যা কথা কও।
সামান্য আশার বশে পর ধন লও॥
এত সুখ কিসে তুমি পেয়েছ সংসারে।
গৃহ কাজে ব্যস্ত সদা নাহি ভাব তাঁরে॥
দারা সুত বন্ধুগণে করি দরশন।
অহরহ করে থাক সুখ আস্বাদন॥
যারে তুমি নিজ ভাব নিজ সে তো নয়।
বিভু গুণ গান করি কাল কর ক্ষয়॥
নাহি জান এক দিন হইবে মরণ।
জান না তখন কেহ না হবে আপন॥
যে যাবার সেই যাবে পড়ে রবে সব।
শুধু মাত্র সার হবে হাহাকার রব॥
তাই বলি মায়া ময় ত্যজি সমুদয়।
বিভু গুণ গান করি কাল কর ক্ষয়॥
এভাবে পাপের ভোগ তেজিলে জীবন।
অনায়াসে হবে তব সর্গেতে গমন॥

সামান্য রাগের ভয়ে কররে বিবাদ।
আপনি আপন দোষে ঘটাও প্রমাদ॥
অর্থ আশে নিয়তই কর মহাপাপ।
অনর্থক পাও তুমি যথোচিত তাপ॥
অনিত্য সুখের লাগি মত্ত অতিশয়।
বিভু গুণ গান করি কাল কর ক্ষয়॥
সামান্য পেটের তরে দেহ কর নাশ।
পরনারী হরিবারে কর অভিলাষ॥
সুখ সার এসংসার ভেবে তুমি মন।
দুঃখ জালে নিজে তুমি পড় সর্ব্বক্ষণ॥
ত্যজ ত্যজ লোকালয় যাও যাও ধনে।
সেই স্থানে গিয়া তুমি তাঁরে ভাব মনে॥
বিনে দুঃখে তুমি সুখে রহিবে নিশ্চয়।
বিভু গুণ গান করি কাল কর ক্ষয়॥

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ
তাল জৎ।

কি হলো, কোথা গেল,
দুঃখ দিয়ে সে আমায়।
যার লাগি, দুখ ভাগি, কোথা সে আমার হায়।
সে আমার, আমি তার, তারে ভুলে থাকা দায়।
ভাবনায়, প্রাণ যায়, কেন্ন দেহ সে জ্বালায়।
তার তরে, আঁখি ঝরে, ঘটে কত ঘটে দায়।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ
তাল জৎ।

মনে করি, ভুলি তারে, ভোলা নাহি যায় রে।
শয়নে স্বপনে হেরি, নয়নে তাহায় রে।
বিনা প্রাণ, মম প্রাণ, সদা বিদরায় রে।
কত কাঁদি, বিধি বাদী, হইল আমায় রে।
সে ধনে পড়িলে মনে, দুঃখ পায় পায় রে।

রাগিণী সিন্ধু

তাল আড়া ঠেকা।

এস এসে চন্দ্রানন, ভাবি সদা তোমারে।
না হেরে বদন তব, দুখিত আছি অন্তরে॥
তুমি মম প্রাণ ধন, বধিয়ে মম জিবন, কোথা
গেলে বাছাধন, দুঃখ দিয়ে আমারে।

রাগিণী বেহাগ

তাল কাওযালি

মন কেন তারে তুমি ভাবনা।
ভাবিলে যাঁহারে, যাবে ভবের ভাবনা।
মিছা ভাবে ভাবী হোয়ে, পরেরে আপন
কোয়ে, অকারণ ওরে মন রোদন করোনা॥

বাগিণী গাবা ভৈববি

তাল আডা ঠেকা।

মন কেন কর অপার বাসনা।
দারা সুত পরিজন, কেহই নহে আপন,
ক্ষণে দেয় দরশন, জেনেও কি জাননা –
বদ্ধ হয়ে মায়াকারে, ভুলিয়া রোহেছো তাঁরে,
জাননা অন্তিমে কত-পাইবে যাতনা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ

তাল জৎ।

কি কারণ, জ্বালাতন, অহরহলাগি তার।
মায়া পাশে, অনায়াসে, বদ্ধরহ অনিবার।
নিরাকার, সর্ব্বসার, তাঁরে মন কর সার।

সম্পূর্ণ।

(লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায়নি)